দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬ ॥ ১২ মে ২০২৪ ॥ ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৩ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিএনপির আন্দোলনের হেতু কী, প্রশ্ন হানিফের

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির উদ্দেশে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় সরকার। কিন্তু আপনারা তো নির্বাচনে আসেন না, তাহলে আপনাদের আন্দোলনের হেতুটা কি? কিসের আন্দোলন করতে চান? গতকাল শনিবার বিকালে মোহাম্মদপুরের গজনবী রোডে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের 'শান্তি ও উন্নয়ন' সমাবেশে তিনি এ সব কথা বলেন। মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, 'নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব, নির্বাচন ছাড়া কখনও বৈধভাবে সম্ভব না। আরেকটি আছে অগণতান্ত্রিক পন্থায়। এই দেশের মানুষ সেটা কখনও চায় না।

প্রকল্প গ্রহণে দেশ ও মানুষকে বিবেচনায় নিন, প্রকৌশলীদের প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : যেকোন প্রকল্প গ্রহণের আগে দেশ ও মানুষের কাজে লাগবে কিনা এবং সেটি লাভজনক হবে কিনা তা বিবেচনায় নিতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) ৬১তম কনভেনশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক, সেটা পরিবেশবান্ধব হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। সেই লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে খরচের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'প্রকল্প থেকে জনগণ কি পাবে এবং তা থেকে রিটার্ন কি হবে- এগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু নির্মাণের জন্য নির্মাণ করা যাবে না। আমি সংসদে সবাইকে সেটি বলেছি। তা না হলে কোনো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে না।' প্রকৌশলীদের গবেষণায় জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'কৃষি যান্ত্রিকতায় আরও এগিয়ে যেতে প্রকৌশলীদের যে উদ্ভাবনী শক্তি, মেধা আছে- সেটা কীভাবে দেশের কাজে লাগাতে পারি তাতে নজর দিতে হবে।' খাদ্যপণ্য সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যা উৎপাদন হচ্ছে তা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানির দিকে নজর দিতে হবে। সেই লক্ষ্য রেখে আমাদের গবেষণা ও পরিকল্পনা দরকার।' সরকারের লক্ষ্য তৃনমূল থেকে উন্নয়ন করা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'তৃনমূলের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, মাথাপিছু আয় বাড়ানো, সেটা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।' তিনি বলেন, 'উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

২-এর পাতায় দেখুন

চতুর্থ ধাপে ৫৬ উপজেলায় ৭৩৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের শেষধাপে অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের ৫৬ উপজেলা নির্বাচনে ৭৩৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখা জানায়, শেষ ধাপের এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৭২ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৬৬ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১৯৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এদিকে, চারটি উপজেলায় চারটি পদে চারজন একক প্রার্থী রয়েছে? চেয়ারম্যান পদে কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে টাঙ্গাইলের গোপালপুর, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলায় একজন করে প্রার্থী রয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের প্রার্থিতা যাচাই-বাচাই শেষে সব ঠিক থাকলে এই চার উপজেলার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবেন। চতুর্থ ধাপে ৫৬টি উপজেলার মনোনয়নপত্র বাছাই ১২ মে, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল ১৩-১৫ মে, আপিল নিষ্পত্তি ১৬-১৮ মে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৯ মে, প্রতীক বরাদ্দ ২০ মে। আর নির্বাচন ৫ জুন। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ইতিমধ্যে প্রথম

২-এর পাতায় দেখুন

রাজনীতিতে পরিত্যক্তদের আওয়াজ ব্যাঙের মতো বড়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ব্যাঙ প্রাণী হিসেবে অনেক ছোট হলেও আওয়াজ অনেক বড়। তেমনি রাজনীতিতে কিছু পরিত্যক্ত মানুষ আছে, যাদের ব্যাঙের মতো আওয়াজ বড়। গতকাল শনিবার দুপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মাহমুদুর রহমান মান্না ভাইয়ের একটা বক্তব্য পত্রিকায় পড়লাম, টেলিভিশনে শুনলাম। সরকারের নাকি একদম ভিত নাই।সরকারের ভিত নাই বিধায় পরপর চারবার আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায়। তারা তো টেনে ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু টান দিতে গিয়ে তারাই ধপাস করে পড়ে গেছে। এখন কোমর যে ভেঙে গেছে সে অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। গত বছরের ২৮ অক্টোবর কার আগে কে দৌড় দেয় সেই প্রতিযোগিতা আমরা দেখেছি নয়াপল্টনে। তিনি বলেন, মাহমুদুর রহমান

২-এর পাতায় দেখুন

সাভারে বৃষ্টির পানিতে ডুবে মরল ৩ হাজার মুরগি

স্টাফ রিপোর্টার : ঝড়-বৃষ্টির পানিতে ডুবে ঢাকার সাভারের একটি পোল্ট্রি ফার্মের প্রায় তিন হাজার মুরগির বাচ্চা মারা গেছে। এতে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার সকালের ঝড়বৃষ্টিতে আশুলিয়ার ধামসোনা ইউনিয়নের নোরিঙ্গারটেক এলাকার অভি পোল্ট্রি ফার্মে এ ঘটনা ঘটে। খামারের কর্মচারী আবুল কালাম বলেন, আমি অভি পোল্ট্রি খামারে প্রায় ১ বছর ধরে কাজ করছি। এই খামারে একটি ৬ হাজার ও একটি ২ হাজার মুরগি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন দুটি শেড রয়েছে। ছয় হাজার মুরগি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন শেডটিতে গত তিন দিন আগে তিন হাজার বাচ্চা আনা হয়। গতকাল শনিবার সকালে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় শেডের একটি টিনের চালা ঝড়ে উড়ে যায়। পরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ

২-এর পাতায় দেখুন

হিসাব ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন : অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উন্নয়ন সহযোগীদের চাহিদা পূরণে হিসাব ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। গতকাল শনিবার সিএজি কার্যালয়ে ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দেশব্যাপী তিন দিনের (১২-১৪ মে) বিশেষ সেবা কার্যক্রম উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক মানের অডিট সম্পাদনের প্রচলিত কমপ্লায়েন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিটের পাশাপাশি পারফরমেন্স অডিট, আইটি অডিট

এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উন্নয়ন সহযোগীদের চাহিদা পূরণে হিসাব ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন। ইতোমধ্যে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় হিসাবের আধুনিক কাঠামো প্রণীত হয়েছে। হালনাগাদ আর্থিক উপযোজন হিসাব প্রনয়ণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, অডিট কার্যক্রম আরও ফলপ্রসু হলে সরকারের আর্থিক সম্পদের দক্ষ ও ফলপ্রসু ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসম্পন্ন এবং রিয়েল টাইম অডিট সম্পন্ন করতে সিএজি'র সার্ভিস সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অর্থ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রায় চার কোটির অধিক অডিট রিপোর্ট নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আদায় হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। তবে উদ্বেগের বিষয় প্রায় ২৩৫টি অডিট রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু আলোচনা হয়নি। অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, আমরা অটোমেশন করেছি। এখন পেনশন গ্রহকারীরা ঘরে বসেই পেনশনের টাকা

২-এর পাতায় দেখুন

আফগানিস্তানে আকস্মিক বন্যায় একদিনে দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশে আকস্মিক বন্যায় একদিনে দুইশরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার বাঘলানে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত হয়। এতে সেখানে আকস্মিক বন্যার (ফ্ল্যাশ ফ্লাড) সৃষ্টি হয়। এই বন্যায় কয়েক হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আরও হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে। শুধুমাত্র বাগলানি জাদিদ বিভাগে ১ হাজার ৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছ বলে জানিয়েছে আফগানিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। তবে তালেবান সরকারের পক্ষ থেকে ৬২

২-এর পাতায় দেখুন

১০ জুন চালু হচ্ছে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন : রেলমন্ত্রী

রাজশাহী প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী হয়ে ঢাকা রুটে ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন চালু হবে আগামী ১০ জুন। গতকাল শনিবার রাজশাহী বিভাগ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় আম পরিবহন বিষয়ে সেমিনারে এ তথ্য জানান রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম। তিনি জানান, ছয়টি লাগেজ ভ্যানের মাধ্যমে আম পরিবহন করা যাবে ২৮ দশমিক ৮৩ টন। তবে এবার ট্রেন যাবে পদ্মা সেতু হয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর স্টেশন থেকে প্রতিদিন বিকেল ৪টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এই ট্রেন। যাত্রাপথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, আব্দুলপুর, ঈশ্বরদী, পোড়াদহ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও ভাঙ্গা স্টেশনসহ মোট ১৫টি স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেবে ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন। এই ট্রেন ঢাকায় পৌঁছাবে রাত ২টা ১৫ মিনিটে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রতি কেজি আমের ভাড়া লাগবে ১ টাকা ৪৭ পয়সা আর রাজশাহী থেকে ১ টাকা ৪৩ পয়সা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর। বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা, নাটোর-১ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. হুমায়ুন কবীর, রেলওয়ের পরিচালক সরদার সাহাদাত আলী, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার, রাজশাহী আম গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শফিকুল ইসলাম।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠ জেলা হবে বান্দরবান

—— বীর বাহাদুর

বান্দরবান প্রতিনিধি : জনপ্রতিনিধি ও সবার প্রচেষ্টায় ৬৪ জেলার মধ্যে বান্দরবান শ্রেষ্ঠ জেলায় পরিণত হবে বলে উল্লেখ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং। গতকাল শনিবার সকাল ১১টার দিকে বান্দরবান সদরের বাসস্টেশন এলাকায় বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ উদ্বোধন শেষে এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত

২-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ নেতাকর্মী করমীদের

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন (আলিম) কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেছে নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (০৯) মে বিকেলে রায়হান ফিলিংস স্টেশনে তার নিজস্ব অফিসে ফুলের শুভেচ্ছা জানান উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌর সভার নেতাকর্মীরা। পরে নেতাকর্মীরা মুখ মিষ্টি আনন্দ উপভোগ করেন। এর আগে গতকাল গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আশরাফ হোসেন আলিম বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আনারস প্রতীকে ৪০ হাজার ৬২০ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে ঘোষণা পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ুন রেজা ঘোড়া প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪০ হাজার ৬১ ভোট, হালিমা খাতুন কাপ- পিরিচ প্রতীক ২ হাজার ৬৫৪ ভোট, মাহাফুজা খাতুন মোটর সাইকেল প্রতীক ১ হাজার ৩৬৫ ভোট। বুধবার (৮মে) উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে গোমস্তাপুর উপজেলায় ভোটগ্রহণ শেষে তাদের কে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে গতকাল শনিবার সকালে প্রায় দেড় ঘণ্টার ঝুম বৃষ্টিতে নগরজীবনে স্বস্তি দিলেও বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী। গতকাল শনিবার মুষলধারার বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে বারিধারা, শেওড়াপাড়া, ভাষানটেক, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, নয়াপল্টন, তেজগাঁও, মালিবাগসহ বিভিন্ন জায়গায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় সড়কে মানুষের চলাচল কম থাকলেও যাদের বের হতে হয়েছে, তারা পড়েছেন ভোগান্তিতে। কয়েক বছর ধরেই বর্ষা মৌসুম রাজধানীবাসীর জন্য এক আতঙ্ক। সামান্য বৃষ্টিতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলাবদ্ধ থাকে অনেক সড়ক। এবার বর্ষা মৌসুম এখনো শুরু না হলেও আজ মাত্র দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে অনেক সড়কে পানি জমে গেছে। হাজারীবাগের জাফরাবাদ এলাকার বাসিন্দা ইলা ফারজান বলেন, সকাল থেকে টানা এক-দেড় ঘণ্টার

২-এর পাতায় দেখুন

পোল্ট্রি মুরগির দামে রেকর্ড তারপরও অসহায় খামারিরা

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকমাস ধরেই পোল্ট্রি শিল্পে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও কর্পোরেটদের দৌরাত্ম্যে অসহায় হয়ে পড়েছেন প্রান্তিক খামারিরা। বর্তমান বাজারে যেকোনো সময়ের চেয়ে মুরগির দাম রেকর্ড পরিমাণ বাড়লেও স্বস্তিতে নেই খামারিরা। খাদ্যে দামের সঙ্গে তীব্র গরম যোগ হওয়ায় 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তীব্র গরমের কারণে হিট স্ট্রোকে মুরগি মরা, ডিম উৎপাদন কমা ও বাচ্চার দাম বেড়ে যাওয়ায় পোল্ট্রি শিল্পে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বলেও মনে করেন তারা। খুচরা বাজারে ব্রয়লার মুরগি ২২০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩৯০ থেকে ৪০০ টাকা, লেয়ার ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে যা কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। দামের কারণে ক্রেতা সংকটে পড়েছেন বিক্রেতারা। দামের কারণে খুচরা দোকানেও বিক্রি অর্ধেকে নেমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মিরপুর শেওড়াপাড়ার অলি মিয়ার টেকের বাজারে মুরগি বিক্রেতা মো. রাকিব বাংলানিউজকে বলেন, অনেক বছর ধরেই ব্যবসা করছি। কিন্তু এত দামে কখনো মুরগি বিক্রি করতে হয়নি। ক্রেতারা আসছেন দাম শুনে ফিরে যাচ্ছেন। খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ কিনছেন না। আমাদের বিক্রি অর্ধেকে নেমেছে। দাম বেড়ে যাওয়ায় লাভের পরিমাণও কমেছে। এভাবে চললে খরচ ওঠানো কষ্ট হয়ে যাবে। তবে মুরগির খাবারের দাম অস্বাভাবিক বাড়ার কারণে এমনটি হচ্ছে বলেও তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, তিন থেকে চার মাস আগে ২৫ কেজির বস্তা মুরগির খাবার ৭৫০ টাকায় কিনতাম। সেটা এখন বেড়ে ৯৫০ টাকা। যেভাবে দাম বাড়ছে এতে মুরগির দাম আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। ঢাকা জেলার প্রান্তিক খামারি নূরুল হক বলেন, ৩০ টাকা উৎপাদন খরচের ব্রয়লারের বাচ্চা ৭০ থেকে ৯০ টাকা ও লেয়ার মুরগির বাচ্চা ১১০ থেকে ১১৫ টাকা। অথচ, প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্রয়লারের বাচ্চা ৬২ টাকা ও লেয়ার মুরগির বাচ্চা ৬৭ টাকা নির্ধারণ করে দিলেও আমরা সেই দামে বাচ্চা কিনতে পারি না। বাচ্চা, খাবার ও ওষুধের দাম অস্বাভাবিক বাড়ায়

২-এর পাতায় দেখুন

খাদ্যে দামের সঙ্গে তীব্র গরম যোগ হওয়ায় 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা

আট বছর পর ইবি ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

ইবি প্রতিনিধি : অবশেষে দীর্ঘ আট বছর পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেয়েছে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রলীগ। গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটিতে সভাপতি পদে আইন বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন অর্থনীতি বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নাসিম আহমেদ জয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সহ-সভাপতি ৭১ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ১১ জন ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পেয়েছেন ১১ জন। এ ছাড়া বিভিন্ন সম্পাদক ও উপ-সম্পাদক পদে ৩৮ জন, সহ-সম্পাদক ১৫ জন এবং সদস্য হিসেবে সাতজনকে মনোনীত করা হয়েছে। এদিকে, দীর্ঘদিন পর

২-এর পাতায় দেখুন

লিগ্যাল এইডে ১৮৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়

স্টাফ রিপোর্টার : অসচ্ছল বিচার প্রার্থীদের ১৮৭ কোটি ৪৪ লাখ ৬১ হাজার ৬৮৭ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছে জাতীয় আইনগত সতায়তা সংস্থা (লিগ্যাল এইড)। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার মাধ্যমে ১০ লাখ ২২ হাজার ৯৫৮ জন সরকারি খরচায় আইনি সহায়তা পেয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিগ্যাল এইডে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে মোট ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৮৮৬ মামলায়। এর মধ্যে আইনি সহায়তার মাধ্যমে ১ লাখ ৯৪ হাজার ১২২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি সেবার (এডিআর) মাধ্যমে লিগ্যাল এইডে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৯১৩টি। এডিআর এর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৫৮টি মামলায়। এ সময়ের মধ্যে আইনি পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ ৫ হাজার ৯২টি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৭ হাজার ৪২৪ জন, দেশের ৬৪টি জেলার লিগ্যার এইড অফিসের মাধ্যমে ৮ লাখ ২ হাজার ৪০৭ জন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেলের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৩৩০ জন এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নির্ধারিত হটলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০ নম্বরে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭৯৭ জন বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেয়েছেন। জাতীয় হেল্পলাইন সৃষ্টির আগে হটলাইনের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৩২৮ জনকে সরকারি খরচায় আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে। সরকার ২০১৩ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখকে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' ঘোষণা করেন। সকল মানুষের বিচার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই দিবসটি প্রতিবছর পালন করা হয়। এবার ১২তম দিবসটি পালিত হয়েছে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ১২ মে ২০২৪ ॥ ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

কাঁচা পেঁপের সেঞ্চুরি

অস্থির ডিমের বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : বছরজুড়ে কাঁচা বাজারে যে সবজির দাম তুলনামূলক কম থাকে সেটি হলো কাঁচা পেঁপে। আর এখন কাঁচা পেঁপে ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডিমের বাজারও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। বেড়েছে সব ধরনের মুরগির দামও। এ ছাড়া বাজারে থাকা বেশিরভাগ সবজির দাম বাড়তির দিকে। সপ্তাহ শেষে কোনো কোনো সবজি কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। মাছ মাংসের দামও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিএনপি বাজার, শ্যামলী ও মোহাম্মদপুর কৃষি বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। আগারগাঁওয়ের সবজি বিক্রেতা আহাদ মিয়া বলেন, 'ঈদের পর থেকে সবজির দাম বাড়তির দিকে। আজ কাঁচা পেঁপে কেজি প্রতি ২০ টাকা বেড়ে ১০০ টাকা হয়েছে। বেগুনের দামও কেজি প্রতি ১০০ টাকা। লম্বা ও গোল বেগুন কেজি প্রতি ১০০ টাকা দরে বিক্রি করছি।' এদিন শসার দাম বেড়ে ৬০-৭০ টাকা, বরবটি ৮০-৯০ টাকা, মাঝারি আকারের পাতি লাউ ৮০ টাকা, গোল আলু ৬০ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা, ঝিঙ্গা ৮০ টাকা, চিচিঙ্গা ৭০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০-৭০ টাকা, পটল ৬০-৮০ টাকা, করলা ৮০ থেকে ১০০ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে মাঝারি আকারের প্রতি হালি লেবু বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা দরে। কোথাও কোথাও তা ৪০ টাকা হালি বিক্রি হতে দেখা যায়। বাজারে দেশি পেঁয়াজ ৭০-৮০ টাকা, রসুন ২৪০-২৫০ টাকা, আদা ২৪০-২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। আগারগাঁওয়ে বিএনপি বাজারে সবজি কিনতে আসা রাসেল মিয়া নামে এক গার্মেন্ট শ্রমিকদের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, 'বাজারে সব ধরনের সবজির দাম বেশি। দাম কম থাকায় নিয়মিত পেঁপে কেনা হতো। সেই পেঁপে এখন ১০০ টাকা কেজি হয়েছে। স্বল্প বেতনে চাকরি করে সংসার চালানো আমাদের পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। এ জন্য কাটছাঁট করে বাজার করতে হচ্ছে।' অস্থির ডিমের বাজার খুচরা বাজারে ফার্মের বাদামি ডিম প্রতি ডজন ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে, যা সাত দিন আগেও ১২০-১২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আর ফার্মের সাদা ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৩৫-১৪০ টাকা, যা সাতদিন আগে ১১০-১২০ টাকা ছিল। এ ছাড়া হাঁসের ডিম হালি ৮০-৯০ টাকা। আর কোয়েল পাখির ডিম ৫০ টাকা ডজন দরে বিক্রি হচ্ছে। মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের পদ্মা বয়লার হাউজের স্বত্ত্বাধিকারী আবুল কালাম আজাদ শাহীন বলেন, 'এ সপ্তাহে সব ধরনের ডিমের দাম

৭-এর পাতায় দেখুন

যেসব কারণে বেড়েই চলেছে স্বর্ণের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের প্রথম দিনের তুলনায় গত সপ্তাহে ১২ শতাংশ বেশি দামে বিশ্ববাজারে স্বর্ণ বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহে ২ হাজার ৩০০ ডলারে বিক্রি হয়েছে মূল্যবান ধাতুটি। এছাড়া ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের পর স্বর্ণের দাম ৬০০ ডলার বেড়েছে। স্বর্ণের দামের এই উত্থানকে ক্রিপ্টোকারেন্সির উত্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের বিশ্লেষক হ্যারি ডেম্পসি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মার্কিন সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি টেকসই না হওয়া, পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরের দেশগুলোর বিপুল পরিমাণে সোনা কেনা, বিনিয়োগের নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণকে বেছে নেওয়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মার্কিন সম্পদ বা বন্ডে বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়ার কারণে বেড়েই চলছে স্বর্ণের দাম। বর্তমানে স্বর্ণের দাম কিছুটা কমার বিষয়ে তারা বলছেন, এটি সাময়িক ব্যাপার। মূলত, বিশ্বের সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতিতে মানুষ বিনিয়োগের নিরাপদ মাধ্যম

৭-এর পাতায় দেখুন

অভিজাত এলাকায় অভিজাত ময়লা দেখেছি : আতিকুল

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেছেন, আবর্জনা ময়লা আমরা কি ধরনের পাই! প্যারিস খাল, লাউতলা খাল ও গুলশান লেকে দেখলাম অভিজাত এলাকায় অভিজাত ময়লা। তখন আমার কাছে মনে হলো ময়লা-আবর্জনাগুলো রেখে দিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে রাজধানীর গুলশান-২ এর ডিএনসিসির নগরভবনের সামনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে খালে, ড্রেনে ও যত্রতত্র ফেলে দেওয়া বর্জ্যের ৩দিন ব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। আতিকুল ইসলাম বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

পল্টনে ককটেল বিষ্ফোরণে কিশোর আহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্টন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণে সানি (১৬) নামে এক কিশোরের হাত-পা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বিস্ফোরিত ককটেলের স্প্লিন্টারে আহত ওই কিশোরকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে নয়াপল্টন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সানি ওই এলাকায় পরিত্যক্ত জিনিস টোকানোর সময় ককটেলটি ফেটে যায়। এতে অসংখ্য স্প্লিন্টারের আঘাতে তার দুই হাত-পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পল্টন থানার এসআই মোহাম্মদ আলী সানিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আহত সানি জানায়, তার বাবার নাম টিটু মিয়া। সে কাকরাইল এলাকায় ভবঘুরের

৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগে মৃত্যুতে আর্থিক সহায়তা যথেষ্ট নয় : ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : সাম্প্রতিক 'তাপপ্রবাহ' দুর্যোগ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। যেকোনো দুর্যোগে হতাহতের জন্য ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান যথেষ্ট নয়। এটি বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমান। গতকাল শনিবার রাজধানীর এফডিসিতে 'তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে' ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। মহিববুর রহমান বলেন, এবারে হিট স্ট্রোকে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের তালিকা করা হচ্ছে। অতিমাত্রায় গরমের কারণে যারা কর্মহীন হয়েছে

৭-এর পাতায় দেখুন

নয় অঞ্চলে ঝড় হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের নয়টি অঞ্চলের উপর দিয়ে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। এজন্য সেসব এলাকার নদীবন্দরগুলোতে দুই নম্বর সংকেত তোলা হয়েছে। গতকাল শনিবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর- পশ্চিম থেকে ঘণ্টায় ৬০-৮০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোতে দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

নারী-শিশু মামলায় বাদী ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে

স্টাফ রিপোর্টার : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় বাদী (ভিকটিম) তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট প্রশাসন। ব্যক্তিগতভাবে ভিকটিম আইনজীবী নিয়োগ করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন উল্লেখ করে এ বিষয়ে স্পষ্ট করতে সম্প্রতি নোটিশ জারি করা হয়েছে। সাধারণত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী)। তবে কোনো কোনো ভিকটিম ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। তাই এ বিষয়ে স্পষ্ট করতে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ছিনতাইকারীরা অভিযানেও হচ্ছে না দমন

স্টাফ রিপোর্টার : অফিসে কাজ শেষে করে ধানমন্ডি থেকে বান্ধবীকে নিয়ে রিকশায় চড়ে বাসায় ফিরছিলেন সুলতানা জাহান সুমি। রাত ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের পাশে আসতেই ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন তারা। দুটি মোটরসাইকেলে করে আসা ছিনতাইকারীরা তার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় ওই নারী সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী নারী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) পল্টন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। জানতে চাইলে ভুক্তভোগী নারী বলেন, গত ৪ মে রাতে আমার বান্ধবীসহ রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের সামনে আসি। হঠাৎ মোটরসাকেল নিয়ে ছিনতাইকারী এসে আমার ব্যাগ টান দিলে আমি রিকশা থেকে রাস্তায় পড়ে যাই। পেছন দিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা এসে থামে। গাড়িটি না থামলে বড় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারতো। আল্লাহ সহায় ছিলেন বলে বেঁচে গেছি। কিন্তু আমার দুঃখ, পেছনে পল্টন থানা থাকার পরও এ ধরনের সাহস কীভাবে করতে পারে? তিনি আরও বলেন, এ ঘটনার পর থেকে একটি ট্রমার মধ্যে আছি আমি। এ বিষয়ে পল্টন থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। তারা চাইলে চক্রটিকে ধর?তে পারে। আজ আমি বেঁচে গেলাম, কাল যে আরেকজন তাদের হাতে মরবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? জানতে চাইলে অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর কবির বলেন, আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বিশ্লেষণ করছি। ছিনতাইকারীদের শনাক্ত

ছিনতাইকারীরা যাত্রীবেশে রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশাও ছিনিয়ে নিচ্ছে

৭-এর পাতায় দেখুন

বর্তমান সরকার বৈষম্যে নোবেল পাওয়ার যোগ্য
—— জিএম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্য তৈরি করার জন্য যদি নোবেল প্রাইজ থাকতো, তাহলে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সেই প্রাইজ পেত। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতে কোনো সময় এত বেশি বৈষম্য ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। গতকাল শনিবার জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর জাতীয় পার্টি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। জিএম কাদের বলেন, আমরা চাই শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ। যারা বৈষম্য সৃষ্টি করছেন, আমরা চাই তারাও নিপাত যাক। যারা সরকারি দল করছেন, তারা সব ধরনের নিয়ম-নীতি ও আইনের ঊর্ধ্বে। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন এবং তারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। সেটা রাজনৈতিক দল হিসেবে আমার মনে হয় না, একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী, সংঘবদ্ধ দল জনগণের কাঁধে চেপে বসেছে। তিনি বলেন, এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে বর্তমান সরকার বৈষম্য সৃষ্টি করছেন না। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে

৭-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে এমভি আবদুল্লাহ সোমবার পৌঁছাবে কুতুবদিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : জলদস্যুর কবল থেকে মুক্ত হওয়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ বঙ্গোপসাগরে পৌঁছেছে। সোমবার (১৩ মে) বিকেলে কুতুবদিয়া পৌঁছাবে জাহাজটি। সেখানে কিছু চুনাপাথর খালাস করা হবে। এর দুদিন পর (১৫ মে) জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছাবে। সেখানে বাকি মালামাল খালাস করা হবে। গতকাল শনিবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাহাজের মালিকপক্ষ কেএসআরএমের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তিনি ঢাকা পোস্টকে বলেন, ৫৬ হাজার টন চুনাপাথর বোঝাই করে গত ২৯ এপ্রিল জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিনা সাকার বন্দর ত্যাগ করে। গত বৃহস্পতিবার (৯ মে) এটি বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় পৌঁছে। কার্গো নিয়ে আফ্রিকার মোজাম্বিকের মাপুতো বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়ার পথে গত ১২ মার্চ দুপুরে এমভি আবদুল্লাহকে জিম্মি করে সোমালিয়ান দস্যুরা। অস্ত্রের মুখে দস্যুরা সেখানে থাকা ২৩ নাবিককে একটি কেবিনে আটকে রাখে। আটকের পর জাহাজটিকে সোমালিয়ার উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জিম্মিকালীন মালিকপক্ষের তৎপরতায় সমঝোতা হয় জলদস্যুদের সঙ্গে। ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ৩টা ৮ মিনিটের দিকে এমভি আবদুল্লাহ থেকে দস্যুরা নেমে যায়। এর আগে একই দিন বিকেলে দস্যুরা তাদের দাবি অনুযায়ী মুক্তিপণ বুঝে নেন। একটি বিশেষ উড়োজাহাজে মুক্তিপণ বাবদ ৩ ব্যাগ ডলার এমভি আবদুল্লাহর পাশে সাগরে ছুড়ে ফেলা হয়। স্পিড বোট দিয়ে দস্যুরা ব্যাগ ৩টি কুড়িয়ে নেন। দস্যুমুক্ত হয়ে ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাতে সোমালিয়ার উপকূল থেকে আরব আমিরাতের পথে রওনা দেয় এমভি আবদুল্লাহ। ২১ এপ্রিল এমভি আবদুল্লাহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল হামরিয়াহ

৭-এর পাতায় দেখুন

কর্মবিরতি পালন করেনি শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার : পরীক্ষার রুটিন ও সাময়িক সময়ের বিবেচনায় গতকাল শনিবার কর্মবিরতির কর্মসূচি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি। গত শুক্রবার রাতে তারা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো গতকাল শনিবার খোলা রাখার প্রতিবাদে বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির আহ্বানে গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা 'কর্মবিরতি' যথোপযুক্ত কারণে স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি। বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির এ-সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল সভা গত ৯ মে রাত ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম বিপ্লব সঞ্চালনা করেন। সভায় সকলের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, শিখন ঘাটতি পূরণের অজুহাতে

৭-এর পাতায় দেখুন

শনিবার ঢাকা শহানগর উত্তর জাতীয় পার্টির মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় নেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি

গত ১৫ বছরে বিদ্যুতে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৫ বছরে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভাড়াভিত্তিক (রেন্টাল- কুইক রেন্টাল) বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ এক লাখ ছয় হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, ২০০৮-০৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর ১৫ বছরের জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হয়েছে এক লাখ ছয় হাজার ৭৮৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৪৩ হাজার ৩৩৩ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। অথচ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে ৬৩ হাজার ৪৫২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে যত সমালোচনা বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অলস বসিয়ে রাখলে চুক্তি অনুযায়ী তাদের যে পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হয়, সেটারই আনুষ্ঠানিক নাম ক্যাপাসিটি চার্জ। বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে শুরু থেকে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সমালোচনামুখর ছিলেন। এ পদ্ধতিকে 'রাষ্ট্রের অর্থ লুটপাট'র সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে তীব্র সমালোচনা করেন তারা। এটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় যখন সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার তৈরি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে দেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জকে একটি 'লুটেরা মডেল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিডিবিকে লোকসান গুণতে হয় প্রায় এক লাখ ১৬ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা। এর আগের ১২ বছরে সংস্থাটি লোকসান গুণেছে এক লাখ ৫ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১২ বছরে বিদ্যুৎ খাতে সরকার মোট যা লোকসান করেছে, তার চেয়ে বেশি লোকসান হয়েছে গত দুই অর্থবছরে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট সক্ষমতার মাত্র ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এর কারণ, জ্বালানি ও কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের সরবরাহ করতে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হয়। বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে জাতীয় সংসদে গত বৃহস্পতিবার (৯ মে) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের ক্ষোভ

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় আসছেন ডোনাল্ড লু

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ভারত ও শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছেন। গত শুক্রবার থেকে এই অঞ্চলে তার ছয় দিনের সফর শুরু হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ১০-১৫ মে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ সফর করবেন ডোনাল্ড লু। তার এ সফরের মধ্য দিয়ে দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার হবে বলে প্রত্যাশা করছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্র যে একটি মুক্ত, অবাধ ও সমৃদ্ধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দেখতে চায়, ডোনাল্ড লুর সফরে সেটাই গুরুত্ব পাবে। ডোনাল্ড লু আগামী ১৪ মে দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসবেন। সফরকালে তিনি

৭-এর পাতায় দেখুন

ভিডিও বার্তায় কেএনএফের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে বম সোশ্যাল কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ। এটি বম সম্প্রদায়ের একটি সংগঠন। নেতারা বলেন, অবিলম্বে বান্দরবানের রুমা উপজেলার সোনালী ব্যাংকের লুট হওয়া ১৪টি অস্ত্র ফেরত ও সন্ত্রাসী তৎপরতা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না এলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। গত শুক্রবার বান্দরবানে শহরের নিউ গুলশান এলাকার বাংলাদেশ খ্রিস্টান চার্চ কার্যালয়ে এক সভার পর ভিডিও বার্তায় এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বম সোশ্যাল কাউন্সিলের সভাপতি লাল জারলম বম, সাধারণ সম্পাদক লাল থান জেল বম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জুয়েল বম এবং বম সম্প্রদায় ও ইয়ং বম অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। বম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় ভিডিও বার্তাটি দেওয়া হয়। বম সোশ্যাল কাউন্সিলের সভাপতি লালজার বম জানান, কেএনএফের সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে বম সম্প্রদায় অধ্যুষিত পাড়াগুলোয় এখন খাদ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েল হয়তো গাজায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে : যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা যুদ্ধের সময় কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকার সরবরাহকৃত অস্ত্র ব্যবহার করে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার (১১ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, এটি 'মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত' যে, যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত অস্ত্রগুলো ব্যবহারের বিষয়ে ইসরায়েলের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও সেগুলো 'অসঙ্গতিপূর্ণ' উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও মার্কিন সরকারের কাছে এই মূল্যায়নের 'সম্পূর্ণ তথ্য' নেই বলেও জানায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট। বিবিসি জানিয়েছে, গাজায় গত বছর সংঘর্ষের শুরু থেকে ইসরায়েল কীভাবে মার্কিন সরবরাহকৃত অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে একটি রিপোর্ট শুক্রবার (১০ মে) যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পেশ করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। রিপোর্টটিতে গাজায় কিছু ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে তিরস্কার করা হলেও, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজায় অভিযান চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে বলে এটিতে নিশ্চিতভাবে বলা হয়নি। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা মেমোরেন্ডাম (এনএসএম) ইস্যু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেটি অনুসারে, মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের আইন বা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন হচ্ছে না, ইসরায়েলের এমন আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানাতে বলা হয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে। শুক্রবার কংগ্রেসে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের জমা দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করে গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা যাচাই করার মতো পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেয়নি ইসরায়েল। 'তবে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ওপর ইসরায়েলের

৭-এর পাতায় দেখুন

শাহবাগ থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিলো পুলিশ, আটক ১০

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধকারীদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় বেশ কয়েকজন অবরোধকারীকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তারা। এতে শাহবাগ এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে আন্দোলনরতদের সরিয়ে দেয়।
এসময় পুলিশ ও চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পরে শাহবাগ থেকে গিয়ে ফের রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। পরে পুলিশ সেখান থেকে রিমা আক্তার, আজম মোহাম্মদ, মানিক দাস, হুমায়ুন কবির, শারমিন আক্তার, রাসেল আহমেদসহ কমপক্ষে ১০-১২ জনকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এ সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবেন না ঘোষণা দেন আন্দোলনরতরা। এ বিষয়ে রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি)

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

সাভারে বৃষ্টির পানিতে ডুবে মরল ৩

করে। সেই পানিতে ডুবে সব বাচ্চা মারা গেছে। অনেক কষ্টে ৫০/৬০টি বাচ্চা বাঁচাতে পেরেছি। খামারের মালিক নুরুল আলম বলেন, সকালে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় আমার খামারে কর্মচারী একজন ছিলেন। ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে ভেতরে পানি ঢুকে পড়ে। কর্মচারী একা কোনো কিছুই করতে পারেননি। হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে সব বাচ্চা মারা গেছে। এতে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে আমার। আমরা এখন মৃত বাচ্চাগুলো মাটির নিচে চাপা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, গত মাসেও আমার খামারে ভাইরাস আক্রমণ করে। এ সময় প্রায় দেড় লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। আমি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরেছি।

রাজনীতিতে পরিত্যক্তদের আওয়াজ

মান্না ভাইসহ আরও কিছু ব্যক্তি আছে, যাদের নিজের দলের কোনো ভিত্তি নাই, ঘুরে ঘুরে দল করে। মান্না ভাই মাশাআল্লাহ এই পর্যন্ত মাত্র সাতটি দল বদল করেছেন। কতদিন জাসদ ভেঙে বাসদ, আবার বাসদ ভেঙে এখন গণতন্ত্র মঞ্চ। সেটি ভেঙে কখন আবার পালিয়ে যান, সেটি বলা যায় না। রাজনীতিতে তারা পরিত্যক্ত ব্যক্তি বিশেষ। এদের কথার কোনো মূল্য নাই। তিনি আরও বলেন, তাদের দল ছোট, যখন সমাবেশ করে তাদের মানুষ থাকে ২০ থেকে ৩০ জন, সাংবাদিক থাকে ৫০ জন, এই নিয়ে তাদের সমাবেশ হয়।কিন্তু গলা অনেক বড়, এদের একজন ঢাকা সিটি করপোরেশনে ভোটে দাঁড়িয়েছিল, প্রাপ্ত ভোট দুই হাজার পূর্ণ করতে পারে নাই। কিন্তু আওয়াজ অনেক বড়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সমগ্র পৃথিবী আজকে প্রশংসা করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব প্রশংসা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রশংসা করেন, ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেন, জার্মান চ্যান্সেলর প্রশংসা করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট প্রশংসা করেন, সমগ্র পৃথিবী প্রশংসা করে, কিন্তু বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা প্রশংসা করতে পারে না। আমাদের রাজনীতিতে প্রত্যাখ্যান আর সংঘাতের সংস্কৃতি না থাকলে দেশ আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর ৮০টা দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চিঠি লিখে বলেছেন, আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। এতে ব্যক্তি বিশেষ রাজনীতির ব্যাঙদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এজন্য তারা ব্যাঙের মত বেশি বেশি লাফাচ্ছে। চট্টগ্রাম নগরীর আন্দরকিল্লাস্থ রেড ক্রিসেন্ট মাঠে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা রেড ক্রিসেন্টের সাধারণ সম্পাদক মাস্টার আসলাম খান। চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও রেড ক্রিসেন্ট জেলা ইউনিটের চেয়ারম্যান এ টি এম পেয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম ইউ কবির চৌধুরী।

আফগানিস্তানে আকস্মিক বন্যায়

জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। আফগানিস্তানের আরও কয়েকটি প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে এভাবে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। দেশটির সরকার জানিয়েছে গতকাল শনিবার উত্তরাঞ্চলের তাকহার প্রদেশে বন্যায় ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত শুক্রবারের বৃষ্টিতে বাদাকশান প্রদেশ, মধ্যাঞ্চলের ঘোর প্রদেশ এবং পশ্চিমাঞ্চলের হেরাতেও বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। আফগানিস্তানে গত শীত মৌসুমটি শুষ্ক ছিল। ফলে সেখানে যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি মাটি শুষে নিতে পারছে না। দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক হুমকিতে ছিল। যার ফলাফল এখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তান পৃথিবীর অন্যতম একটি গরিব দেশ। বিজ্ঞানীদের মতে, এমন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য দেশটি প্রস্তুত নয়। গত চার দশক আফগানিস্তানে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে ছিল। এ কারণে দেশটির অর্থনীতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠ জেলা হবে

জন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন। বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, একমাত্র বান্দরবান জেলাতেই ১২ জাতিসত্তা জনগণের বসবাস। সবারই রয়েছে নিজেদের প্রার্থনা ঘর। একসময় এ জেলায় শিক্ষা, চিকিৎসা-যোগাযোগ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান তেমন ভালো ছিল না। গত ৩৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছে ও জনপ্রতিনিধিসহ সবার প্রচেষ্টায় এখন অনেক উন্নত হয়েছে। সীমিত সম্পদের মধ্যেও নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে আগামী পাঁচ বছরে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে বান্দরবান পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি। এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের অর্থায়নে ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান বাসস্টেশন এলাকায় নবনির্মিত বায়তুশ শরফ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলা ভবন উদ্বোধন করেন। এ সময় বান্দরবান পৌরসভার মেয়র মো. সামসুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মো. ইয়াছির আরাফাত, বান্দরবান উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আবদুল কুদ্দুস, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুখ আহমেদ ফাহিমসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন

বৃষ্টিতে বিভিন্ন সড়ক ও গলিতে পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে অফিসগামী মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। আমারও অফিসে যেতে দেরি হয়েছে। রফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি ধানমন্ডি থেকে কারওয়ান বাজার আসার পথে অনেক স্থানে সড়কে পানি জমে থাকতে দেখেছেন। তিনি বলেন, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় একটি দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বৃষ্টিতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া ও বারিধারায়ও বিভিন্ন রাস্তায়ও পানি জমেছে। আবহাওয়া অফিসের সর্বশেষ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি, কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সার্বজনীন পেনশন চায় না ঢাবি

সংগঠনটি। ৬ মে সার্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ঢাবি কর্মচারী ঐক্য পরিষদ।

খাল থেকে উদ্ধার 'ডানাকাটা পরী'

বলেন, আমরা নিজেরা এ শহরে বাস করি। কিন্তু কতটা অসচেতন হলে আমরা এসব জিনিস খালে ফেলি। এসবের কারণেই পানিপ্রবাহ নষ্ট হয়ে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আমরা চাই এসব সবাই দেখুক, নিজেরা সচেতন হোক, আর যেন কেউ খালে, ড্রেনে এভাবে পরিত্যক্ত জিনিস না ফেলে। তিনি বলেন, আমরা খালগুলোর প্রবাহ ঠিক করতে কাজ করছি। জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে আমাদের এ কাজ করে কোনো লাভ হবে না। সবাইকে এসব ফেলা বন্ধ করতে হবে। এ প্রদর্শনের আয়োজন মূলত জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

টাকা দিয়ে কেনা সনদের

শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

অতিরিক্ত কমিশনার হারুন বলেন, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট একেএম শামসুজ্জামান পাঁচ হাজার মানুষকে জাল সনদ দিয়েছেন। এমনকি তার সঙ্গে বোর্ডের বহু কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও জড়িত রয়েছেন। শামসুজ্জামান রিমান্ডে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা সনদ বাতিলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। যার মাধ্যমে সনদ শনাক্ত করে বাতিল করা যাবে। তাই আমরা এই তথ্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানাবো। পাশাপাশি বুয়েটের এক্সপার্টদের যুক্ত করে এই কাজটি কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদিক ও দুদক কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে দীর্ঘদিন ধরে শামসুজ্জামান সনদ বিক্রি করে আসছিলেন। তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে ডিএমপির এই অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, আপনারা জানেন গত ১ এপ্রিল রাজধানীর কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে সিস্টেম অ্যানালিস্ট শামসুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। তখন রমজান মাসের শেষের দিকে। শামসুজ্জামান আমাদের কাছে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় অনেক সাংবাদিক ফোন দিয়ে ঈদের বোনাস চেয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সে খোলামেলাভাবে জানিয়েছে, আমার পদে থাকতে অনেককে ম্যানেজ করতে হয়েছে। সে কারণেই ম্যানেজ করে চলতে হয়েছে। তাকে দ্বিতীয় রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে কোন সাংবাদিক কখন, কিভাবে, কত টাকা দিয়েছে। আমাদের ডিবির কর্মকর্তারা যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কোনো সংবাদিক যদি চায় শামসুজ্জামানের মুখোমুখি বসে কথা বলতে চায় আমরা তাকে সেই সুযোগ দিব। আমরা মনে করি আমরা অন্যায়ভাবে কেউ হয়রানির শিকার হোক সেটা আমরা চাই না। পাশাপাশি দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারাও তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আমরা তাদেরকেও বলেছি, দুদক সম্পর্কে শামসুজ্জামান যে তথ্য দিয়েছে। চাইলে আপনারাও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। যাদের নাম বলেছে সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিবো। দুদক কর্মকর্তারা শামসুজ্জামানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হলেন জানতে চাইলে হারুন বলেন, শামসুজ্জামান মনে করেছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের চারপাশে দালাল প্রকৃতির লোক থাকে। পাশাপাশি সাংবাদিক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের অনিয়ম তদন্ত করে। তারাও যদি তার পাশে থাকে তাহলে তার যে সনদ বাণিজ্যটা বড় আকারে করতে পারে। সে কারণেই সে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ফলে শামসুজ্জামানের সহযোগী ফয়সালকে নিয়ে একটি আলাদা বাসায় বসে সনদ তৈরি করত। যার কারণে বিভিন্ন মানুষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত তাদের সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সিস্টেম অ্যানালিস্ট একেএম শামসুজ্জামানকে গ্রেফতারের পর গত ২১ এপ্রিল কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আলী আকবর খানের স্ত্রী সেহেলা পারভীনকে চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। স্ত্রী জড়িত থাকার বিষয়টি সামনে আসার পরে চেয়ারম্যান আলী আকবরকে ওএসডি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পোল্ট্রি মুরগির দামে রেকর্ড

বাজারে মুরগি ও ডিমের দাম বাড়লেও আমরা লাভের মুখ দেখছি না। মুরগি ও ডিমের মুনাফা তুলে নিচ্ছেন ফড়িয়ারা। শেওড়াপাড়ায় দোকান দোকানে ডিম সরবরাহকারী মাসুদ মিয়া বলেন, উৎপাদন কমে যাওয়া ও চাহিদা বাড়ার কারণে সপ্তাহ ব্যবধানে ১০০ ডিম প্রতি পাইকারি বাজারে দাম বেড়েছে ২০০ টাকা। সাতদিন আগেও ১০০ ডিম ৯৫০ টাকায় বিক্রি করেছি। সেটা আজ ১১৫০ টাকায় বিক্রি করছি। পাইকারি বাজারে দাম বাড়ায় খুচরা বাজারে ডিমের দাম বেড়েছে; দাম বাড়ার কারণে বিক্রি কমেছে। কারওয়ান বাজারের ডিম বিক্রেতা আলমগীর বলেন, গরমের কারণে অনেক ডিম নষ্ট হয়েছে। মুরগি মারা যাওয়ায় ডিমের উৎপাদন কম। যার কারণে বাজারে ডিমের সরবরাহ কম। ফলে দাম বাড়ছে। ঈদের পর মাত্র ১০ থেকে ১২ দিনে সারা দেশে ১০ লাখের বেশি ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালি মুরগি মারা গেছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ব্রয়লার মুরগি এবং ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লেয়ার মুরগি। এছাড়া সোনালিসহ অন্যান্য মুরগি ৫ শতাংশ মারা যাওয়ায় সোনালি মুরগির দাম কিছুটা বাড়তি থাকলেও ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ) সভাপতি সুমন হাওলাদার। তিনি বলেন, একটি ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা খামারিরা ৯০ থেকে ১০০ টাকায় কেনেন। সেখানে ২২০ টাকা দাম মোটেও বাড়তি বলা যাবে না। এখন বাজারে ডিম খুচরা মূল্য প্রতি পিস ১২ টাকা এটাও যৌক্তিক দাম। সরকারের উচিত সরকার ঘোষিত দামকে সারা বছরের জন্য বাস্তবায়ন করা। বাজারের দাম বাড়লে বাজারে তদারকি হবে। বাজারের দাম কমে গেলে আপনারা দেখবেন না তা হতে পারে না। এর আগে খামারিদের ডিমের দাম ৩ টাকা কমিয়ে রেখে ডিম সিন্ডিকেট কোল্ড স্টোরেজ করে ধ্বংস করে দিয়েছে প্রান্তিক খামারিদের। ডিম সিন্ডিকেট ডিম মজুদ করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। দাম বাড়ায় খামারিরা এখন ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। তাই সরকারের উচিত সবসময়ের জন্য প্রান্তিক খামারিদের নিশ্চিত প্রফিট দেওয়া ও প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদিত ডিম ও মুরগির ন্যায্য মূল্যের নিশ্চিত করা। এতে করে পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে বলেও তিনি মনে করেন।

আট বছর পর ইবি ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ

পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ায় উচ্ছ্বসিত শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। কমিটি ঘোষণার পর রাত ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেন তারা। মিছিলটি সংগঠনটির দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে গিয়ে শেষ হয়। সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত বলেন, দীর্ঘদিন পর ইবি ছাত্রলীগের কমিটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কাছে কৃতজ্ঞ। কমিটি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মধ্য দিয়ে ইবি ছাত্রলীগ আরও শক্তিশালী হয়েছে। এর মাধ্যমে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা পরিচয় পেলেন। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০১৬ সালে সাইফুল ইসলাম সভাপতি এবং অমিত কুমার দাস সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ১২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেয়েছিল ইবি ছাত্রলীগ। এরপর ২০১৭ সালের ১৫ এপ্রিল শাহিনুর রহমান শাহিনকে সভাপতি ও জুয়েল রানা হালিমকে সাধারণ সম্পাদক করে মাত্র দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। তবে এ কমিটি আর পূর্ণাঙ্গ হয়নি। পরে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই রবিউল ইসলাম পলাশ ও রাকিবুল ইসলাম রাকিবের নেতৃত্বে দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠনের তিন মাসের মাথায় সাধারণ সম্পাদকের পদ পেতে অর্থ লেনদেনের অডিও ক্লিপ ফাঁস হলে শাখা ছাত্রলীগের একাংশ সভাপতি-সম্পাদককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। ফলে ওই কমিটি আর ক্যাম্পাসে কোনো কার্যক্রম চালাতে পারেনি। কোনো ধরনের কার্যক্রম ছাড়াই কমিটি তার মেয়াদকাল শেষ করে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় এক বছর চার মাস ২৩ দিন পর ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সংগঠন ওই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে। ওই কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার সাত মাস পর সর্বশেষ ২০২২ সালের ৩১ জুলাই ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতকে সভাপতি এবং নাসিম আহমেদ জয়কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে জয়-লেখক নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

হিসাব ব্যবস্থায় সংস্কার

পাচ্ছেন। আমাদের বিভিন্ন খরচের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে সিএজি ভূমিকা রয়েছে। সিএজি নূরুল ইসলাম বলেন, এখন কোনো পেনশন পেতে ব্যাংকে যেতে হয় না। ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছি। দক্ষ বাজেট ব্যবস্থাপনা আমরা চালু করেছি। রোববার (১২ মে) থেকে আমরা ৩ দিনের বিশেষ সেবা কার্যক্রম চালু করছি। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, একাদশ জাতীয় সংসদের ৫ বছরে (২০১৯ থেকে ২০২৩) মোট ৮১টি অডিট রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে গত ৫ বছরে ৮১৪টি অডিট আপত্তি আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী অডিট প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৭টি অডিট অধিদপ্তর লক্ষাধিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করেছে। এ ছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেনশন ই-সেবা গ্রহণ করেন ৩ লাখ ১৪ হাজার ৭১৫ জন। জিপিএফ ই-সেবা গ্রহণ করেন ২১ লাখ ৯৪ হাজার ৫০ জন। আর অভিযোগ জমা পড়ে ৯ হাজার ১২৫টি। সর্বশেষ চার অর্থবছরে সিএজি'র ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে পেনশন ই-সেবা গ্রহণ করেছেন ৭ লাখ ১৬ হাজার ১১৩ জন। জিপিএফ ই-সেবা গ্রহণ করেছেন ৫১ লাখ ৮৬ হাজার ২৮০ জন। আর অভিযোগ জমা পড়েছে ৪০ হাজার ১০২টি। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মো. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

চতুর্থ ধাপে ৫৬ উপজেলায় ৭৩৭

ধাপে ১৩৯ উপজেলায় বুধবার (৮ মে) ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে, দ্বিতীয় ধাপে ১৬০ উপজেলায় ২১ মে, তৃতীয় ধাপে ১১২ উপজেলায় ২৯ মে ও চতুর্থ ধাপে ৫৬ উপজেলায় ৫ জুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে ২২ টি, দ্বিতীয় ধাপে ২৪টি, তৃতীয় ধাপে ২১ ও চতুর্থ ধাপে দুটি উপজেলায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোটগ্রহণ করা হবে।

প্রকল্প গ্রহণে দেশ ও মানুষকে

ভবিষ্যতে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাব সেই পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সব চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবিলা করতে পারব। সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।' দেশের উন্নয়ন অনেকের ভালো লাগে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটি গোষ্ঠী আছে, তাদের কিছুই ভালো লাগে না। পদ্মা সেতুর সুফল মানুষ ভোগ করছে, মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। এটা তারা মেনে নিতে পারছে না।' 'স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আগে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোর জন্য ডলার খরচ করে বিদেশে থেকে সংযোগ নিতে হতো। আজ তা লাগে না। দুর্গম এলাকায় আমরা সংযোগ করতে পারছি। গভীর সমুদ্রসীমা দেখভাল করতে পারছি। দ্বিতীয়বার যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হবে, সেটি আরও বিস্তৃত সেবা দিতে পারবে।' - যোগ করেন তিনি। সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র যেটি পরিবেশ দূষণ করে না। এসব আধুনিক প্রযুক্তিতে কেন যুক্ত হব না? পিছিয়ে থাকব? যারা এর সমালোচনা করে তারা গাড়িতে উঠে কেন? প্লেনে উঠে কেন? গরুর গাড়িতে চড়ে না কেন?' প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে সরকারপ্রধান বলেন, 'কে কি বলল তাতে কিছু যায় আসে না। সাধারণ মানুষ ভালো আছে কিনা, তাদের উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটি দেখার বিষয়। আপনারাও আপনাদের প্রত্যেকটি কাজে তৃনমূল মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা-সেটিতে নজর দেবেন।'এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ গঠনে প্রকৌশলীর অবদানের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত নিয়ে নিজের পরিকল্পনারা কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেখানেও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সেখানে যাই হবে পরিকল্পনা মাফিক হবে।'

আইন হাতে তুলে নিচ্ছে জনগণ, নয় বছর ৫০৭ জনকে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১১ সালের ৩০ মে রাজধানীর বনানি এলাকার কড়াইল বস্তিতে একদল লোক স্লোগান দিয়ে মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া নামে এক যুবককে পিটিয়ে লাথি মেরে হত্যা করে। ওই যুবক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেও জনতা তাকে পিটাতে ও লাথি মারতে থাকে। হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে। যুবককে হত্যা করা হয়েছিল কারণ লোকেরা ভেবেছিল সে একজন অপরাধী। এ ঘটনায় গুলশান থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলেও পরে চাপের মুখে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিহতের পরিবার। এখন যারা মোশাররফকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তারা নির্যাতিত পরিবারকে অন্তহীন যন্ত্রণার মধ্যে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এবং দায়মুক্তি পাওয়ার এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সর্বশেষ ২৬ বছর বয়সী নির্মাণ শ্রমিক শাকিলকে চুরির অভিযোগে ভবনের মালিকের সাথে আরো কয়েকজন তাকে মারধর করে এবং গুলশানের নর্দায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের অষ্টম তলা থেকে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। নেত্রকোণা সদরের মারকপুর গ্রামের আলেক মিয়ার ছেলে শাকিল তার স্ত্রী ও তিন বছরের এক ছেলেকে নিয়ে নর্দার সরকারবাড়িতে থাকতেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং ভবন মালিকের ছেলে শুভকে আটক করেছে পুলিশ। ওই দুই ব্যক্তি শুধু গণপিটুনির শিকার নন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) অনুসারে, ২০১৫ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত গত নয় বছর এবং তিন মাসে অন্তত ৫০৭ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ১৩৫ জন, ২০১৬ সালে ৫১ জন, ২০১৭ সালে ৫০ জন, ২০১৮ সালে ৩৯ জন, ২০১৯ সালে ৬৫ জন, ২০২০ সালে ৩৫ জন, ২০২১ সালে ২৮ জন, ২০২২ সালে ৩৬ জন, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ৫১ জন নিহত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে এবং জটিল আইনি প্রক্রিয়ায় মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। এই ধরনের অপরাধ করার পর একটি মুক্ত জীবনও অনেককে আরও অপরাধ করতে উৎসাহিত করছে। আইন উপেক্ষা করার সংস্কৃতি অনেক মানুষকে পশুর মতো অনৈতিক করে তোলে। তাই তারা এ ধরনের অপরাধ করে বলেও জানান বিশেষজ্ঞরা। যোগাযোগ করা হলে পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, গণপিটুনির পর অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়। জনতার মারধরের পর মামলা হয় এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়। চলতি বছরের ২৯ মার্চ গাজীপুরের কাপাসিয়ার সিংহশ্রী এলাকার নামিলা গ্রামে দুই প্রতিবেশী নাসির ও হৃদয়কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের হত্যা করা হয়েছিল কারণ লোকেরা সন্দেহ করেছিল যে তারা গরু চোর, কিন্তু তারা ছিল কেবল পথচারী। ১৮ এপ্রিল ফরিদপুরের মধুখালীতে একটি মন্দিরে আগুন লাগানোর সন্দেহে জনতা দুই ভাইকে হত্যা করে। তবে ক্ষতিগ্রস্তরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাবের আহমেদ চৌধুরি বলেন, মানুষ যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইনি ব্যবস্থাকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, তখন তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। তিনি বলেন, এ ছাড়া যারা গণপিটুনির সাথে জড়িত তাদের খুব কমই আইনের আওতায় আনা হয়। দেখা যায়, অজ্ঞাত কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রক্রিয়ারও অভাব রয়েছে। যখন মানুষের মনে এই ধারণা প্রবল হয় যেমন, অনেক অপরাধ শোনা যায় না এবং ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হয়, এবং অপরাধীরা যে কোনো উপায়ে মুক্ত হয়ে যায়, মানুষের মনে বেড়ে ওঠে, তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেবে। সবচেয়ে বড় ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হল যে ভিড়ের মারধরের শিকার অনেক ব্যক্তি যে অপরাধের জন্য তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার সাথে জড়িত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান শাহারিয়া আফরিন বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইনি ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার কারণে আইন হাতে তুলে নেওয়া হলেও তা কোনো সমাধান নয়। তিনি আরও বলেন, মানুষ পুলিশ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায়। পুলিশ এখনও জনগণের সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি যেভাবে হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশের আইন অনেক পুরোনো। আমাদের বিচার ব্যবস্থা এখনও জটিল। দেশে অনেক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং মানুষ মনে করে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না। সুতরাং, লোকেরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ভেবে যে, অপরাধীরা পুলিশ থেকে বা আইনের ফাঁক দিয়ে মুক্ত হবে। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হক বলেন, আইন উপেক্ষা করার সংস্কৃতি অনেক মানুষকে অনৈতিক ও পশুতে পরিণত করে; যার জন্য তারা এ ধরনের অপরাধ করে। এটা একজনের স্বভাব যে তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ কিছুই নয়। অন্যের অপরাধ গুরুতর এ ধরনের প্রবণতা থেকে মানুষ মারধর করে। সাবেক এই পুলিশ বাহিনী প্রধান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থানে প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যান্যের দ্বারা প্রচারণা চালানোর পরামর্শ দেন যাতে লোকেরা আইন নিজের হাতে নেওয়া থেকে বিরত থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রচারণা চালানো যেতে পারে। এটা করা হলে অনেক মানুষ সচেতন হবে এবং এ ধরনের অপরাধ কমবে, তিনি মনে করেন।

চুয়াডাঙ্গায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গার পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে সদর উপজেলার বেগমপুরের ঝাঁজরি গ্রামে বজ্রপাতে রুবেল হোসেন (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল একই গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সকালে ঝাঁজরি গ্রামের একটি দোকানে বসে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বজ্রপাতে আহমেদ মল্লিক (৭০) নামে এক বৃদ্ধ কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার সীমান্তবর্তী পাটাচোরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মৃত আহমেদ মল্লিক একই উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মৃত খেদের আলী মল্লিকের ছেলে। এলাকাবাসী জানায়, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আহমেদ আলী ও তার ছেলে শ্যালোমেশিনে পানি দিচ্ছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে আহমদে আলী গুরুতর আহত হন। পরে তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. কাজী নওরীন জানান, হাসপাতালে আনার আগেই আহমেদ আলীর মৃত্যু হয়েছে।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে তরুণীকে অপহরণ, যুবক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরে ভুল নাম্বার থেকে পরিচয়ের পর প্রেমের ফাঁদে ফেলে অপহরণ করার ঘটনায় রাশেদুল ইসলাম নামে (২২) এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ওই তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এতথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আব্দুল্লাহ আল মাসুম। এর আগে গত শুক্রবার ফরিদপুর জেলার একটি ভাড়া বাসা থেকে রাশিদুলকে আটক করে ওই তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত রাশিদুল মাগুরা জেলার শ্রীপুর চাকদহ এলাকার বাসিন্দা শাহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ভুল নাম্বার থেকে ওই তরুণীর সঙ্গে রাশিদুলের পরিচয় হয়। নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে ওই তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন রাশিদুল। গত ৩ মে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসেন ওই তরুণী। রাশিদুল আগে থেকে পরিকল্পনা মাফিক ওই তরুণীকে নিয়ে সাভার, ঢাকা, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও পরে ফরিদপুরে একটি ভাড়া বাসায় অবস্থান নেন। পরে প্রযুক্তির ব্যবহার করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর ওই তরুণীর বাবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। গ্রেপ্তার রাশিদুলকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই-বাছাই ছাড়া অসম বয়সে কোনো ধরনের সম্পর্কে জড়ানো ও প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা। প্রেস ব্রিফিংয়ে কাহারোল থানার ওসি ফারুকুল ইসলাম, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মমিনুর রহমানসহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা শিবিরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মো. আলম নামে এক রোহিঙ্গা যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলম নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের ই ব্লকের বাসিন্দা। ওই রোহিঙ্গা শিবিরে ব্লক মাঝি বদরুল ইসলাম জানান, রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা সকালের দিকে আলমকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। টেকনাফ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ ওসমান গনি জানান, রোহিঙ্গা যুবক নিহত হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধারের পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের বরাতে ওসি জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সন্ত্রাসীরা আলমকে খুন করেছে। প্রাথমিক তদন্তে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

খাগড়াছড়িতে বিচার বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতের বিচারিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিসহ খাগড়াছড়ি জজশিপ ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির বিচার প্রশাসনে গতিশীলতা আনার বিষয়ে বিচার বিভাগীয় সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে জেলা জজ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ির সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম, রিজিয়ন প্রতিনিধি মেজর মো. জাবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসীম উদ্দিন ও জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আশুতোষ চাকমা। এ সময় সেখানে বিচারক, বিজিবি প্রতিনিধিসহ জেলার সব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের চাকরি দিতে চেয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ২ কনস্টেবল বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে পুলিশে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তানজিলা আক্তার ও শহিদুল ইসলাম নামে সেই দুই পুলিশ কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও জেলা পুলিশ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার মস্তফাপুর এলাকার রবিদাসের ছেলে রতন দাসের কাছ থেকে পুলিশে নিয়োগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ঘুষ নেন তানজিলা আক্তার ও শহিদুল ইসলাম নামে দুই কনস্টেবল। এ ঘটনায় গত শুক্র ও গতকাল শনিবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। জানা গেছে, রতন দাস একটি দোকানে কাজ করতেন। সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় পুলিশ সদস্য তানজিলার। পরে পুলিশে নিয়োগের সময় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রতনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নেন তানজিলা। বিশ্বাস অর্জনের জন্য তানজিলা নিজের স্বাক্ষর যুক্ত কমিউনিটি ব্যাংকের একটি চেক রতনকে দেন। এদিকে পুলিশে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল দিলে চাকরি না হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন ভুক্তভোগী রতন দাস। উপায় না পেয়ে অভিযোগ করেন পুলিশ সুপার (এসপি) বরাবর। চাকরি প্রত্যাশী রতন দাস বলেন, আমাকে পুলিশে চাকরি দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়েছেন তানজিলা আক্তার নামে এক পুলিশ। কিন্তু সে চাকরি দিতে পারেননি। পরে টাকা ফেরত চাইলে সে বিভিন্ন রকমের টালবাহানা শুরু করেন। আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় একটি চেকও দিয়েছিলেন। এরপরও বিভিন্ন অজুহাতে সে আমার টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। এই ঘুষ নেওয়ার সঙ্গে শহিদুল নামে এক পুলিশও জড়িত। এ ব্যাপারে মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মনিরুজ্জামান ফকির জানান, অভিযুক্ত দুজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের খান সিটি সেন্টার এলাকা থেকে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ১টি পিকআপও জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মো.তুহিন (৩৮) ও মো. সোহেল (২৮)। র‍্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো.শরীফ-উল-আলম জানান, পিকআপে মাদকদ্রব্য বহন করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দিকে আসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে জোরারগঞ্জ থানাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের খান সিটি সেন্টার এলাকার পাকা রাস্তার ওপর অস্থায়ী চেকপোষ্ট স্থাপন করে গাড়ি তল্লাশি করা হয়। এ সময় র‍্যাবের চেকপোস্টের দিকে আসা একটি পিকআপের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে র‍্যাব সদস্যরা পিকআপটি থামানোর সংকেত দিলে না থামিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে মো. তুহিন ও মো.সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও জানান, পিকআপের পিছনে মালামাল বহন করার জায়গায় বিশেষ কৌশলে রাখা দুইটি প্লাস্টিকের বস্তার ভিতর থেকে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। মাদক পরিবহনের ব্যবহৃত পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ ড্রাইভিং পেশার আড়ালে গাঁজা ও ফেন্সিডিল কুমিল্লা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করে পরবর্তীতে চট্টগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবনকারীদের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রি করে আসছে। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তাদেরকে জোরারগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

২৫টি ককটেল-হাতবোমা নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরের মজুত করে রাখা ২৫টি ককটেল-হাতবোমা নিষ্ক্রিয় করল গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে গাংনী থানা চত্বরে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়। ডিএমপির এসআই গোলাম মর্তূজার নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি বোম ডিসপোজাল ইউনিট গাংনী থানা চত্বরে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে। গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এই বোমাগুলো উদ্ধার করে মজুত করে রাখা হয়েছিল। মজুত করা বোমা থেকে যাতে থানা চত্বরে কোনো বিপত্তি না ঘটে সেই জন্যই বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয় বলে জানায় পুলিশ। গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, বোমা নিষ্ক্রিয় করার ঘটনা নতুন কিছু নয়, এটা নিয়মিতই করা হয়ে থাকে।

নওগাঁয় পৃথক অভিযানে দুই নারীসহ ৩ মাদক কারবারি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা থেকে পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৫। গতকাল শনিবার (সকালে র‍্যাবের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্য জানানো হয়। র?্যাব জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত শুক্রবার পৃথক অভিযান চালিয়ে নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানাধীন চকবনমলী ও মথুরাপুর এলাকা থেকে মোট ৪০০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। সেখানে আটকরা হলেন- নওগাঁ সদর উপজেলার চকরামচন্দ্র গ্রামের মো. গফুরের মেয়ে মোছা. মাহফুজা বেগম এবং মো. গফির এর মেয়ে মোছা. নাহার বেগম। অপরদিকে বদলগাছি উপজেলার মথুরাপুর এলাকা থেকে ১২০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ওই গ্রামেরই দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মো. রুবেল হোসেনকে (৩১) গ্রেপ্তার করে র?্যাব-৫। র?্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তাররা সবাই চিহ্নিত মাদক কারবারি। তারা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন এলাকায় খুচরা ও পাইকারি বিক্রি করতেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে গত কয়েকদিন ধরে র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ এর গোয়েন্দা দল তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ শুরু করে। পরে তাদের মাদক কেনা-বেচার সময় পৃথক অভিযানে নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানাধীন চকবনমালী ও মথুরাপুর এলাকা থেকে আটক করা হয়। এরপর সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আটদের তল্লাশি করলে তাদের কাছে থেকে ৪০০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানানো হয়।

ভিডিও করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় কলেজছাত্রের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কুড়িল এলাকার রেললাইনে চলন্ত ট্রেনের ভিডিও করার সময় অপর লাইন দিয়ে আসো আরেকটি ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল ফয়সাল (১৮) নামে এক কলেজছাত্রের। এ ছাড়া একই এলাকায় পৃথক সময় অপর একটি ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন অজ্ঞাত (৫০) এক নারী। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিমানবন্দর রেলস্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই সানুমং মারমা। নিহত ফয়সাল পরিবারের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট মানিকদী এলাকায় থাকতো। সে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। তিনি আরও জানান, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে কুড়িল বিশ্বরোড রেললাইন এলাকায় চলন্ত একটি ট্রেনের ভিডিও করার সময় অপরলাইন দিয়ে আরেকটি ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে নিহত হয় ফয়সাল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া ফয়সালের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীর বাবার নাম শামিমুল হুদা। তিনি বলেন, সকাল ১০টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড বিআরটিসি বাস কাউন্টারের পেছনের রেললাইনে নীলসাগর এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। তার নাম ঠিকানা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। নারীর লাশ আইনি প্রক্রিয়ার শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পৃথক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ নিহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আহতদের প্রথমে ভাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদের ভাঙ্গা থেকে ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গার কৈডুবি সদরদী ও বেলা ১১টার দিকে হামেরদী নামক স্থানে পৃথক এ দুর্ঘটনা ঘটে। হামেরদীর দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- কাশেম শিকদার (৪০) ও তার ছেলে মোরসালিন (৮) এবং মোরসালিনের চাচা নাজমুল শিকদার (৩৭)। সবার বাড়ি গোপালগঞ্জের মোকসুদপুর উপজেলার কোয়ালদিয়া গ্রামে। অন্যদিকে কৈডুবি সদরদীতে নিহত হয়েছে স্কুলছাত্রী শ্রাবন্তী আক্তার (১৬)। সে ভাঙ্গার খামিনারবাগ এলাকার শাহাদাত হোসেনের মেয়ে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই আবদুল বাকি জানান, গতকাল শনিবার সকালে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। জানা যায়, গতকাল শনিবার বেলা ১১টার সময় ভাঙ্গা থেকে কাশেম শিকদার তার ছেলে ও ভাইয়ের সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে ফরিদপুর যাচ্ছিলেন। পথে ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী নামক স্থানে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলে ছেলে মোরসালিন নিহত হয়। এ সময় গুরুতর আহত হন দুই ভাই কাশেম শিকদার ও নাজমুল শিকদার। পরে তাদের দুই ভাইকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদের ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক বেলা ১২টার সময় তাদের দুই ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে ফরিদপুর-বরিশাল একই সড়কে সকাল ৮টার সময় ভাঙ্গা উপজেলার কৈডুবি সদরদী নামক স্থানে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইককে ধাক্কা দেয় হানিফ পরিবহনের একটি বাস। এ সময় তিন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। আহতদের ভাঙ্গা থেকে ফরিদপুরের স্থানান্তর করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রাবন্তী নামে এক স্কুলছাত্রী মারা যায়। এ ব্যাপারে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি খায়রুল আনাম বলেন, দুটি দুর্ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

নয় অঞ্চলে ঝড় হতে পারে

রোববার সকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় দিন এবং রাতের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

নারী-শিশু মামলায় বাদী ব্যক্তিগত

হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার (বিচার) এসকে. এম. তোফায়েল হাসানের সই করা একটি নোটিশ জারি করা হয়। 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারী বা ভিকটিমের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগকরণ প্রসঙ্গে' শীর্ষক নোটিশটি ৯ মে জারি করা হয়। ওই নোটিশের ভাষ্যমতে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারী বা ভিকটিমের ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বিভিন্ন সমস্যা/বা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৫ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী মোতাবেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় এবং ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলে গণ্য হন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৩ এবং ৪৯৫ ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারী বা ভিকটিমের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিযুক্ত করে মামলা পরিচালনা করার সুযোগ আছে। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। নোটিশে আরও বলা হয়, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৩ এবং ৪৯৫ ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করে ভিকটিম বা অভিযোগকারীর তার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিযুক্ত করে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন বলে বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা হলো।

পল্টনে ককটেল বিস্ফোরণে কিশোর

মতো থাকে ও ভাঙারি কুড়িয়ে বিক্রি করে। গতকাল শনিবার পল্টন এলাকায় ভাঙারি টোকাতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে সে আহত হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ প্রথমে তাকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেলে নেয়। পল্টন থানার ওসি মনির হোসেন মোল্লা জানান, পরিত্যক্ত একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে থাকা ককটেল বিস্ফোরণে টোকাই এক কিশোর আহত হয়েছে। সেই ব্যাগে আরও দুই একটি ককটেল থাকতে পারে। সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কর্মবিরতি পালন করেনি শিক্ষক

সাপ্তাহিক ছুটি গতকাল শনিবার বাতিল করে শুধুমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা রাখা হয়েছে। কতদিন পর্যন্ত কিংবা কতটি গতকাল শনিবার বিদ্যালয় খোলা থাকবে তা মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদপ্তর স্পষ্ট করেনি। এতে করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। বছরের শুরুতেই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে কর্মদিবসসহ যাবতীয় ছুটি উল্লেখ করা আছে। আর এদিকে পাঠদান কার্যক্রমে কর্মঘণ্টাও বাড়ানো আছে। উপরন্তু, রমজান মাসের নির্ধারিত ছুটি ১৫ দিন বাতিল করে ক্লাস কার্যক্রমের নির্দেশনা দেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের চাপা ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা মেনে নেন শিক্ষকরা। এতদসত্ত্বেও সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি গতকাল শনিবার কেবলমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত পাঠদানের নির্দেশনা দিলে শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনে প্রতি শুক্রবার ক্লাস নেওয়ারও ঘোষণা দেন। এসব কারণে ১১ মে গতকাল শনিবার ১ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি। গত ৮ মে গণমাধ্যমগুলোয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে গতকাল শনিবার ক্লাস নেওয়াটা সাময়িক বলে বক্তব্য দেন এবং ওই দিন প্রকাশিত জুলাই মাসের ষান্মাসিক পরীক্ষার রুটিনে পরীক্ষাকালীন যতগুলি গতকাল শনিবার রয়েছে তাতে কোনো পরীক্ষা না রাখার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা কর্মবিরতির কর্মসূচি স্থগিত করা হলো। নেতারা বলেন, শিখন ঘাটতির বিষয়টি শুধুমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা যথাযথ মনে হয়নি। এতে শিক্ষকরা হতাশ হন। যাই হোক, যে কোনো নির্দেশনা মৌখিক না দিয়ে পরিপত্র জারি করে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে দেয়াটাই সমীচীন। নেতৃবৃন্দ, কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচিকে শিক্ষক সমাজ, শিক্ষার্থী-অভিভাবক নীতিগত সমর্থন করায় ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন। পাশাপাশি গতকাল শনিবার ১ ঘণ্টা কর্মবিরতির কর্মসূচি স্থগিত করার ঘোষণাটি মেনে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্তভাবে আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য দেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগরের আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইয়াছিন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও বগুড়ার শেরপুর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুস সোবহান, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও খাগড়াছড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক তমাল দাশ লিটন, কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও চাঁদপুর জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলী আক্কাছ, কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক ও মুন্সিগঞ্জ জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক নিরঞ্জন সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও চাঁদপুর জেলা অর্থ সম্পাদক ফজলুল হক ফয়েজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সেমিনার সম্পাদক ও বগুড়ার ধুনট উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. মেজবাহ উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলা কমিটির সহ-সভাপতি জবাইদুর রহমান, বগুড়া জেলা নেতা ও কেন্দ্রীয় সদস্য মো. বাশার আল হামিদ।

বঙ্গোপসাগরে এমভি আবদুল্লাহ

পৌঁছে। সেখানে কার্গো খালাস করে জাহাজটি একই দেশের মিনা সাকার থেকে কার্গো লোড করে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কবির গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এসআর শিপিংয়ের মালিকানাধীন 'এমভি আবদুল্লাহ' আগে 'গোল্ডেন হক' নামে পরিচিত ছিল। ২০১৬ সালে তৈরি বাল্ক কেরিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১৮৯ দশমিক ৯৩ মিটার এবং প্রস্থ ৩২ দশমিক ২৬ মিটার। গত বছর জাহাজটি এসআর শিপিং কিনে নেয়। বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী এরকম মোট ২৩টি জাহাজ আছে কবির গ্রুপের বহরে। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে আরব সাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল বাংলাদেশি জাহাজ জাহান মণি। ওই সময় জাহাজের ২৫ নাবিক এবং প্রধান প্রকৌশলীর স্ত্রীকে জিম্মি করা হয়। নানাভাবে চেষ্টার পর ১০০ দিনের চেষ্টায় জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পান তারা।

ঢাকায় আসছেন ডোনাল্ড লু

সরকারি ও বেসরকারি নানা পর্যায়ে বৈঠক করবেন। ডোনাল্ড লুর ঢাকা সফর নিয়ে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, নির্বাচন-পূর্ববর্তী অস্বস্তিকে পেছনে ফেলে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার আলোচনা করতেই লুর আসন্ন ঢাকা সফর। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর ওঁর (ডোনাল্ড লু) প্রথম সফর হবে এটা। নির্বাচনের আগে যে চিত্র ছিল, এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। পররাষ্ট্রসচিব জানান, নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। স্থিতিশীল একটি সরকার। সরকার নিয়মিত কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং সব দেশ আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায়। ডোনাল্ড লুর সফরে স্বভাবত আলোচনার বিষয়ে পররাষ্ট্রসচিব আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনা ও সংলাপের অনেক কাঠামো আছে। সেগুলো কীভাবে আরও সক্রিয় করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন সামনে। অবশ্যই রোহিঙ্গা ইস্যু আলোচনায় থাকবে। উল্লেখ্য, চলতি বছর ৭ জানুয়ারি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডোনাল্ড লুর এটাই প্রথম ঢাকা সফর।

গত ১৫ বছরে বিদ্যুতে ক্যাপাসিটি

প্রকাশ করেছেন। সরকারের সমালোচনা করে জি এম কাদের বলেন, উৎপাদন ছাড়াই বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হচ্ছে। কুইক রেন্টাল সংক্রান্ত আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা ১৭ হাজার মেগাওয়াট। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৭ হাজার ১৬২ মেগাওয়াটের। প্রয়োজনের চেয়ে ১০ হাজার মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র বসে আছে। অথচ এ ধরনের পরিস্থিতিতে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য এই অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বেসরকারি খাতে অনেক বেশি সুবিধা নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। জনগণ এর সুফল পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে যা বলছে সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে কেউ যখন বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন তোলেন তাদের বলব, আপনারা ক্যাপাসিটি চার্জ ছাড়া তেল, গ্যাস বা কয়লাভিত্তিক একটা প্লান্ট বিদ্যুৎকেন্দ্র করেন দেখান। চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনারা পারবেন না। কারণ বিশ্বের কোনো ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই শর্তে অর্থায়ন করতে রাজি হবে না।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে নিজ বাসায় প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ক্যাপাসিটি চার্জ হলো একটা কেন্দ্রের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট ব্যয় যেমন বেতন, ভাতা, ব্যাংক সুদ ইতাদি। এটা তো তাকে দিতেই হবে। সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও তো সরকার ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছে। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন না হলেও সেখানে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় সরকারকে করতে হচ্ছে। ক্যাপাসিটি চার্জ ছাড়া বিশ্বের কোথাও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। আমাদের বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদদের এটা কীভাবে বোঝাব? আসলে যত ভালো কাজই করি না কেন সমালোচকরা সমালোচনা করবেই। বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন জানিয়েছেন, বিশ্বের যেকোনো পাওয়ার সেক্টরে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। ভারত, ইউরোপের মতো দেশে রিজার্ভ মার্জিন ৭০ শতাংশ বা অনেক সময় শতভাগ হয়ে থাকে। মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, বর্তমানে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২৩ হাজার মেগাওয়াটের মতো। পুরোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই পিডিবির মালিকানাধীন এবং সেগুলোরই সক্ষমতা কমেছে অথবা বন্ধ আছে। এগুলোর সঙ্গে ক্যাপাসিটি চার্জের বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই চাহিদা বেড়ে গেলে চালু থাকে। ফলে কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র 'অলস বসে থাকে' এটা বলার সুযোগ নেই। এক প্রশ্নের জবাবে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক বলেন, ডিজেলচালিত কিছুকিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে সমালোচনা হয়। কিন্তু এগুলো তৈরিই করা হয়েছে পিক ডিমান্ড বা সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুতের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে তার যোগান দেওয়ার জন্য। ওই কয়টা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আসলে যেটা বলা হয় যে, বন্ধ থাকে কিন্তু ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হয়। আদারওয়াইজ প্রাইভেট সেক্টরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো কিন্তু চলে। ক্যাপাসিটি চার্জটা পুরো বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি অংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে দুটি বড় ব্যয় রয়েছেড়একটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য এবং আরেকটি হলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয়। ক্যাপাসিটি চার্জটা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।' পিডিবির ক্ষেত্রে নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র থাকায় তাদের এই ক্যাপাসিচটি চার্জ হিসাব করা হয় না। তবে বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তা সব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করেই হিসাব করে থাকে বলেও জানান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক।

শাহবাগ থেকে অবরোধকারীদের

শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম বলেন, চাকরিপ্রত্যাশীরা বিচ্ছিন্নভাবে শাহবাগ অবরোধ করেন এবং কেরোসিন ঢেলে রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। আমরা তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিই। আমাদের অপারেশন এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। এরই মধ্যে আমরা কয়েকজনকে আটক করেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ বিস্তারিত জানাতে পারবো। এর আগে দুপুর ১টার দিকে চাকরির বয়স ৩৫ করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে একটি সমাবেশ করেন চাকরিপ্রত্যাশী। সমাবেশে তারা চাকরির বয়স ৩৫ করার বিভিন্ন যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য দেন। এরপর গণভবন অভিমুখে একটি পদযাত্রা নিয়ে শাহবাগের দিকে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

বর্তমান সরকার বৈষম্যে

যাবেন! প্রথম কথা হলো আপনি সরকারি দলের সদস্য কি না। তারপর দ্বিতীয় কথা হলো, আপনার পরিবারের কেউ সরকারি দলের বাইরে অন্য কোনো দল করে কি না, যদি করে তাহলে আপনি কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। যে রাষ্ট্রের জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে, কীসের জন্য? আমার দেশ পাওয়ার জন্য। সেই দেশ আমার থেকে চলে গেল একটি গোষ্ঠীর হাতে এবং তারা এটার মালিকানা, তারা কাঁধে চেপে বসেছে। তিনি আরও বলেন, যারা আওয়ামী লীগের বাইরে তারা অবাঞ্ছিত। থাকলে থাকেন, দাস হিসেবে থাকবেন। না থাকলে যান। দেশ তাদের কোনো কিছুতে কোনো কিছু বলা নেই। কথা বলার কোনো অবস্থান নেই মানুষের। কাজেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ প্রয়োজন। উত্তরণ খুব কঠিন। জিএম কাদের বলেন, আমাদের কিছু জায়গা দিয়েছে, এটাই হলো আমাদের সর্বনাশ। কারণ আমাদের যারা কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, উনারা এই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে ইচ্ছুক। তারা কঠিন পথে যেতে চাচ্ছেন না। জনগণকে উদ্ধার করার জন্য তারা যেতে পারছেন না। সেজন্য আমাদের ওইভাবে সামনের দিকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রাজনীতি করতে হয়, কেননা সামনের দিকে আর কোনো রাজনীতি থাকবে না। নেতাকর্মীদের উদ্দেশে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা জনগণের পক্ষে থাকব না সুযোগ-সুবিধার পক্ষে থাকব। জনগণের পক্ষে থাকতে গেলে ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা থাকতে হবে এবং আমাদের সে রকম মনোভাব থাকা উচিত। যারা সুযোগ-সুবিধার লোভে পড়ছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য। সামনের দিকে তাদের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তিনি বলেন, যদি টিকে থাকতে হয় সঠিক রাজনীতিতে থাকতে হবে। জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে, যতই কঠিন হোক। সেখানেই আপনি টিকতে পারবেন। না টিকতে পারলে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। আর যদি অন্যভাবে বেঁচে থাকতে চান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে, সেখানেও আপনি রাজনীতিতে শেষ হয়ে যাবেন। দালাল হিসেবে বেঁচে থাকবেন, রাজনীতিবিদ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এখন বিরাজনীতিকরণ চলছে। জনগণকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনগুলোতে দেখেছেন লোক যায় না। আজকাল লোকে বলে, আমরা গেলেই কী হবে, না গেলেই বা কী হবে?

দুর্যোগে মৃত্যুতে আর্থিক সহায়তা

তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে হিট অফিসার নিয়োগের কোন পরিকল্পনা নেই। তীব্র তাপদাহে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে পানি ছিটানোর উদ্যোগ অসম্পূর্ণ। জল কামানে পানি ছিটানো যথেষ্ট নয়, এটি আরও সাইন্টিফিক ওয়েতে করতে হবে। বিল্ডিং কোড না মেনে অপ্রয়োজনীয় কাঁচের ব্যবহার ভবনে অতি তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আইন না মেনে মনমতো ঘরবাড়ি তৈরি করে নিজের ঘরকে নিজেই মৃত্যু ফাঁদে পরিণত করছে। তাই আইন মানার জন্য প্রয়োজনে আরও কঠোর আইন করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, চলতি বছর হিট স্ট্রোকে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের সঠিক কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই। তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারেও তেমন কোন তথ্য নেই। বর্তমান বাস্তবতায় দুর্যোগজনিত কারণে মারা যাওয়া অসহায় ব্যক্তিদের পরিবারকে অন্তত তিন লাখ টাকা প্রদান করা উচিৎ। প্রতিবছর অতি তাপমাত্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলারের উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়। অতিমাত্রার গরমের কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ শুধু পোশাক খাতে ৬ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে পোশাক খাতসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানার কর্মীরা চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। আমরা আশা করবো চলতি বছর আর কোন উচ্চ মাত্রার তাপদাহ তৈরি হলে সরকার তার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করবে। এবং অতিমাত্রার তাপদাহের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবে। কিরণ আরও বলেন, বড় বড় শহরগুলোতে কোথাও খেলার মাঠ নেই, পার্ক নেই, প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ নেই, পর্যাপ্ত গাছপালা নেই, বিশুদ্ধ বাতাস নেই। আছে শুধু যানজট, ঘনবসতি, অপরিকল্পিত ঘরবাড়ি, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, যত্রতত্র দোকানপাট,পার্কিং সমস্যা, ফুটপাত দখলসহ অনিয়মের আখড়া। যা তাপদাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আবার আমরা যদি শহরের বাইরের দিকে তাকাই সেখানেও সামাজিক বনায়ন নেই জলাশয় নেই, খাল দখল, নদী দখল চলছে। ফলে গ্রামেও এখন প্রকৃতির যে স্নিগ্ধতা, মুগ্ধতা আগের মতো নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক কারণে জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর খামখেয়ালিপনা, হিমালয়ের বরফ গলে যাওয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের নদীগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে মেরে ফেলাসহ নানা বৈশ্বিক কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় তাপদাহসহ বন্যা, খরায় পর্যবেশিত হচ্ছে। অসহনীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য অপরিকল্পিত নগরায়নই দায়ী শীর্ষক ছায়া সংসদে সরকারি তিতুমীর কলেজের বিতার্কিকদের পরাজিত করে ঢাকা কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, সাংবাদিক ইফতেখার মাহমুদ, সাংবাদিক ফালগুনী রশীদ, সাংবাদিক দিপক কুমার আচার্য, সাংবাদিক আতিকুর রহমান। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হয়।

ইসরায়েল হয়তো গাজায় আন্তর্জাতিক

উল্লেখযোগ্য নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে এটি মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত যে, এনএসএম-২০র আওতায় থাকা মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামগুলো গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে ব্যবহার করছে ইসরায়েলি বাহিনী, যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বাধ্যবাধকতা বা বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি কমানোর প্রতিষ্ঠিত অনুশীলনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা থাকতে পারে।' ইসরায়েলকে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'অসাধারণ সামরিক চ্যালেঞ্জ' মোকাবিলা করতে হয়েছিল বলেও রিপোর্টে বলা হয়েছে। এমনকি এতে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন অস্ত্রের আইনি ব্যবহার মেনে চলার বিষয়ে ইসরায়েলের কাছ থেকে পাওয়া আশ্বাস ছিল 'বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য' এবং তাই (ইসরায়েলে) অস্ত্রের চালান অব্যাহত রাখা যেতে পারে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'ইসরায়েলি সরকার গাজায় মার্কিন মানবিক সহায়তা পরিবহন বা বিতরণ নিষিদ্ধ বা অন্য কোনোভাবে সীমাবদ্ধ করছে বলে আমরা এখন মূল্যায়ন করছি না।'

ভিডিও বার্তায় কেএনএফের বিরুদ্ধে

সঙ্কটসহ মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার লোকজন এখন জুম চাষ করতে পারছে না। বাগানে উৎপাদিত ফল বিক্রি করতে পারছে না। অনেকে পাড়ায় বসবাস করতে না পেরে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে। বম সোশ্যাল কাউন্সিলের সভাপতি লালজার বম আরও বলেন, আমরা কেএনএফের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি, তারা যাতে অবিলম্বে ব্যাংকের লুট হওয়া অস্ত্র ফেরত দেয়। এ ছাড়া সন্ত্রাসী তৎপরতা ছেড়ে তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। আর যদি তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সাধারণ বম সম্প্রদায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কেএনএফ অস্ত্র ফেরত দিয়ে আলোচনায় বসতে চাইলে বম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সহায়তা করবে। আলোচনার জন্য প্রশাসনের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গত ২ এপ্রিল রুমা সোনালী ব্যাংকে হামলা, অস্ত্র ও টাকা লুট এবং অপহরণের ঘটনায় পাঁচটি এবং ৩ এপ্রিল দুপুরে বান্দরবানের থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি, হামলা ও টাকা লুটের ঘটনায় চারটি মামলা হয়। এরপর যৌথবাহি-নীর সদস্যরা অভিযান শুরু করে। রুমা ও থানচি থানার মোট নয়টি মামলায় এ পর্যন্ত ৮৫ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজধানীতে ছিনতাইকারীরা

করার চেষ্টা করছি। এ জায়গায় গত রোজার ঈদেও এমন আরও ঘটনা ঘটেছে। আমরা তখন মোটরসাইকেলসহ ছিনতাইকারীদের আটক করেছি। এবার ছিনতাকারীরা পার পাবে না, ধরা পড়বেই। ৮ মে মোহাম্মদপুরে নবোদয় হাউজিং এলাকায় দিন দুপুরে আরেকটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে খাবার সরবরাহ করার জন্য এলাকার ৩ নম্বর সড়ক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন জহিরুল ইসলাম। দুই ছিনতাইকারী তাকে পেছন থেকে ডেকে থামায়। পরে চাপাতি বের করে কোপ দিয়ে মোবাইল ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। ওই সময় আশপাশে থাকা লোকজনও ভয়ে পালিয়ে যায়। পরে পাশের একটি ফার্মেসিতে গিয়ে তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জহিরুল ইসলাম রাতেই বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মেহেদী (২০) ও রুহুল আমিন (২১) নামে দুই ছিনতাইকারী আটক করে পুলিশ। শুধু মোবাইল-ব্যাগ নয়, রাজধানীতে এখন ছিনতাইকারীরা যাত্রীবেশে রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশাও ছিনিয়ে নিচ্ছে। গত ৮ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে আপ-ডাউন যাতায়াতের কথা বলে চালক শাহ আলম মিয়ার রিকশা ভাড়া করে দুই ব্যক্তি। পরে মাঝপথে কৌশলে তার রিকশাটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামলা করলে তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযানের পর চক্রটির খোঁজ পায় তারা। পুলিশ জানায়, অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের মূল হোতা শরীফুল ইসলাম। সে পেশায় কাভার্ড ভ্যানচালক। ৯ মাস আগে সে যে কাভার্ড ভ্যান ভাড়ায় চালাতো, মালিক সেটি বিক্রি করে দিলে সে বেকার হয়ে যায়। পরে একজনের কাছে অটোরিকশা চুরি শেখে। এই চক্রে তারা তিন সদস্য। প্রতি সপ্তাহে অন্তত চারটি রিকশা ছিনতাই করতো তারা। এরই ধারাবাহিকতায় গত এপ্রিল রাত ৯টার দিকে রামপুরা থানার বনশ্রী এলাকায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শাহ আলমের রিকশা ছিনিয়ে নেয় তারা। পরে শাহ আলমকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্বজনরা মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ এপ্রিল মারা যান তিনি। এ ঘটনায় মামলা হলে গত ৪ মে চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে রামপুরা থানা পুলিশ। চক্রটি গত ৯ মাসে শতাধিক রিকশা চুরি করেছে বলে জানায় পুলিশ। ছিনতাইকারীদের উৎপাত কমবেশি সারা বছরই ঘটছে। তবে দুই ঈদের সময় রাজধানীতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে ছিনতাইকারীরা। গত বছর ঢাকা মহানগরকে ছিনতাইমুক্ত করতে এবং নগরবাসীর নিরাপত্তা ও চলাচল নির্বিঘ্ন করতে টাস্কফোর্স গঠন করে ডিএমপি। ১৯ সদস্যবিশিষ্ট এই টাস্কফোর্স রাজধানীতে ছিনতাইকারীদের বিভিন্ন হটস্পট শনাক্ত করে। ছিনতাই দমনে চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দফায় দফায় অভিযান। গ্রেফতার করা হয় শত শত ছিনতাইকারীকে। তবু উৎপাত কমছে না তাদের। আর কদিন পরই জমে উঠবে কোরবানির পশুর হাট। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, এবার ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে ব্যবসায়ীরা যাতে গরুর হাটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারেন, পশু কেনাবেচা করতে পারেন, এ জন্য সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ডিএমপির মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) হায়াতুল ইসলাম বলেন, অপরাধীদের ধরতে পুলিশ সব সময় তৎপর রয়েছে। গতকাল কয়েকজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে চোরাই রিকশা কেনার সঙ্গে জড়িত একটি গ্রুপের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। ছিনতাই নিয়ে কোনও অভিযোগ এলে সেগুলোর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এত অভিযানের পরও কেন ছিনতাকারীদের দমন করা যাচ্ছে না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, দমন হচ্ছে না, সেটা বলা যাবে না। তবে পুরোপুরি দমন হচ্ছে না। অপরাধীদের ধরতে আমাদের চেষ্টার কোনও কমতি নেই। কোরবানি ঈদে গরুর হাটে নিরাপত্তা নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে। রিকশাচালকতের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, অচেনা যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু না খাওয়া ভালো। খেলেই আপনাদের গাড়ি লুট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। র‌্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলাম বলেন, ছিনতাইয়ের সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ ওই এলাকার ব্যাটালিয়নের কাছে করলে তারা ব্যবস্থা নেবেন। এ ছাড়া অন্যান্যবারের মতো এবারও কোরবানির পশুর হাটে নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি হাটে আমাদের সাপোর্ট সেন্টার থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, ছিনতাই দমন করা কঠিন কিছু নয়, যদি সেভাবে কাজ করা হয়। ছিনতাই রোধ করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যে টাস্কফোর্স গঠন করেছে, সে জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। তবে শুধু টাস্কফোর্স গঠন করলে হবে না, মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ছিনতাইয়ের হটস্পট এলাকার থানা পুলিশকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আমরা দেখেছি ছিনতাইকারীদের একটি বড় অংশ মাদকাসক্ত। এ ছাড়া অনেকে ছিনতাইকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা গ্রেফতার হয়ে কারাগারে ঢুকে জামিনে বের হয়ে আবার ছিনতাই শুরু করছে। ছিনতাই দমনে যে আইন রয়েছে, সেই আইনের সংশোধন প্রয়োজন বলে মনে করি। এ ছাড়া ছিনতাইকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে ছিনতাই কমে আসবে।

অভিজাত এলাকায় অভিজাত

শাড়ি-পাঞ্জাবি বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ময়লা-আবর্জনার প্রদর্শনী আমরা বড় আকারে প্রথমবারের মতো আয়োজন করলাম। প্রদর্শনী করতে চেয়েছিলাম তিন দিন তবে এই প্রদর্শনে চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। এখানে সব ধরনের আবর্জনা আছে। ড্রেন ও খাল থেকে আমরা পেয়েছি, সোফা, সুটকেস, কমোড ও রিকশা। তোশক বালিশ ও রিকশা যদি ড্রেনে, খালে বা লেকের মধ্যে ফেলা হয়, তাহলে তো জলাবদ্ধতা হবেই। কোন খাল লেক বা ড্রেনের থেকে কোন ময়লা- আবর্জনা সংগ্রহ করেছি তাও লিখে রাখা হয়েছে।

নগরবাসীকে আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, আসুন আমরা যেন ড্রেনে,খালে বা লেকে কোনো ধরনের ময়লা না ফেলি। গত ৬ মাস যাবত আমরা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে যাচ্ছি। আরেক দিক থেকে ময়লা-আবর্জনা ভরাট হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। নগরবাসীদের বলতে চাই আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ একটি পিট থেকে আজকে প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। রাজধানীতে কোটি লোকের বসবাস। নগরবাসী যদি এগিয়ে না আসে রাজধানী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আমাদের (ডিএনসিসির) জন্য দুষ্কর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। মেয়র বলেন, এডিস মশার সৃজন চলে এসেছে। কখনো রোদ উঠছে, কখনো আবার বৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের সচেতন জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। আজকে প্রদর্শনীতে স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসেছে। পরশুদিন ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরাও আসবে। এ ধরনের প্রচারণা আমাদের চালাতে হবে।

যেসব কারণে বেড়েই চলেছে স্বর্ণের

হিসেবে বেছে নেওয়ার ব্যাপক প্রবণতা রয়েছে। ফার্স্ট ইগল ইনভেস্টমেন্টের ম্যাক্স বেলমন্ট বলছেন, মার্কিন সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি টেকসই হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতি ১০০ দিনে এক লাখ কোটি (এক ট্রিলিয়ন) ডলার সরকারি ঋণ বাড়ছে। আর সে কারণে স্বর্ণের বাজার বেশ রমরমা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ডে বিনিয়োগ করে এখন উঁচু হারে সুদ পাওয়া যাওয়ায় ডলার এই মুহূর্তে চাঙা অবস্থায় রয়েছে। তাই স্বর্ণের দাম কম হওয়ায় কথা কিন্তু পশ্চিমা নয় এমন দেশগুলোর ব্যাপক পরিমাণ স্বর্ণ কেনায় সোনার বাজার রীতিমতো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে বিভি-ন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৯০ টন সোনা কিনেছে। এর মধ্যে তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৩০ টন স্বর্ণ কিনেছে। এ সময়ে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনেছে ২৭ টন। বর্তমানে চীনের স্বর্ণের মজুদ ২ হাজার ২৬২ টন। ২০২২ সালের অক্টোবরের পর থেকে দেশটির স্বর্ণের মজুদ বেড়েছে ১৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ বা বন্ডে বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে। এসব দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের একটি অংশ মার্কিন বন্ডে বিনিয়োগ করে। ১৯৯৯ সালে এসব বিনিয়োগ ৭১ শতাংশ ছিল, ২০২০ সালে তা ৫৯ শতাংশে নেমেছে। রাশিয়ার পাওয়া হাজার হাজার নিষেধাজ্ঞা থেকে শিক্ষা নিয়েছে চীন। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের পর বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে রুশ সম্পদ জব্দ হয়। জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার ৩০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়। এ জন্য এসব দেশে বিনিয়োগ ঝুঁকি নিচ্ছে না বেইজিং। এ কারণে বেশি পরিমাণ স্বর্ণ কিনছে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

অস্থির ডিমের বাজার

বেড়েছে। ডিমের বাজার অস্থির হয়ে উঠেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফার্মের মুরগির ডিমের দাম ডজন প্রতি ২৫-৩০ টাকা বেড়েছে। এ জন্য আজ ডিম বিক্রি করছি না।' শ্যামলীর বিক্রেতা আব্দুল মান্নান শেখ বলেন, 'আজ ফার্মের মুরগির বাদামি ডিম বিক্রি করছি ১৪৫-১৫০ টাকা ডজন দরে। যা গত সপ্তাহে ২০-২৫ টাকা কম ছিল।' সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে আগারগাঁওয়ের বিএনপি বাজারের পোল্ট্রি মুরগির বিক্রেতা মোহাম্মদ তৌফিক বলেন, 'এ সপ্তাহে সোনালিকা মুরগির দাম বেড়ে কেজি প্রতি ৪০০ টাকা হয়েছে। এ ছাড়া পোল্ট্রি ২২০-২৩০ টাকা, লেয়ার ৩৩০-৩৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।' এদিন মোহাম্মদ কৃষি বাজারে আফরিন আক্তার নামে এক গৃহিণীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আজ সোনালিকা মুরগি কিনলাম ৪০০ টাকা কেজি দরে। সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে, ডিমের দামও বেশি। এ জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে কমিয়ে কিনতে হচ্ছে।' মাছ মাংসের দাম??? উচ্চ মূল্যে স্থিতিশীল এদিন আগারগাঁওয়ের বিএনপি বাজারের মাছ বিক্রেতা মো. হেলাল বলেন, আজ এক কেজি বা তার চেয়ে বেশি ওজনের রুই মাছ ৩৫০-৩৮০ টাকা কেজি, পাঙাস ২০০-২২০ টাকা কেজি, কৈ ২৫০-২৬০ পাবদা ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি, তেলাপিয়া ২৪০-২৬০ টাকা কেজি, সিলভার কার্প ২০০-২২০ টাকা, সিং ৬৫০ টাকা, গুলশা ৭০০ টাকা, চিংড়ি মাঝারি ৭০০-৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এদিন গরুর মাংস কেজি প্রতি ৭৫০-৮০০ টাকা এবং খাসি ১০৫০-১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য শাক-সবজির দাম গত সপ্তাহের মতোই উচ্চ মূল্যে স্থিতিশীল আছে। বাজার ঘুরে এমনটাই দেখা গেছে। তবে সব ধরনের শাক-সবজি ও মাছ-মাংসের দাম বাজারভেদে ১০-২০ টাকা পর্যন্ত কমবেশি হতে পারে।

সার্বজনীন পেনশন চায় না ঢাবি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত সার্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে 'বৈষম্যমূলক' উল্লেখ করে মানববন্ধনের ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শনিবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আবদুল মোতালেব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোববার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করবে সংগঠনটি। এদিকে ২৯ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় শিক্ষকরা আর্থিক সুবিধা বঞ্চিত হবেন উল্লেখ করেছে ঢাবি শিক্ষক সমিতি। সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে ৩০ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত শিক্ষকদের স্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচি পালন করেছে সংগঠনটি। ৬ মে সার্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ঢাবি কর্মচারী ঐক্য পরিষদ।

নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইল জেলা সদরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মামুন সমাদ্দার (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় কাজেম আলী (৩৬) নামে আরও এক সাইকেল আরোহী আহত হন। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নড়াইল-গোবরা সড়কের কাড়ারবিল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুনের বাড়ি নড়াইল পৌরসভার রঘুনাথপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের বাবুল সমাদ্দারের ছেলে। আহত কাজেম উজিরপুর গ্রামের আজিজ মণ্ডলের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মামুন সমাদ্দার সকালে খুলনা যাওয়ার জন্য মোটরসাইকের নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। নড়াইল-গোবরা সড়কের কাড়ারবিলে পৌঁছালে মোটরসাইকের বেপরোয়া গতি থাকায় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা বাইসাইকের আরোহী কাজেম আলীকে ধাক্কা দেন তিনি। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আহত কাজেম আলীকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, নিহত যুবকের লাশ হাসপাতালের মর্গে আছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যান্ড শিল্পী পিয়ালসহ নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেট যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন 'অড সিগনেচার' ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য আহাসান তানভীর পিয়াল। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় ব্যান্ডের অন্য সদস্যরা গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাঁচদোনার ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাঁচদোনায় যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। দুজন নিহত হয়েছেন। একজন আবদুস সালাম (৪৩), তিনি মাইক্রোবাসটির চালক ছিলেন। বাহনটির অপর এক যাত্রীও নিহত হয়েছেন, যার নাম বলা হচ্ছে পিয়াল। আহত হন শাকিব (২৬), আকিব (২৬) ও অমিত (২৭) নামে আরও তিন যাত্রী। তাদের অবস্থায় আশঙ্কাজনক। হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি মাইক্রোবাস সিলেটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ভোর ৬টার দিকে মাইক্রোবাসটি পাঁচদোনা ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে ঢাকামুখী হানিফ পরিবহনের বাসটি ওভারটেক করতে গিয়ে মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই পিয়াল ও চালক সালামের মৃত্যু হয়। আহত হন অন্যান্যরা। মাধবদী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা খাইরুল আলম এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনের লাশ তুলে মাধবদী থানায় পাঠিয়েছি। যারা আহত হয়েছেন তাদের আগেই স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেছেন। ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ওসি ইলিয়াস হেসেন বলেন, যাত্রীবাহী বাসের বেপরোয়া গতি ও লেন পরিবর্তনের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার ভূলতা এলাকায় বাসটি রেখে চালক পালিয়ে গেছে। পরে আমরা বাসটি জব্দ করি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, গতকাল শনিবার বেলা পৌনে ১১টায় অড সিগনেচার ব্যান্ডের ফেসবুক পেজ থেকে পিয়ালের মৃত্যু ও অন্য সদস্যদের আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এতে লেখা হয়- 'সিলেট যাওয়ার পথে নরসিংদী পাচদোনা ডিম হলিডে পার্কের সামনে অড সিগনেচারের গাড়ি মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। এতে ব্যান্ডের সকল সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হয়। ড্রাইভার সাহেব সালাম আর ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য আহাসান তানভীর পিয়াল এই দুর্ঘটনায় নিহত হন। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বন্দর থানাধীন নিমতলা বিশ্বরোড এলাকায় কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে রাহুল সাহা (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অর্পিতা (২১) নামের একজনকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি এনায়েত বাজারের গোয়ালপাড়া এলাকার রিপন সরকারের মেয়ে। মৃত্যুবরণকারী রাহুল আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইন এলাকার বাসিন্দা। তিনি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ছিলেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা মফিজুর রহমান জানান, কাভার্ডভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। চমেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুইজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত এক নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বন্দর থানার ওসি মনজুরুল কাদের মজুমদার বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি থানা হেফাজ?তে র?য়ে?ছে। চালক পলাতক।

নওগাঁয় ভুট্টাক্ষেতে পড়েছিল এক ব্যক্তির লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর মান্দা উপজেলার কাঞ্চন স্লুইসগেট এলাকার একটি ভুট্টাক্ষেত থেকে আলেপ (৫০) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আলেপ উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের শমসের আলীর ছেলে। মান্দা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জাকিরুল ইসলাম জানান, সকালে ভুট্টাক্ষেতের পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারের সময় প্রাথমিকভাবে নিহত ব্যক্তির শরীরে তেমন কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। লাশ উদ্ধার করে নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত থানায় লিখিত অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, গ্রেপ্তারদের কাছ থেকে ২০৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪০ গ্রাম হেরোইন, ১৩০ কেজি ৩৫০ গ্রাম গাঁজা ও ২৬ বোতল দেশি মদ জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

কুমিল্লায় অন্য গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিয়ে ট্রাক চালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে অন্য গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিয়ে সাগর (৩৫) নামে এক ট্রাক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ওসি এসএম লোকমান হোসেন তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। নিহত ট্রাক চালক পাবনা জেলার সদর উপজেলার পূর্ব আগরপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

সম্পাদকীয়

২৬ লক্ষ বেকার
কর্মসংস্থান তৈরি করা জরুরি

দীর্ঘদিন ধরে চলমান অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে দেশের মানুষ রয়েছে চরম অস্বস্তিতে। এরমধ্যে প্রকাশিত দেশে বেকারের সংখ্যাটি বেশ উদ্বেগজনক। দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে দেশে ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে তবে কমেছে নারী বেকারের সংখ্যা। ২০২৩ সাল শেষে গড় বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৭০ হাজার। গত বছরের প্রথম প্রান্তিকের (মার্চ-জানুয়ারি) তুলনায় চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ২০ হাজার। গত সোমবার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এ জরিপ প্রতিবেদনে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বেকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। বিবিএস জানায়, পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে নারী বেকার। গত মার্চ মাস শেষে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ৪০ হাজার। ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে (মার্চ-জানুয়ারি) সময়ে এ সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ১০ হাজার। ফলে পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০ হাজার নারী বেকার কমেছে। এখন নারী বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ ৫০ হাজার। শ্রমশক্তিতে এখন ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার নারী-পুরুষ আছেন। তাদের মধ্যে ৭ কোটি ১১ লাখ ৬০ হাজার লোক কর্মে নিয়োজিত, বাকিরা বেকার। বিবিএসের হিসাব অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকেও ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকার ছিল। সেই হিসাবে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে বেকারের সংখ্যা বাড়েনি। বর্তমানে বেকারের হার ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, যা ২০২৩ সালের গড় বেকারের হারের চেয়ে কিছুটা বেশি। ২০২৩ সালের গড় বেকারের হার ছিল ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এ ছাড়া শ্রমশক্তির বাইরে বিশাল জনগোষ্ঠী আছে তারা কর্মে নিয়োজিত নয়, আবার বেকার হিসেবেও বিবেচিত নয়। এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬০ হাজার। তারা মূলত সাধারণ ছাত্র, অসুস্থ ব্যক্তি, বয়স্ক নারী-পুরুষ, কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং কর্মে নিয়োজিত নন বা নিয়োজিত হতে অনিচ্ছুক গৃহিণী। বিবিএস যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তা শতভাগ নির্ভুল সেটি বিবেচনায় নেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে দেশে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে কাজে লাগাতে না পারাটা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর নয়। জনগণকে যদি দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে তারা দেশের বোঝায় পরিণত হবে। আমরা আশা করি, বেকারত্বের সমস্যাটিকে সরকার অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেবে।

বাজারে ভেজাল ঔষধের ছড়াছড়ি, ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচাতে আমরা ওষুধ সেবন করি। কিন্তু জীবনরক্ষাকারী ওষুধেও ভেজাল। ফলে বিপন্ন হচ্ছে আমাদের জীবন। অথচ সর্বত্র ভেজাল ওষুধের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে ভেজাল ওষুধ। নকল, ভেজাল ও মান-হীন ওষুধে বাজার সয়লাব হয়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে রোগ নিরাময়ের আশায় ওষুধ কিনতে গিয়েও মানুষের মনে নানা সংশয় কাজ করে। ওষুধ ভালো না মন্দ, নকল না আসল, তা যাচাই করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। ফলে খুব সহজেই প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ জনগন। বছরের পর বছর ধরে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও পত্রিকাগুলো নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তসহ হরেক রকম প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। দিন দিন যেন নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে মূল কোম্পানীর ওষুধের মতো হুবহু লেবেলে নকল ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। মূল কোম্পানির ওষুধের চেয়ে দাম কম হওয়ায় এসব ওষুধ কিনে প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। এতে করে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। রোগীর লিভার, কিডনি, মস্তিষ্ক, অস্থিমজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ওষুধ ও কসমেটিক আইন-২০২৩ অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া বা লাইসেন্সের শর্তের বাইরে গিয়ে ওষুধ উৎপাদন, নিবন্ধন ছাড়া ওষুধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, মজুত বা প্রদর্শন এবং সরকারি ওষুধ বিক্রি বা মজুত বা প্রদর্শন করলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধেরও বিধান রয়েছে এ আইনে। এই বিধান লঙ্ঘন করলে সেটি অপরাধ হবে এবং সে জন্য শাস্তি পেতে হবে। আইনে মোট ৩০টি অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগে কঠোর না হওয়ার কারণে কোন ভাবেই থামানো যাচ্ছেনা ভেজাল ঔষধের উৎপাদন ও বিপনন। ফলে আমাদের আগামী প্রজন্ম রয়েছে ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে। এটি একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই এখনি দেশে নকল ও ভেজাল ওষুধের কারবারিদের নির্মূল করতে হবে যে কোনো উপায়ে। এজন্য ওষুধের বাজারে নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে। নকল ওষুধের সব কারখানা খুঁজে বের করতে হবে। এ ধরনের ওষুধের বিক্রেতাদেরও আনতে হবে কঠোর শাস্তির আওতায়। ওষুধে ভেজালে শাস্তি শুধু জেল-জরিমানার মধ্যে সীমিত না রেখে আইনে সংশোধন এনে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

পরীক্ষানেয়া হয় মেধা যাচাইয়ের জন্য। কিন্তু প্রায় প্রতিটিপরীক্ষা এখন প্রহসনেপরিণত হয়েছে। একটি দুষ্টচক্র জাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর আসছে সংবাদমাধ্যমে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জেঁকে বসেছে। কোনোভাবেই এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি প্রেসের কর্মী থেকে শুরু করে ছাত্র-শিক্ষক, ব্যাংক কর্মকর্তা-অনেকেই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে এর আগে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের সর্বশেষ পরীক্ষায় আবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষায় তিন ধাপে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন। প্রথম ধাপে জালিয়াতির অভিযোগে ৭৪ জন এবং তৃতীয় ধাপে একই অভিযোগে ১৩ জনকে আটক করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। সব মিলিয়ে আটক ৮৭ জন। গত ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা চলাকালে উত্তরপত্র, ডিজিটাল ডিভাইসসহ মাদারীপুরে সাতজন এবং রাজবাড়ীতে একজন পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। রাজবাড়ীতে গ্রেপ্তার পরীক্ষার্থী পরে আদালতে দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। এর আগে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষায়ও জালিয়াতির অভিযোগে গাইবান্ধায় ৩৭, রংপুরে ১৯ ও দিনাজপুরে ১৮ জনকে আটক করা হয়। ওই সময় তাঁদের কাছ থেকে ২৪টি মাস্টারকার্ড, ২০টি ব্লুটুথ, ১৭টি মোবাইল ফোনসেট, ব্যাংক চেক ও স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে প্রতিবার একাধিক ব্যক্তি আটক হলেও কোনোবার পরীক্ষা বাতিল করেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তারা জালিয়াতি রোধে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এর পরও ঠেকানো যাচ্ছে না প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো জঘন্য ও নিন্দনীয় একটি কাজের সঙ্গে জড়িতরা প্রকৃতপক্ষে দেশ এবং জাতির শত্রু। তাদের নীতিনৈতিকতা বলে কিছু নেই। শুধু অর্থের বিনিময়ে তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা আমাদের সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধের সহজ উপায় হচ্ছে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিরোধে দেশে আইন আছে। জালিয়াতচক্রের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো কঠোর হতে হবে। এই চক্রের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা হোক।

মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। রাজবাড়ীতে গ্রেপ্তার পরীক্ষার্থী পরে আদালতে দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। এর আগে গত বছরের ৮ ডিসেম্বর প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষায়ও জালিয়াতির অভিযোগে গাইবান্ধায় ৩৭, রংপুরে ১৯ ও দিনাজপুরে ১৮ জনকে আটক করা হয়। ওই সময় তাঁদের কাছ থেকে ২৪টি মাস্টারকার্ড, ২০টি ব্লুটুথ, ১৭টি মোবাইল ফোনসেট, ব্যাংক চেক ও স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে

প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যম ও মার্কিনীদের মোড়লিপনা

খায়রুল আলম

গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ওগুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মুক্ত এবং স্বাধীনগণমাধ্যম। এর মাধ্যমে নাগরিকরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথ্য জানার পাশাপাশি তাদের নেতাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যজানতে পারে। স্বাধীন গণমাধ্যমের অধিকারের বিষয়টিজাতিসংঘপ্রতিষ্ঠার দলিলের পাশাপাশি বাংলাদেশ সহ অনেক দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীতমানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বকেস্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ওমতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে; কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া অবাধে মতামত পোষণ করা এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফতে তথ্য ও ধারণাগুলো জানা/অনুসন্ধান, গ্রহণ ও বিতরণ করা এই অধিকারেরঅন্তর্ভুক্ত।" ১. বিশ্বজুড়ে মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের প্রতি অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে সাংবাদিকদের সুরক্ষায় প্রতিটি দেশকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে ব্লিংকেন বলেন, 'এটি প্রমাণিত যে যেসব সরকার সত্য প্রতিবেদনকে ভয় পায়, তারা বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যার ও অন্যান্য নজরদারি প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।' সাংবাদিকরা শুধু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সত্যের অন্বেষণে নজিরবিহীন বিপদের সম্মুখীন হন বলে মন্তব্য করেন তিনি। ২. আমরা যদি এই বিবৃতির প্রতিটি বিষয় অনুধাবন করতে যাই তাহলে ঠিক একটু পিছন ফিরে তাকালেই হবে। ২০২৩ সালে ২৮ অক্টোবর। রাজধানীর নয়াপল্টনে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসুচি ছিলো। যদিও অভিযোগ ওঠেছিলো এই কর্মসুচির নেপথ্যে ছিলো খোদ মার্কিনসহ আরো কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। সেদিন এক ভয়াবহ ও বিভতস একটি চিত্র দেখেছিলো বাংলাদেশ ও গোটা বিশ্ববাসী। বিএনপি নামক দলটির সন্ত্রাসী কর্মীদের হাতে অর্ধশত সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন বিবৃতি দেয়নি। পাশে এসে দাড়ায়নি। ৩. একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক, কতটা বিরুদ্ধমত সহনীয়, তা পরিমাপের মাপকাঠি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক চর্চাকে নিশ্চিত করতে হলে মতের বহুত্ব, পথের বিবিধতা, আচরণিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান দেখাতে হলে, গণমাধ্যমের মুক্ত ও নিরাপদ পরিসর অপরিহার্য। সমালোচনা বন্ধ হলে গণতন্ত্র সৌন্দর্য হারাবে, বিকল্প তথ্যপ্রবাহ চালু হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। তাই সরকার শুধু ভিন্নমতকে সহ্য করবে তা নয়, প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠকে নিরাপত্তাও দেবে। গণতন্ত্রের এই প্রহরীকে (ওয়াচ্ ডগ) রক্ষা করা জীবন্ত (ভাইব্র্যান্ট) সমাজের অস্তিত্বের জন্য ভীষণ জরুরি। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সামরিক, ধর্মভিত্তিক এমনকি গণতান্ত্রিক সরকারও কখনও কখনও মুক্তচিন্তার প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অগণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করেছে, ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করা বা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের উত্থানকে নিরুৎসাহিত করায় গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় মনে হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী সামাজিক মনস্তত্ত্ব নির্মাণে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ অবদান থাকবে-এটি ছিলো কাম্য, প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত। ৪. আমরা সবাই কম বেশি কতিপয় মিডিয়ার তথ্যদাস। তারা যে সংবাদ বা নিউজ পরিবেশন করে আমরা তাই দেখি।ডে নিউজকে গুরুত্ব দেয় আমরা তাই নিয়ে স্ট্যান্ড নিই, তা নিয়ে চিৎকার করি, সোস্যাল মিডিয়ায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানাই। স্পটে না থেকে কতিপয় মিডিয়ার এডিটোরিয়াল পলিসিনির্ভর সংবাদ দেখে আমরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিই। আবার অনেক সময় অপছন্দের মিডিয়ার তথ্যকে বাতিল করি, যদিও তা সত্য হয়। নিজের পছন্দের মিডিয়ার তথ্যকে আসমানী বাণী ভেবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি। অনেক সময় ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্টের উপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্তে আসি, অনেক সময় ফেসবুকে মতমোড়ল হিসেবে পরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তর্ক-বিবাদ করি। মূলধারা বা বিকল্প যেটা হোক ওরা অদৃশ্য জাদুর গুলি বা ম্যাজিক্যাল বুলেটে আমাদের ঘায়েল করে চলছে। ৫. মানুষ যত বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে তত বেশি গণমাধ্যম তার উপর প্রভাব ফেলছে। ফলে অডিয়েন্স কী বা কীভাবে ভাববে এটা যেমন ঠিক করে দিচ্ছে সংবাদ মাধ্যম, কী পরবে বা কী খাবে সেটি ঠিক করে দিচ্ছে বিনোদন মাধ্যম। 'গণ' থাকলেও গণমাধ্যমের মালিকানা ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা মুনাফাকেন্দ্রীক কনটেন্ট দিয়ে একটি আত্মকেন্দ্রীক প্রজন্ম তৈরি করছে। বই-পুস্তক বিমুখ এই ভিজুয়াল মিডিয়ানির্ভর প্রজন্মকে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলা বেশ সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে উত্তর-সত্য মনোভাব যে জন্ম নিচ্ছে এটির কারণ পারিবারিক ও নিকটস্থদের আদর্শ। ৬. মিডিয়ার পিছনে যে মানুষগুলো রয়েছে ওদের নিজস্ব এজেণ্ডা থাকে প্রতিটি কনটেন্ট প্রচারের পিছনে। মালিকের আদর্শ সবচেয়ে প্রভাবশালী। তারপর বিজ্ঞাপন দাতা। বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের কাঁধে বন্দুক রেখে দায় সারতে চায় সাংবাদিকেরা। নিজেরা নিজেদের উপর সেন্সর আরোপ করে। যেমন ধরুন, একটি সংবাদে কোন একটি দেশ বাংলাদেশের উপর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদী আচরণ করছে এটা আছে তো হেড অব নিউজ বা বার্তা প্রধান বা সাংবাদিক নিজে এই নিউজকে হত্যা করবে। সে বলবে এ সংবাদ দরকার নাই ইত্যাদি, কারণ কোন পক্ষ রেগে যেতে পারে। আবার মালিকের মনের মত নিউজ হলে সেই অনুসন্ধানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাংবাদিকেরা। ৭. উন্নয়ন ও গণমাধ্যম- এ দু'টি শব্দের উপস্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অপরটি ছাড়া ভারসাম্যহীন। গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের সাথে গণমাধ্যমের নিবিড়তম সম্পর্ক রয়েছে। গণযোগাযোগ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহকে উপেক্ষা করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি শুধুই কল্পনাবিলাস বৈ আর কিছু নয়। আর নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত সংবাদ মাধ্যম কোন জাতির জন্য মোটেই ইতিবাচক নয়। সার্বিক দিক বিবেচনায় আধুনিক গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলত সংবাদপত্র আর সংবাদকর্মীর মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, জনমত সৃষ্টি ও সমাজের ভালোমন্দের প্রতিফলন ঘটে। তাই আধুনিককালে গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতাকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিভূও বলা হয়। ৮. গণমাধ্যমকে বলা হয় সরকারের পাহারাদার। কোথায় কী ভুল বা অসংগতি হচ্ছে তা সরকারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই গণমাধ্যম। তাই তো গণমাধ্যমকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ বা 'ফোর্থ স্টেট'। গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের এই সাহসী ভূমিকার কারণে পৃথিবীর অনেক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে আসে। যেমন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি, পেন্টাগন পেপার্স, বফোর্স কেলেঙ্কারি ইত্যাদি বড় বড় অপরাধের হদিস এই সাংবাদিকরাই দেন। কোটি কোটি টাকা লোপাটকারীদের ধরিয়ে দেন সাংবাদিকরাই। দুর্নীতির ইতি টানতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে তার অপব্যবহার হতেও পারে। তবু সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। ৯. প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়ানোর জন্য আমেরিকা মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে জার্মানবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা চালায়। যার ফলে সে দেশের জনগণের মধ্যে জার্মান ঠেকাও উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। সৈন্যদের মধ্যে স্বদেশ রক্ষার উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। মূলত এখানে জার্মানি শাসকদের চেয়ে প্রত্যেক জার্মানিকেই হত্যা করার লাইসেন্স আদায় করা হয়। যেন হত্যার অপরাধ গায়ে না লাগে। তেমনিভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের রক্ষা করার জন্য আমেরিকার হামলা করা দরকার, এ বিষয়ে আমেরিকার জনগণের মনে আবেগ সৃষ্টি করা হয়। চীনের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিমা ও আমেরিকার গণমাধ্যমের তথ্যের সঙ্গে চীনা সংবাদমাধ্যম ও চীনপন্থি দেশগুলোর গণমাধ্যমের সংবাদ পরিবেশনের দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। ২০১৮ সালে রাশিয়া ও তুরস্কের জাতীয় নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। রাশিয়া ও তুরস্কের সংবাদমাধ্যমে নির্বাচন নিয়ে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে পশ্চিমা ও আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল নেই। ১০. ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের ওপর কমেছে মার্কিনিদের আস্থা। মার্কিন জরিপ সংস্থা গ্যালাপের জরিপ বলছে, মার্কিন গণমাধ্যমের ওপর একেবারেই বিশ্বাস নেই ৩৯ শতাংশের। যা গেল ৫১ বছরের জরিপের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৭২ সালে এটি ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। ২০১৮ সালেও ২৪ শতাংশ মানুষ অবিশ্বাস করতেন মার্কিন সংবাদকে। এরপর থেকে প্রতিবছর এই আস্থাহীনতা শুধু বাড়ছেই। হামাসের ঘাঁটি নির্মূলের নামে গেল দুইমাস ধরে গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। তবে এর খবর পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারেনি বেশিরভাগ মার্কিন গণমাধ্যম। দ্বিচারিতা আর ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে নিউইয়র্ক টাইমস, সিএনএনের মতো গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে। এমনকি অনেক গণমাধ্যমকর্মীও হতাশা জানিয়েছেন। নিজ দেশের গণমাধ্যমের ওপর ভরসা হারাচ্ছেন মার্কিনিরাও। গণমাধ্যমে মার্কিনিদের বিশ্বাস কতটুকু, এ নিয়ে প্রতি বছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন জরিপ সংস্থা গ্যালাপ। ১৯৭২ সালে জরিপ শুরু হওয়ার পর থেকে নাগরিকরা মার্কিন গণমাধ্যমে এত কম আস্থা দেখেছিল ২০১৬ সালে। সে বছর ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর বৃদ্ধি পায় সংবাদের সত্যতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। কলিনস ডিকশনারির মতে, পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ উচ্চারিত শব্দও ছিল-ভুয়া সংবাদ। তবে আংশিক আস্থার কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৯ শতাংশ নাগরিক। গ্যালাপ জানায়, গণমাধ্যমের ওপর ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের আস্থা রিপাবলিকান দের চেয়ে বেশি। তবে তরুণ ডেমোক্রেটদের ক্ষেত্রে ক্রমেই কমছে এ আস্থা। এদিকে সম্প্রতি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে ছাত্রদের নিপীড়ন করা হচ্ছে তা নিয়েও সঠিক কোন চিত্র তুলে ধরছেনা মার্কিন গণমাধ্যমগুলো। এসব ঘটনার সঠিক চিত্র জানতে মার্কিনীদের আস্থা আলজাজিরা বা মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গণমাধ্যমের ওপর। তাই মুক্ত গণমাধ্যমসূচক বলেন বা অন্য যাই বলেন প্রত্যেকেই চায় নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। আমেরিকায় গত নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হারের পর তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে তা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। এখন তাদের মুখে গণতন্ত্র ও মুক্তগণমাধ্যমের কথা শুনলে বড়ই হাসি পায়।

লেখক : সাংবাদিক।

আমার পরে কে?

প্রভাষ আমিন

শিরোনামের প্রশ্নটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। থাইল্যান্ড সফর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বিরোধী দলের আন্দোলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করেন। তার প্রশ্নটি ছিল বাম রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। এর আগে ১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছিল আওয়ামী লীগ। প্রথম দফায় ক্ষমতায় শেখ হাসিনার মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে দেশকে বের করে এনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দেশকে স্থিতিশীল করা। প্রথম দফায় ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের উদ্যোগ নেন। শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি করেন। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশকে গ্লানিমুক্ত করেন। তবে দ্বিতীয় দফায় তার মূল লক্ষ্য ছিল গ্লানিমুক্ত করার পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নেওয়া। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশ। সবাই যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেছিল, সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সেই ধারাও থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চেষ্টা হয়েছিল বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তার কন্যা শেখ হাসিনা। যত বড় সমালোচকই হোন, এটা মানতেই হবে শেখ হাসিনা গত ১৫ বছরে বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছেন। ১৫ বছর আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ এক নয়। যারা শেখ হাসিনাকে অপছন্দ করেন; তারা বলেন, উন্নয়ন করাই তো সরকারের দায়িত্ব। আর উন্নয়ন তো এক ধরনের ধারাবাহিকতা। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতা নেওয়ার আগের ৩৭ বছরে যত উন্নয়ন হয়েছে, গত ১৫ বছরে হয়েছে তার কয়েকগুণ বেশি। আর এই উন্নয়ন নিছক ধারাবাহিকতা নয়, শেখ হাসিনার উন্নয়ন অভিনব, অকল্পনীয়। আগের কোনো সরকার যা কল্পনাও করেনি, শেখ হাসি-না তা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। শেখ হাসিনা এমন অনেক কিছু করেছেন, যা সাধারণ মানুষ দাবিও করেনি, দাবি করার সাহসও হয়নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একের পর এক নতুন যুগে পা রেখেছে। পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, মেট্রোরেল, সাবমেরিন, স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ- সবই নতুন এবং অভিনব। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দারুণ মোমেন্টাম পেয়েছিল। কোভিড এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি সেই গতি কিছুটা শ্লথ করে দিয়েছে বটে, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির সব সূচক এখন ২০০৮ সালের আগের চেয়ে ভালো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ নিজেই এখন বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে লজ্জা পান। কোনো কোনো সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে ভারতকেও। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা পেয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন আর ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন আত্মমর্যাতায় বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এক দেশ। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের যে মহাসড়কে তুলে এনেছেন, তা এগিয়ে নিতে চাই স্মার্ট নেতৃত্ব। দৃষ্টিসীমায় সেই নেতৃত্ব দৃশ্যমান নয়। 'আমার পরে কে?' যে প্রশ্ন শেখ হাসিনা তুলেছেন; শেখ হাসি-নার স্বার্থে, বাংলাদেশের স্বার্থে এ প্রশ্নের উত্তরটাও জানা জরুরি। অন্তত তেমন নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়াটা শুরু হওয়া দরকার। সাফল্য যতই আসুক, গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার সবার আছে। বিএনপি শুরু থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। গত বছর থেকে তারা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বিএনপির সাথে যুক্ত হয়েছে অতি বাম, অতি ডান সবাই। বাম-ডানের ঐক্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে সত্যিই বিরল। গত সপ্তাহে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে শেখ হাসিনা বলেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ দেশের অতি বাম, অতি ডানড়সবই এখন এক হয়ে গেছে, এটা কীভাবে হলো, আমি জানি না। এই দুই মেরু এক হয়েও সারাক্ষণ শুনি আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে হবে। অপরাধটা কী আমাদের?' এই প্রশ্নটিই এসেছিল সংবাদ সম্মেলনেও। জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করে শেখ হাসিনা বলেন, 'তারা আমাকে উৎখাত করবে। তাহলে পরবর্তী সময়ে কে আসবে? সেটা কি ঠিক করতে পেরেছে? কে দেশের জন্য কাজ করবে? কাদের তারা ক্ষমতায় আনতে চায়? সেটা স্পষ্ট নয়। তাই জনগণের কোনো সাড়া পাচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'কেউ পলাতক (ফিউজিটিভ) হয়ে বিদেশে বসে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ নিয়ে অনলাইনে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, আন্দোলন করে যাচ্ছে। আমরা আন্দোলনে বাধা দিচ্ছি না।' আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার, সরকারকে উৎখাত করতে চাওয়ার অধিকার সবার আছে। অনেক উন্নয়ন হলেও গণতন্ত্রের প্রশ্নে, মানবাধিকারের প্রশ্নে, ভোটাধিকারের প্রশ্নে অনেক সমালোচনাও আছে। কিন্তু এখনকার বাংলাদেশ আর আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরোধিতায় বিভক্ত নয়। গত দেড় দশকে শেখ হাসিনা নিজেকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তা বাংলাদেশের জন্যই গর্বের। শেখ হাসিনা এখন আর নিছক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন বা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নন; বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও শেখ হাসিনার মর্যাদার আসন অনেক উঁচুতে। তাই আওয়ামী লীগহ সরকার হটাতে হলে শেখ হাসিনার বিকল্প লাগবে। অনেকদিন ধরেই বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কেউ শেখ হাসি-নার বিকল্প কাউকে দাঁড় করাতে পারেননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান। কিন্তু দেশে-বিদেশে কেউ কি শেখ হাসিনার বিকল্প হিসেবে তারেক রহমানকে ভাবতে পারেন? এমনকি শেখ হাসিনার কট্টর সমালোচকও মানবেন, শেখ হাসিনার বিকল্প তারেক রহমান নন। শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন, নেতা ঠিক করতে পারেনি বলেই বিরোধীদের আন্দোলন সাড়া জাগাতে পারেনি। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বিদেশিরাও শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাতেই আস্থা রেখেছেন। আওয়ামী লীগাররা ভালোবেসে বলেন, 'যতদিন শেখ হাসিনার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।' নিশ্চয়ই এটা বড় স্বস্তির। কিন্তু একই সঙ্গে শঙ্কারও। সরকারে তো নয়ই, দলেও শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি। শেখ হাসিনা বারবার তার অবসরের আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন। যেখানে জন্মেছিলেন, অবসরে সেই টুঙ্গীপাড়ায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবতার কারণে, দলের চাপে সেটা তিনি করতে পারেন না। আমরা চাই শেখ হাসিনা শতায়ু হোন। উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তিনি আমাদের দেখান, সেটা তার নেতৃত্বেই আসুক। কিন্তু শেখ হাসিনারও বয়স হয়েছে, তারও ক্লান্তি আসবে, তারও অবসরে যেতে মন চাইবে। তখন কে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দেবেন, কে দেশকে এগিয়ে নেবেন। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের যে মহাসড়কে তুলে এনেছেন, তা এগিয়ে নিতে চাই স্মার্ট নেতৃত্ব। দৃষ্টিসীমায় সেই নেতৃত্ব দৃশ্যমান নয়। 'আমার পরে কে?' যে প্রশ্ন শেখ হাসিনা তুলেছেন; শেখ হাসিনার স্বার্থে, বাংলাদেশের স্বার্থে এই প্রশ্নের উত্তরটাও জানা জরুরি। অন্তত তেমন নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়াটা শুরু হওয়া দরকার।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া পৃথিবী

রেজাউল করিম খোকন

একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি– সব মিলিয়ে আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর চমকপ্রদ উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে দেশের সামগ্রিক আর্থিক লেনদেন কার্যক্রমে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পর্যন্ত আর্থিক লেনদেনে নতুন এক বিপ্লব ঘটেছে। প্রান্তিক মানুষও এখন ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনে স্বাচ্ছন্দ্য ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এটা আজ সবাই উপলব্ধি করেছেন, আর্থিক খাতে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। আগে দূরবর্তী উপজেলা বা জেলা সদরে গিয়ে ব্যাংক থেকে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বয়স্ক, বিধবা, অস্বচ্ছল, দরিদ্র, প্রতিবন্ধীদের অনেক দুর্ভোগ কষ্ট পোহাতে হতো। সাধারণ দুস্থ, দরিদ্র অসহায় মানুষের সেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগের দিনের অবসান ঘটেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের জাদু সব কষ্ট দুর্ভোগ একনিমিষেই দূর করে দিয়েছে তাদের। এখন ঘরে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা তাদের ভাতার টাকা পেয়ে যাচ্ছেন দ্রুত এবং ঝামেলা ছাড়াই। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস মানে এমএফএস বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারুণ এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশ এখন হাতে হাতে নগদ লেনদেনের বদলে নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনের অর্থাৎ ক্যাশলেস সোসাইটির কথা ভাবছে। নগদ লেনদেনের ঝুঁকি ঝামেলা ও বিড়ম্বনা এড়াতে ডিজিটাল মানি ট্রান্সফারে ঝুঁকে পড়ছেন দেশের মানুষ। এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের উজ্জ্বল এক প্রকাশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ যুগে প্রবেশের কারণে আমাদের জীবনযাপন অনেকটা পাল্টে গেছে। আজকাল ব্যাংকের শাখায় না গিয়েও চেক উপস্থাপন না করে টাকা তোলা যাচ্ছে এটিএম বুথ থেকে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে দ্রুত এবং খুব কম সময়ে বিভিন্নজনের কাছে টাকা পাঠানোর অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আগে ব্যাংকে গিয়ে টিটি কিংবা ডিডি অথবা পে-অর্ডার ইস্যুর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হতো। তাতে অনেক সময় লেগে যেত প্রাপকের কাছে টাকা পৌঁছাতে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী স্বপ্ন হচ্ছে দেশের সব ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন ক্যাশলেস হয়ে যাবে। নগদ অর্থে আর লেনদেন হবে না, উন্নতির ধারাবাহিকতায় এমন পরিবেশের দিকে বাংলাদেশ এগোচ্ছে। ক্যাশলেস সোসাইটি হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা হবে। সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা এই সেবা পাওয়া যাবে। এতে সাধারণ মানুষ তাদের মোবাইল ফোনে টাকা পাবে। যে টাকাটা তারা একটা দোকানে গিয়ে খরচ করবে, সেটাও তারা মোবাইলে পেমেন্ট করে দেবে। তাদের হাতে আর ক্যাশ রাখার প্রয়োজন হবে না। তাদের কষ্ট করে আয় করা টাকাটা তাদের থেকে কেউ চুরি করে নিতে পারবে না। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সেবার বিকাশ এখন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকা-কে গতিশীল করেছে। মোবাইল ফোন এবং ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার ধরনও পাল্টে গেছে এখন। ডিজিটাল ফাইন্যান্স অনুন্নত গ্রামীণ জীবনে অত্যাধুনিক আর্থিক লেনদেন সেবাকে সহজলভ্য করেছে। যা আগের গতানুগতিক, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সম্ভব ছিল না। কয়েক বছর আগেও যা কল্পনা করা যায়নি তা এখন সম্ভব হয়েছে। এখন ডিজিটাল রেমিটারের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ খুব কম সময়ের মধ্যে সুবিধাভোগীর হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের মোকাবিলায় সরকারি নানা উদ্যোগ, প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী এবং গতিশীল করেছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল ফাইন্যান্স। দেশের বেশির ভাগ মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে থাকায় তাদের পক্ষে আর্থিক লেনদেন বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু ডিজিটাল ফাইন্যান্স তাদের জন্যও আর্থিক লেনদেনের চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে। এর সুবাধে শুধু টাকা জমা দেয়া কিংবা উত্তোলন অথবা অর্থ স্থানান্তর নয়, বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ, ভর্তি ফি প্রদান, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি জমাকরণ প্রভৃতি কাজ ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে পারছেন সবাই। এতে ব্যাংকে যাওয়া-আসার সময় বেঁচে যাচ্ছে, ব্যাংকে সেবা নিতে আসা গ্রাহকদের চাপ কমছে। তাছাড়া নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি দূর করেছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফাইন্যান্সের ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে বিশ্ব। সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। শুধু পকেটে থাকা মোবাইল ফোন বের করলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে কী ঘটছে, দেখা যায়। এ ধারা থেকে ব্যাংকিং সেক্টর পিছিয়ে থাকবে কেন? একসময় যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, হিসাবরক্ষণ আর ঋণ প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সে ব্যাংকে কী নেই! শুধু একটি অ্যাকাউন্ট থাকলে বেতন গ্রহণ, ইউটিলিটিসহ প্রায় সব ধরনের বিল প্রদান সম্ভব। আগে যে ব্যাংকে সামান্য একটি হিসাব বের করতে লেজার বুক নামে বড় বড় হিসাব খাতা কখনও কখনও ঘণ্টাব্যাপী খুঁজতে হতো, আজ মাত্র একটি ক্লিকে সব হিসাব বের করা সম্ভব। প্রযুক্তির ছোঁয়া মানুষকে গড়ে তুলেছে স্মার্ট হিসেবে। তারা এখন ঝামেলা পছন্দ করে না। সহজ জিনিসটাই তাদের বেশি পছন্দ। এই জটিল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য পেপারলেস ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নেই। পেপারলেস ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং লেনদেন, যা ইলেকট্রনিক উপায়ে পরিচালিত। এটি কাগজের ব্যবহার কমাতে, প্রক্রিয়াগুলো সংক্ষিপ্ত করতে এবং গ্রাহকদের আরও সুবিধাজনক উপায়ে আর্থিক হিসাব পরিচালনা করার পন্থা জোগায়। মানুষ আজকাল খুব একটা ক্যাশ বহন করতে চায় না। এতে রয়েছে ঝুঁকি আর ঝামেলা। যেখানে একটি বারকোড স্ক্যান করলে সব পেমেন্ট করা যায়, সেখানে এত ঝামেলা না নেয়াই স্বাভাবিক। তাই এখন ব্যাংকগুলো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ব্যাংকে গিয়ে চেক লেখা, কাউন্টারে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো বা নির্দিষ্ট লোকেশনে গিয়ে ব্যাংকের শাখায় টাকা জমা-উত্তোলন যেমন কষ্টের তেমন সময়ের অপচয়। তাই এখন ব্যাংকগুলো ব্যস্ত জায়গাগুলোতে সিআরএম বুথের ব্যবস্থা করেছে, যেখানে অল্প সময়ে টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় কোনো চেক লেখার ঝামেলা ছাড়াই। কোথাও ঘুরতে যাবেন, টিকেট বা হোটেল বুকিং দেয়া প্রয়োজন। অনলাইনে টিকেট কেটে বা হোটেল বুকিংয়ে পেমেন্টে পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট। কোনো একটি জিনিস পছন্দ হয়েছে; পর্যাপ্ত টাকা নেই। পকেটে থাকা ক্রেডিট কার্ড থাকলে হয়ে যাচ্ছে সমস্যার সমাধান। মানুষ আজকাল একের ভেতর সব চায়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আজ শুধু সঞ্চয়ের জন্য নয়; বেতন গ্রহণ, অর্থ প্রদান, ই-টিকেটিং– সব কাজ করতে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টই যথেষ্ট। বলে রাখা দরকার, এই পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থার নেপথ্যে আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা উদ্যোগ, যার মধ্যে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা অন্যতম। তারও নেপথ্যে আছে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। মূলত ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারের দেখানো এ স্বপ্ন যত বাস্তব রূপ নিয়েছে, ততই দেশের অন্য যে কোনো খাতের চেয়ে ব্যাংক খাত দ্রুত পেপারলেস হওয়ার পথে এগিয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন তাদের সব প্রকল্পের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ব্যাংকব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প'কে সবচেয়ে সফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ভবিষ্যতে পেপার মানির ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে নতুন প্রযুক্তিতে বেশি বিনিয়োগ করতে হবে এবং সেবাকে সহজ ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পেপারলেস ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নেই।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

এই জটিল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য পেপারলেস ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নেই। পেপারলেস ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং লেনদেন, যা ইলেকট্রনিক উপায়ে পরিচালিত। এটি কাগজের ব্যবহার কমাতে, প্রক্রিয়াগুলো সংক্ষিপ্ত করতে এবং গ্রাহকদের আরও সুবিধাজনক উপায়ে আর্থিক হিসাব পরিচালনা করার পন্থা জোগায়। মানুষ আজকাল খুব একটা ক্যাশ বহন করতে চায় না। এতে রয়েছে ঝুঁকি আর ঝামেলা। যেখানে একটি বারকোড স্ক্যান করলে সব পেমেন্ট করা যায়, সেখানে এত ঝামেলা না নেয়াই স্বাভাবিক। তাই এখন ব্যাংকগুলো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ব্যাংকে গিয়ে চেক লেখা, কাউন্টারে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো বা নির্দিষ্ট লোকেশনে গিয়ে ব্যাংকের শাখায় টাকা জমা-উত্তোলন যেমন কষ্টের তেমন সময়ের অপচয়। তাই এখন ব্যাংকগুলো ব্যস্ত জায়গাগুলোতে সিআরএম বুথের ব্যবস্থা করেছে, যেখানে অল্প সময়ে টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় কোনো চেক লেখার ঝামেলা ছাড়াই। কোথাও ঘুরতে যাবেন, টিকেট বা হোটেল বুকিং দেয়া প্রয়োজন। অনলাইনে টিকেট কেটে বা হোটেল বুকিংয়ে পেমেন্টে পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট। কোনো একটি জিনিস পছন্দ হয়েছে; পর্যাপ্ত টাকা নেই। পকেটে থাকা ক্রেডিট কার্ড থাকলে হয়ে যাচ্ছে সমস্যার সমাধান

দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্মাণাধীন ভবন ধসে ৫ শ্রমিক নিহত, নিখোঁজ ৪৯

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলীয় একটি শহরে নির্মাণাধীন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ধসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ৪৯ জন শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার বিকেলে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের কেপটাউন থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পূর্বে জর্জ শহরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। কর্তৃপক্ষ আরও বলেছে, ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা কয়েক ডজন শ্রমিককে উদ্ধারে রাতভর কাজ করেছে দেশটির উদ্ধারকারী দল। ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও ২১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্তত ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শতাধিক জরুরি কর্মী এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী কর্মীরা ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। তারা প্রশিক্ষিত কুকুর ব্যবহার করে চাপাপড়া শ্রমিকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। তারা আশঙ্কা করছেন যে, পাঁচতলা ভবনটি ধসে পড়ার সময় কংক্রিটের বিশাল স্ল্যাবের নিচে আরও কয়েকজন চাপা পড়ে থাকতে পারেন। বড় ক্রেন ও অন্যান্য ভারী সরঞ্জাম উদ্ধার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া অনুসন্ধান ও উদ্ধার কর্মীদের রাতভর কাজে সহযোগিতার জন্য লম্বা স্পটলাইট স্থাপন করা হয়েছে। জর্জ মিউনিসিপ্যালিটি জানিয়েছে, ভবনটি ধসে পড়ার সময় সেখানে ৭৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। ধসে পড়া ভবনের আলাদা অংশে উদ্ধারকারীদের তিনটি দল কাজ করছে বলে জানিয়েছে তারা। নিহতদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জর্জের নির্বাহী মেয়র লিওন ভ্যান উইক। তিনি বলেন, প্রিয়জনদের খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন স্বজনরা।

ইমরান খানের স্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ পাকিস্তানের আদালতের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। গতকাল বুধবার তাকে আদিয়ালা কারাগারে স্থানান্তর করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। তার আইনজীবী বলেছেন, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বুশরা বিবিকে গৃহবন্দি করার পরিবর্তে কারাবাসে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বেআইনিভাবে রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রির অভিযোগে জানুয়ারিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এই দম্পতি। এরপর থেকেই ইসলামাবাদে ইমরানের বাসভবনে গৃহবন্দি রয়েছেন বুশরা বিবি। সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে করা একটি পোস্টে তার আইনজীবী নাঈম পাঞ্জুথা জানিয়েছেন, গৃহবন্দীত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বুশরা বিবি। কারাগারে স্থানান্তর করার বিষয়ে আইনজীবীদের মাধ্যমে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে একটি আপিল দায়ের করেছিলেন তিনি। এক বিবৃতিতে ইমরানের দল পিটিআই জানিয়েছে, বুশরা বিবির এই আপিল মঞ্জুর করেছেন আদালত। কর্তৃপক্ষকে তাকে রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরের আদিয়ালা কারাগারে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানেই ১৪ বছরের সাজা ভোগ করছেন বুশরা বিবির স্বামী ৭০ বছর বয়সী ইমরান খান। দলটি বলেছে, সাব জেল ঘোষণা করা ওই বাড়িতে তাকে দূষিত খাবার পরিবেশন করার অভিযোগ করেছিলেন বুশরা বিবি। তবে তার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ।

আদালতে ট্রাম্পের মুখোমুখি স্টর্মি ড্যানিয়েলস

আন্তর্জাতিক সেস্ক : আদালতে সাবেক পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কথিত একটি যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন ট্রাম্প। যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা ধামাচাপা দিতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের আদালতে শুনানি চলছে। খবর বিবিসির। এই মামলায় গত মঙ্গলবার যখন ড্যানিয়েলস এবং ট্রাম্পকে প্রথমবারের মতো আদালতে মুখোমুখি করা হয় তখন আদালত এবং এর আশপাশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঢিলেঢালা কালো পোশাকে, পেছনে চুল বেঁধে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন সাবেক স্টর্মি ড্যানিয়েলস। ট্রাম্পের মুখোমুখি হলেও এ সময় তাকে একবারের জন্যও ট্রাম্পের দিকে তাকাতে দেখা যায়নি। আদালতের কাঠগড়ায় তিনি যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ সেই যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প ব্যবসায়িক রেকর্ড জালিয়াতির ৩৪টি অপরাধমূলক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে একটি ছিল ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে ড্যানিয়েলসকে এক লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্টের আইনজীবী। এই ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন ড্যানিয়েলস। সেই সঙ্গে ট্রাম্পের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করেছেন তিনি। যদিও তার দাবি, তার মুখ বন্ধ রাখতে ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইকেল কোহেন তাকে টাকা দিয়েছিলেন। ঘুষ গ্রহণ করার কারণে তাকে যে কোনো সময় আদালতে হাজির করা হতে পারে এই ধারণা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সব নাটকীয়তার জবাব মিললো গত মঙ্গলবার আদালতে তার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আদালতের শুনানিতে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে এই কেলেঙ্কারির ঘটনার মুহূর্তগুলো বর্ণনা করেছেন। যদিও তখন ট্রাম্পের আইনজীবী বিষয়টিকে ভুল বলে দাবি করেছেন। এই শুনানির সময় বিচারপতি হুয়ান মের্চান প্রসিকিউটরদের এ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য না চাওয়ার জন্য সর্তক করেন। দিনের শুরুতে ট্রাম্পের আইনজীবীরা ২০০৬ সালে ড্যানিয়েলসের কথিত যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে কী প্রশ্ন করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিচারপতি মের্চানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় প্রসিকিউটর বলেন, ড্যানিয়েলসকে অর্থ দেওয়া হয়েছিলো কিংবা সেটার উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন করা দরকার।

নিজেদের সব করোনা টিকা প্রত্যাহার করছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি কোভিড টিকা ওকোভিশিল্ড এবং ওভ্যাক্সজেভরিয়ার বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই নিয়ে অ্যাস্ট্রাজেনেকা বৈশ্বিকভাবে নিজেদের সব করোনা টিকা প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে কোম্পানিটি বলেছে, করোনা মহামারির সময়ে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ছিল এখন আর তা নেই। ‘করোনা ভাইরাস’ নামের যে ভাইরাসটির বিস্তার প্রতিরোধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ২০২০ সালের শেষ দিকে যে টিকা বাজারে এনেছিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা, সেই ভাইরাসটি এখন প্রায় নিষ্ক্রিয়, এমনকি মূল ভাইরাসটি থেকে যেসব ভ্যারিয়েন্ট ভাইরাসের উদ্ভব হয়েছে সেগুলোও এখন আর প্রাণঘাতী নয়। বর্তমানে বাজারে করোনার মুখে খাওয়ার ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বৈশ্বিকভাবে টিকার আর সেই চাহিদাও নেই। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির সব অংশীদারদের ইতোমধ্যে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। ব্রিটেনের আদালতে সম্প্রতি ১০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণের মামলা হয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকার বিরুদ্ধে।

গাড়িতে চলাচলকারীদের ক্যানসারের প্রবল ঝুঁকি রয়েছে : গবেষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাড়িতে চলাচল করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না এমন লোক পাওয়া দুষ্কর। গণপরিবহনের চেয়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে চলাচল অনেক আরামদায়ক। আর এ কারণে একটু কষ্ট হলেও অনেকে নিজের জন্য গাড়ি কিনে নেন। তবে এক গবেষণায় উঠে এসেছে ভয়ানক তথ্য। এতে জানা গেছে, গাড়িতে যারা চলাচল করেন তারা মনের অজান্তে ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক শুষে নেন। ‘এনভায়রনমেন্ট সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’-তে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১০১টি বৈদ্যুতিক, গ্যাস এবং হাইব্রিড গাড়ির ওপর গবেষণা চালানো হয়েছে।

রাফায় হামলার শঙ্কায় ইসরায়েলে বোমার চালান স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :ইসরায়েলে পাঠানোর জন্য নির্ধারিত একটি বোমার চালান গত সপ্তাহে আটকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় হামলা চালাতে এসব বোমা ব্যবহার হতে পারে এমন শঙ্কায় এ সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলে সামরিক সাহায্য পাঠাতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন যে এখন থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলো বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তারা। খবর এএফপির। প্রশাসনের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ৯০৭ কেজি ও ২২৬ কেজি বোমার চালানটি এ কারণে স্থগিত করা হয়েছে, ইসরায়েল বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ‘আশঙ্কাকে’ পুরোপুরি আমলে নেয়নি।এর আগে মঙ্গলবার রাফাহ শহরে ট্যাংক বহর পাঠিয়ে অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নেয় ইসরায়েল। পাশাপাশি বন্ধ করে দেয় মিসর-রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্র ‘অগ্রহণযোগ্য’ হিসেবে অভিহিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে গত এপ্রিলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, দেশটি সেটি সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসনের কড়া অবস্থানকেই তুলে ধরে। সে সময় বলা হয়েছিল, গাজা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ইসরায়েলের তৎপরতার ওপর নির্ভর করবে। এদিকে ইসরায়েল যখন রাফা শহরে ব্যাপক আকারে সামরিক অভিযানের প্রান্তে, তখনই বোমার চালান বন্ধ করে দেওয়ার খবরটি এল।

মারা গেছেন উত্তর কোরিয়ার সাবেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়ার সাবেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা কিম কি নাম ৯৪ বছর বয়সে মঙ্গলবার মারা গেছেন। উত্তর কোরিয়ায় তিন প্রজন্ম ধরে শাসনক্ষমতায় থাকা নেতাদের সবার সঙ্গেই কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। উত্তর কোরিয়া সরকারের প্রচার বিভাগের (প্রপাগান্ডা) সামনের সারির নেতা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। উত্তর কোরিয়ার শাসকদের গুণগান গাওয়াই এই প্রচার বিভাগের কাজ। কয়েক দশক ধরে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বলা হয়, বার্ধক্যজনিত কারণ ছাড়াও আরো কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

বন্যায় বিপর্যস্ত কেনিয়ায় এবার কলেরার প্রাদুর্ভাব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক সপ্তাহের বৃষ্টি এবং বন্যায় বিপর্যস্ত কেনিয়ায় এবার কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, কেনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় তানা রিভার কাউন্টিতে ৪৪টি কেস শনাক্ত হয়েছে। বন্যায় যেসব এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটি একটি। এএফপির এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। সিটিজেন টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে কেনিয়ায় নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী স্টিফেন জ্যাকসন বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, সরকারি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো। তিনি বলেন, এর আগেও কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তবে এটা একটি উদ্বেগের বিষয়। কলেরা একটি তীব্র সংক্রমণ যা দূষিত খাবার এবং পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এটা শিশুদের জন্য বেশি বিপজ্জনক। কেনিয়া সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশটির গণ্যমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্যায় এখন পর্যন্ত ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আরও দুই লাখের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে পানিবাহিত রোগ কলেরার প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। প্রাণঘাতী এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে তাই বড় আকারের টেস্ট কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ডব্লিউএইচও’র পক্ষ থেকে বলা হয়, গত দু’তিন বছর ধরে বিভিন্ন দেশে কলেরার অনাকাঙ্খিত ও উদ্বেগজনক প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে কলেরার বৈশ্বিক টেস্ট কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কলেরা নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা এবং নিয়মিত নজরদারি এবং কলেরা টেস্ট বিষয়ক সক্ষমতা বাড়ানো।

বিনোদন

গায়ক থেকে খলনায়ক চরিত্রে বালাম

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেতা আরিফিন শুভ অভিনীত ‘নীলচক্র’ সিনেমার ফার্স্টলুক পোস্টার প্রকাশ পেয়েছে। পোস্টারে শুভর যে মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে, তা আরেকজনের মুখের ওপরই বসানো। এবার জানা গেল শুভর পেছনে ঝাঁকড়া চুলের আরেকজনের মুখটি কার। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বালাম থাকছেন ‘নীলচক্র’ সিনেমায়। এতে তাকে খল নায়ক চরিত্রে দেখা যাবে। এছাড়া অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমাটিতে বালামের দুটি গানও থাকছে। একটি গান সুর ও সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি গেয়েছেন তিনি, যে গানের কথা রবিউল ইসলাম জীবনের। আরেকটি গানের শুধু সংগীতায়োজন করেছেন, যেটি গেয়েছেন র?্যাপার সাফায়েত। এর আগে বালামকে ছোট পর্দায় টুকটাক দু-একটি নাটকে দেখা গেছে। তবে চলচ্চিত্রে এবারই প্রথম। তবে ছবিতে বালামের চরিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ে পরিচালক বা বালাম কেউই কিছু বলতে চাননি। বালাম বললেন, ‘কী করেছি, এখনই কিছু বলতে চাই না। তবে এমন কিছু হয়েছে, যা আগে হয়নি। দেখা যাক, সবাই অপেক্ষা করি।’ পরিচালক মিঠু খান জানালেন, ‘ছবির একটি চরিত্রে একজন সংগীতের মানুষের দরকার ছিল। আমরা এমন একজনকে চেয়েছিলাম, যাকে দিয়ে বিষয়টি সঠিকভাবে পর্দায় তুলে আনা সম্ভব।

রূপালি পর্দায় নাম লেখাচ্ছেন দিতির কন্যা লামিয়া

বিনোদন ডেস্ক : শৈশবে স্কুল শেষ হলেই মায়ের সঙ্গে চলে যেতেন শুটিংয়ে। মা অভিনেত্রী পারভীন সুলতানা দিতি অন্য অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলী সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন মেয়েকে। বলা যায়, শুটিংয়ের মধ্যেই বেড়ে ওঠে মেয়ে। এভাবে ছোট লামিয়ার সৃজনশীল কাজের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। বড় হওয়ার সঙ্গে সেই ভালোলাগা বাড়তে থাকে। একসময় অভিনেত্রী মাকে বলেন ভালো লাগার কথা। কিন্তু দিতি চাইতেন না, মেয়ে মিডিয়ায় আসুক। মায়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে সেই লামিয়া মনে কষ্ট নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছেন প্রথম সিনেমা পরিচালনার কাজ। দেড় দশক আগের কথা। সেই সময়ে লামিয়া মাকে জানান, ক্যামেরার পেছনে কাজ করতে চান। দিতি চাননি মেয়ে মিডিয়ায় আসুক। কারণ, সিনেমায় ক্যারিয়ার গড়া সহজ কথা নয়। পরে লামিয়া চলে যান অর্থনীতি নিয়ে যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে। কিন্তু পড়াশোনায় মন বসে না। সিনেমা তাকে বেশি টানে। লামিয়া চৌধুরী বলেন, ‘যুক্তরাজ্যে গিয়ে মাকে বলি, চলচ্চিত্র পরিচালনা ভালো লাগে। আমার ফিল্ম নিয়ে আগ্রহের কথা শুনে মা সেবার বলেন, ‘‘তুমি কতটা সিরিয়াস আগে দেখাও, তারপরে ভাবা যাবে।” মায়ের কথায় আশ্বস্ত হই। আমি ইকোনমিকস পড়া বাদ দিয়ে চলে যাই লন্ডন ফিল্ম স্কুলে ফিল্ম প্রডাকশনের ওপর ডিপ্লোমা করতে। সেখানে থেকে নির্মাণ, চিত্রনাট্য লেখা, স্টোরি টেলিং, সম্পাদনাসহ সিনেমার সব বিষয়ে শিখতে থাকি। পরে দেশে এসে মায়ের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল। আগ্রহ দেখে মা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করতে থাকেন।’ তখনো দিতি বেঁচে ছিলেন। মেয়ের চেষ্টা ও পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। সেই সময়ে দিতি নিজেও চেয়েছিলেন, মেয়ের কাজের প্রযোজনা করবেন। মেয়েকে মিডিয়ার অলিগলি চেনাতে শুরু করেন। প্রথম নারীদের নিয়ে গল্প লেখেন লামিয়া। চিত্রনাট্য করে দেন অনম বিশ্বাস। টেলিছবির পরিকল্পনা ছিল। সবকিছু অনেকটাই গুছিয়ে আনছিলেন। এমন সময় মা মারা যান। শৈশবে বাবা হারানোর পরে যে মাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন, সেই মাকে হারিয়ে কূলকিনারাহীন হয়ে পড়েন এই তরুণী।

ঈদে আসছে রোশান-বুবলীর রিভেঞ্জ

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার আলোচিত প্রযোজক-পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল। তার পরিচালিত ‘ডেডবডি’ সিনেমা বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। সিনেমাটির মুক্তি পর বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন তিনি। এমধ্যে জানালেন, ঈদুল আজহারে তার নির্মিত রোশান-শবনম বুবলী অভিনীতওরিভেঞ্জ’ সিনেমার মুক্তি সেটিও এখন চূড়ান্ত। সিনেমাটি নিয়ে ইকবাল বলেন, ‘রিভেঞ্জ’ অ্যাকশনধর্মী সিনেমা। সেভাবেই রোশানকে হাজির করা হয়েছে। ফলে রোশানের পাশাপাশি বুবলীকেও মারপিটের দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা যাবে। সুনান মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত এই সিনেমায় বুবলী ও জিয়াউল রোশান ছাড়াও অভিনয় করছেন দীপা খন্দকার, মিশা সওদাগর ও সীমান্তসহ আরও অনেকে। এদিকে, মোহাম্মদ ইকবালের ‘ডেডবডি’ সিনেমা দেশের ৩০টিরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে চলছে। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন জিয়াউল রোশান তার সঙ্গে এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী অন্বেষা রায় ওমর সানী,শ্যামল মাওলা সহ আরও অনেকে।

তুফানের টিজারেই ঝড় তুললেন শাকিব

বিনোদন ডেস্ক : তীব্র দাপদাহের পর দেশজুড়ে যখন একটু শীতল হাওয়ার বইছে, ঠিক তখনই ভয়ংকর ঝড়ের পূর্বাভাস দিলেন ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান। একই বার্তা দিয়েছেন নির্মাতা রায়হান রাফীও। তাহলে কি শাকিব ও রাফী হঠাৎ আবহাওয়াবিদ বনে গেলেন! না, বার্তাটি আবহাওয়ার সঙ্গে নয়; জড়িয়ে আছে তাদের ‘তুফান’ সিনেমার সঙ্গে। গত মঙ্গলবার তারা প্রকাশ করলেন সিনেমাটির পোস্টার। যার কারণে ভয়ংকর তুফানি ঝড়ের সংকেত দিয়েছেন নায়ক-নির্মাতা। সিনেমার পোস্টার ফেসবুকে প্রকাশ করে শাকিব খান লিখেছেন, ‘বাংলার আকাশে বাতাসে আজ এক ভয়ংকর তুফানি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।’ পোস্টারে দেখা যায়, শাকিব আশির দশকের স্যুটেড-বুটেড। ঘন দাঁড়ি ও লম্বা চুল, হাতে সিগারেট। ঠিক যেন রকি ভাইয়ের মতেই ব্লেজার-প্যান্টের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করা শার্ট। প্রকাশিত পোস্টারে শাকিব ভক্তরা খুঁজে পেলেন বাংলার রকি ভাইকে। হ্যাঁ, দক্ষিণ ভারতীয় ব্লকবাস্টার সিনেমা ‘কেজিএফ’র চরিত্রটির কথা মনে করেছেন অনেকে।

ডিপফেকের কবলে আলিয়া

বিনোদন ডেস্ক : ফের ডিপফেকের কবলে পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। সম্প্রতি আলিয়ার যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে লাল রঙের শাড়ি পরে রয়েছেন তিনি। স্পষ্ট হয়েছে তাঁর বক্ষ বিভাজিকা। তবে জানা গিয়েছে, অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বির মুখের উপর আলিয়া ভাটের মুখ বসিয়ে ডিপফেক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে রশ্মিকা মান্দানা, তার পর কাজল। আর এবার তো ডিপফেক ভিডিওর শিকার হলেন আলিয়া ভাট। রশ্মিকা প্রথম থেকেই এই ধরনের প্রযুক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। এমনকী, নিজের ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর স্পষ্টই জানিয়ে ছিলেন তাঁর বিরক্তি ও হতাশার কথা। রশ্মিকাকে সমর্থন করেছিলেন অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকারা। সোশাল মিডিয়ায় আচমকাই ভাইরাল সামান্থার তোয়ালে পরা একটি ছবি। যা দেখে রীতিমতো হতবাক অনুরাগীরা। প্রথমে নেটিজেনদের একাংশ মনে করছিলেন, হয়তো ভাইরাল হওয়া ছবি সত্যিই সামান্থার। তবে পরে, টের পাওয়া যায়, রশ্মিকা, আলিয়া, প্রিয়াঙ্কাদের মতো সামান্থাও পড়েছেন ডিপফেকের কবলে। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই এই ডিপফেক কাণ্ড নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে পুলিশে। আর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সামান্থার এক ফ্যানক্লাবের তরফ থেকেই। তবে আলিয়ার এই ছবি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

চীনেও মুক্তি পাচ্ছে এমআর-৯

বিনোদন ডেস্ক : গতকাল বুধবার, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশ ও আমেরিকার যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘এমআর-৯ : ডু অর ডাই’। গত বছরের ২৫ আগস্ট দেশের হলে মুক্তি পেয়েছিল আসিফ আকবর পরিচালিত ছবিটি। এ বছর এপ্রিল থেকে পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। ২৩ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। প্রযোজক আবদুল আজিজ দাবি করেছেন, ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে ‘টপ সেলিং মুভি’র তালিকায় উঠে এসেছে। এদিকে আজ বৃহস্পতিবার মুক্তি পাবে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গে। সামনের সপ্তাহে (১৭ মে) মুক্তি পাবে পাকিস্তানে। এরপর ২৪ জুন একসঙ্গে মুক্তি পাবে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, চিলি, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়াসহ এক ডজন দেশে। পরের মাসে (৪ জুলাই) মুক্তি পাবে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডে। আগস্টে মুক্তি পাবে তাইওয়ানে। এর বাইরে ভারত, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, গ্রিস, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ আরো কয়েকটি দেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশি ছবিটি, নিশ্চিত করেছেন জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার প্রযোজক আবদুল আজিজ। তবে সব দেশে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে চীনকে মেলাতে চান না আজিজ। তিনি বলেন, “চীনের চলচ্চিত্র বাজার সম্পর্কে কমবেশি অনেকেই জানেন। বলিউডের বড় বড় ছবি সেখানে মুক্তি পায় এবং কোটি টাকা ব্যবসা করে। আমির খানের ‘দঙ্গল’ তো রীতিমতো রেকর্ড করেছিল। বিশ্বের চলচ্চিত্র প্রযোজকরা এখন চীনের বাজারে ছবি মুক্তি দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন। আমরা প্রথম বাংলাদেশি ছবি হিসেবে সেখানে ‘এমআর-৯’ মুক্তি দিতে যাচ্ছি।” চীনে মুক্তির জন্য এরইমধ্যে দেশটির সেন্সর বোর্ডে জমা পড়েছে ‘এমআর-৯’। ছাড়পত্র পেলেই মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করবেন, জানালেন আজিজ। গত মাসে পাকিস্তানে ঈদের ছবি ‘মোনা-জ্বীন ২’ মুক্তি দিয়েছিল জাজ মাল্টিমিডিয়া। সেখানে বেশ দর্শক সাড়া পেয়েছিল বলে দাবি করে আজিজ বলেন, “আমরা সব সময় বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। স্বাধীনতার পরে বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশের ছবি পাকিস্তানে মুক্তি পায়নি। আমরাই সেটা শুরু করেছি এবং সফল হয়েছি। আশা করছি, চীনেও ‘এমআর-৯’ দারুণ সাড়া ফেলবে। সেখানে বাংলা ছবির বাজার তৈরি হবে। নিয়মিত অন্য প্রযোজক-পরিচালকরা সেখানে ছবি মুক্তি দেবেন।” আজিজ আরো বলেন, ‘আমাদের দেশে দিন দিন হলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে ছবির বাজেট ফেরত আনতে গেলে বিশ্ববাজারের বিকল্প নেই। চীন বিশ্বের অন্যতম বড় বাজার।’ কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজের ‘ধ্বংস পাহাড়’ অবলম্বনে তৈরি হয়েছে ‘এমআর-৯ : ডু অর ডাই’। ছবিতে মাসুদ রানা হয়েছেন এ বি এম সুমন। সঙ্গে আছেন হলিউড-বলিউডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পী। এর মধ্যে আছেন শহীদুল আলম সাচ্চু, আনিসুর রহমান মিলন, জেসিয়া ইসলাম, আলিশা ইসলাম (ঢালিউড)। মাইকেল জেই হোয়াইট, ফ্র্যাংক গ্রিলো, নিকো ফস্টার, ওলেগ প্রুডিয়াস, জ্যাকি সিগেল (হলিউড)। আরো আছেন সাক্ষী প্রধান ও ওমি বৈদ্য (বলিউড)। ৮৩ কোটি টাকা বাজেটের ছবিটি এরইমধ্যে ১০০ কোটি টাকা আয়ের পথে এগিয়ে গেছে, জানালেন আজিজ। শুধু তা-ই নয়, সিরিজের পরের ছবি ‘এমআর-৯ : স্কাই ড্যান্স’-এর শুটিংয়ের প্রস্তুতি প্রায় গুছিয়ে এনেছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। মাসুদ রানা সিরিজের ‘ভারত নাট্যম’ অবলম্বনে নির্মিত হবে ছবিটি। এখানেও মাসুদ রানা হবেন এ বি এম সুমন।

আইনি বিপাকে অক্ষয়ের জলি এলএলবি ৩

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই ব্যর্থতার বেড়াজালে বন্দী অক্ষয় কুমার। একের পর এক সিনেমা ফ্লপ যাচ্ছে অভিনেতার। তবে ‘জলি এলএলবি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি দিয়ে সেই ব্যর্থতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চান অক্ষয়। এমনিতেও ‘জলি এলএলবি’ দারুণ হিট একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর প্রথম দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে সফল যার একটি করেছিলেন অক্ষয়। এবার তৃতীয় কিস্তিতেও থাকছেন অভিনেতা। সঙ্গে থাকছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রথম কিস্তির অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি। তাই সিনেমাটি ঘিরে আগ্রহের কমতি নেই দর্শকদের। তবে শুরুর আগেই বাধার কবলে জলি এলএলবি! ভারতীয় একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, শুটিং শুরু হতে না হতেই আইনি বিপাকে অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ার্সি অভিনীত ‘জলি এলএলবি ৩’। সিনেমাটি বিরুদ্ধে আজমেঢ় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট চন্দ্রভান সিং রাঠোর। তাঁর অভিযোগ, এতে বিচারপতি এবং আইনজীবীদের খুবই খাটো করে দেখানো হয়েছে। সিনেমাটির শুটিং বন্ধের আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন চন্দ্রভান সিং রাঠোর। আগের দুই সিনেমা দেখার পরই এই মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। প্রযোজক, পরিচালকের পাশাপাশি অভিনেতাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে তাঁর। কেন এভাবে বিচার ব্যবস্থা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হবে? সেই কৈফিয়তও চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অবিলম্বে ‘জলি এলএলবি ৩’-এর শুটিং বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন আজমেঢ়ের ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়নের প্রেসিডেন্ট। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, ‘মনে তো হচ্ছে প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতারা দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কোনো সম্মানই করে না। আজমেঢ়ের ডিআরএম অফিস-সহ নানা গ্রামে-গঞ্জে এখনও সিনেমার শুটিং হচ্ছে। আরও কয়েকদিন ধরে হবে। শুটিং চলাকালীন যেমন সিনেমা দেখা যাচ্ছে, তাতে একথা আরও বেশি মনে হচ্ছে।’ ২০১৩ সালে মুক্তি পায় আরসাদ ওয়ার্সি অভিনীত ‘জলি এলএলবি’। সিনেমাটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এরপরই অক্ষয় কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ২০১৭ সালে মুক্তি পায় ‘জলি এলএলবি ২’। সেটিও প্রশংসিত হয়। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ২৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ‘জলিএলএলবি ৩’-এর শুটিং।

বৈরী আবহাওয়ায় পাবনায় মৌসুমি ফলের ব্যাপক বিপর্যয়

সড়কের পাশের গাছে ফুল ধরেছে। বৃষ্টিতে ফুলগুলো আরও সজীব হয়ে উঠেছে। বড় ব্রিজ, পৈলানপুর, পাবনা।

পাবনা প্রতিনিধি : চলতি বছরে বৈরী আবহাওয়া ও তীব্র তাপদাহের কারণে জেলার বেশিরভাগ লিচু ও আমের বাগানে ফলের গুটি ঝরে পরায় ফলনে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ কারণে এ অঞ্চলের ফল চাষিরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এই মৌসুমে বৃষ্টি না হওয়ায় খরায় ঝরে পড়ছে লিচু ও আমের গুটি। সেচ ব্যবস্থা ও গাছে পানি দিয়েও রক্ষা হচ্ছে না ফল। আর এই সমস্যা মোকাবিলায় কৃষি বিভাগের দায়িত্বশীল কাউকে পাশে পাচ্ছেন না পরামর্শ গ্রহণের জন্য। তাই এ বছরে ফল চাষিরা চরমভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তারা। কৃষি ফসল ও ফল ভাণ্ডার হিসেবে দেশের অন্যতম জেলা পাবনা অঞ্চলের বেশ সুনাম রয়েছে। এই অঞ্চলের কৃষকেরা কৃষি ফসলের পাশাপাশি ব্যাপক হারে ফলের চাষাবাদ করে থাকেন। বিশেষ করে পাবনা সদরসহ ঈশ্বরদী অঞ্চলে আগাম জাতের লিচুসহ নানা প্রজাতের দেশি ও হাইব্রিড জাতের আমের চাষাবাদ করে থাকেন। ঈশ্বরদী অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে যেদিকে চোখ যাবে শুধু লিচু ও আমের বাগান চোখে পড়বে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে আবহাওয়া ও মাটির কারণে আম, লিচু ও কাঁঠালের ব্যাপক ফলন হয়ে থাকে। যা জেলার মানুষের চাহিদা মিটিয়ে সারাদেশে সরবরাহ হয়ে থাকে। তবে চলতি মৌসুমে প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে লিচুর ও আমের গুটি ঝরে পড়ছে। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না ফল ঝরে পরা। একইসঙ্গে এই বছরে বিশেষ করে আম গাছে কালো কালির মতো এক প্রকারের ছত্রাক দেখা দিয়েছে। তাই বিগত বছরের চাইতে এই বছরে ফলন কম হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাগান মালিক ও ফল চাষিরা। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাগানের ফল রক্ষায় পরামর্শ দিতে স্থানীয় কৃষি বিভাগের কাউকে তারা কাছে পায়নি বলে অভিযোগ করেন। একই সঙ্গে ফল চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী ও ফল চাষিদের সরকারি প্রণোদনার আওতায় নিয়ে আসার দাবি তাদের। তাপপ্রবাহের কারণে শুকিয়ে পচে মাটিতে পরে যাচ্ছে গুটি আম ও লিচু। গাছের ফল টিকিয়ে রাখতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে গাছের গোড়ায় ও সপ্তাহে দুইদিন করে গাছের ওপরের অংশে পানি স্প্রে করছেন তারা। তবে কৃষি বিভাগ বলছে কৃষকদের অসচেতনতার কারণে বলার পরেও তারা দিনের বেলাতে প্রখর রৌদ্রের ভেতরে গাছের ওপরে পানি স্প্রে করছেন আর এই কারণে গাছের ও ফলনের আরও ক্ষতি হচ্ছে। তাই দিনের বেলা নয় রাতের বেলা অথবা সকাল বেলা রোদ ওঠার আগে গাছের পানি দেওয়া উত্তম। পাবনা ঈশ্বরদী উপজেলার চররূপপুর গ্রামের লিচু বাগান মালিক পলাশ আহম্মেদ বলেন, বিগত বছরে দুই কোটি টাকার লিচুর বাগান কিনে প্রায় ৭০ লাখ টাকা লস হয়েছে। একটি বাগান ৫ থেকে ৬ ধাপে বিক্রি হয়। এই জমি ও বাগানের প্রকৃত মালিক যারা তাদের কাছ থেকে আমরা বাগান কিনে ফলের ব্যবসা করি। এই বছরে যে পরিমাণ মুকুল হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল লস হবে না। তবে যতদিন যাচ্ছে গাছ থেকে মুকুল শুকিয়ে ঝরে পরছে। এটা মুকুল নয় টাকা পচে পড়ছে।

কুড়িগ্রামে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জাল ভোটের অভিযোগে আটক ৩

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামে ৩টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে পৃথক দুটি কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে ৩জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সায়েকুল হাসান খান। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আটককৃতদের মধ্যে জীবন মিয়া (১৫) পাঠাধোয়া গ্রামের জিয়ার মিয়ার ছেলে ও আরিফ হোসেন (১৮) একই ইউনিয়নের সিলেট পাড়ার জয়নাল আবেদীনের ছেলে। তাদেরকে ১৪নং বড়বেরড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আটক করা হয় বলে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার নাজমুল হোসেন নিশ্চিত করেছেন। অপরদিকে সুমন মিয়া (২২)কে দিয়ারার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে জাল ভোটের সময় হাতেনাতে আটক করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আকরাম হোসেন আকন্দ। উল্লেখ্য, কুড়িগ্রাম জেলায় প্রথম দফায় চিলমারী, রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩টি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৩লক্ষ ৪২হাজার ৭২৮জন। চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ১৬জন। মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ১২জন এবং পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১১জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু করতে প্রশাসন থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত রাজিবপুর উপজেলায় ভোটগ্রহণের পরিসংখ্যান ছিল প্রায় ৩০ভাগ।

হাওরে বৃষ্টির পানিতে ইরি বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার গাজিরচর ইউনিয়নের উত্তর ডুলজান মধ্য বনের হাওরে মাছের প্রজেক্টের মধ্যে বিভিন্ন পুকুর হওয়ায় পানি নিষ্কাশনের পথটি বন্ধ হওয়ার কারণে এই হাওরের প্রায় ৫০০ শত থেকে ৬০০ শত একর জমি একটু বৃষ্টির পানিতে ইরি বোরো পাকা ধানের জমিগুলো তলিয়ে গেছে বলে গেছে অভিযোগ উঠেছে। কৃষকরা এসব জমি কাটতে গিয়ে ২০ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা লাগতে পারে বলে অনেক কৃষকের অভিযোগ। এসব পাকা ধানি জমিকে রক্ষার জন্য জরুরি ভাবে খাল কাটার প্রয়োজন রয়েছে। বুধবার সকালে ক্ষতিগ্রস্থ উত্তর ডুলজান মধ্য বনের কৃষক মোঃ মঞ্জু মিয়া, আইয়ুব আলী, বাছির মিয়া, সাবেক মেম্বার মোতালিব মিয়া, আমিরুল ইসলাম, মোঃ হাজী, রমজান মিয়া, হায়দার আলী, মোঃ ফারুক মিয়া, বাক্কির মিয়া, মোঃ মুর্শিদ মিয়া, মোঃ আবদুল আওয়ালসহ অর্ধ-শত কৃষক এই প্রতিবেদককে বলেন, এই হাওরের চতুর্দিকে মাছের প্রজেক্টে ধানি জমি গুলোর পানি যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার কারণে একটু বৃষ্টিতেই ইরি বোরো ধানের জমিগুলো তলিয়ে যায়। এতে কৃষকদের প্রায় কোটি টাকার ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তারা বলেন, এই বনকে রক্ষার জন্য অতি জরুরী ভাবে খাল কাটার প্রয়োজন বলে বাংলাদেশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন কি? আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের আকুল আবেদন কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে সেই অঙ্গিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তারা মনে করছেন।

বাঘায় পৃথকভাবে ৩২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেপ্তার ২

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় পৃথকভাবে ৩২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ মে) রাত ১০টার দিকে আলাইপুর এলাকা থেকে ২০৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ আমিনুল ইসলামকে (৪৪) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমিনুল ইসলাম উপজেলার চকনারায়নপুর গ্রামে মৃত আহম্মদ আলীর ছেলে। এ সময় তার কাছে ২০৪ বোতল ফেন্সিডিল, ১টি মোবাইল, ২টি সীমকার্ড জব্দ করা হয়। অপর দিকে সোমবার (৬ মে) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার খানপুর নিচপাড়া নামক এলাকা থেকে ১২১ বোতল ফেন্সিডিলসহ ফারুক হোসেনকে (২৮) গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছে ১২১ বোতল ফেন্সিডিল, ১টি মোবাইল, ১টি সীমকার্ড জব্দ করা হয়। ফারুক হোসেন উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের খানপুর নিচপাড়া গ্রামের মৃত বাগু মন্ডলের ছেলে। দীর্ঘদিন থেকে আমিনুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন ফেন্সিডিলের ব্যবসা করে আসছিল। এমন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-৫ এর একটি অপারেশন দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে পৃথকভাবে তাদের গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় বাঘা থানায় পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন ওসি আমিনুল ইসলাম।

কাউখালী বাজারে গণ শৌচাগার সংস্কার না করার বাড়ছে দুর্ভোগে

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : গণ শৌচাগার-সংকটে ভুগছে পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা সদরের বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতা সহ বাজারে আসা সাধারণ জনগণ। ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি কাউখালী বন্দরে সপ্তাহের শুক্র ও সোমবার এই দুইদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাজার বসে। এ ছাড়া প্রতিদিন কেনাকাটার জন্য শত শত লোকের সমাগাম হয় উপজেলার এ বন্দরে। এখানে ধান, চাল, শুপারী, পান, ডাব, কলা, নারকেল, আমড়া, পার্টি, মৃৎশিল্প, বিভিন্ন গাছের চারা সহ নানান দেশীয় পন্যের পর্যাপ্ত সরবরাহের ফলে সাপ্তাহিক বাজারের এই দু দিনে ঢাকা, খুলনা, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে বানিজ্যের উদ্দেশ্যে আসে। এ বাজারে রয়েছে প্রায় দুই হাজার ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অত্যাধুনিক সকল সরকারী-বেসরকারী সুযোগ সুবিধা সম্ভলিত এ বন্দরের ক্রেতা সাধারণের জন্য নেই উল্লেখযোগ্য কোন গণ শৌচাগারের ব্যবস্থা। বাজারে বা মার্কেটে কোন শৌচাগার না থাকায়। এ কারণে ক্রেতা সাধারণ সহ বন্দরের ব্যবসায়ীরা এখানে সেখানে সুযোগ বুঝে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে এ বন্দরের পরিবেশ। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয় মহিলা ক্রেতাদের। বাজারে দুই একটি টয়লেট থাকলেও তা ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বাজারে আসা মহিলা ক্রেতা তানিয়া বেগম বলেন আমাদের যখন বাথরুমের বেগ আসে তখন আমাদের সমস্যার কোন শেষ থাকেনা, বাধ্য হয়ে বাজারের আশেপাশের কোন বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আসি। দক্ষিণ বাজারের ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান আক্ষেপ করে বলেন, বাজারের টয়লেট গুলো সংস্কার করা হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে। ওই টয়লেট গুলোতে বর্তমানে গরু-ছাগলের খরকুটো রাখা হচ্ছে। ব্যবসায়ী নেতা আবু মাহমুদ ফরিদ ও শোয়েব সিদ্দিকী জানান, কাউখালী সদর বাজারের উত্তর ও দক্ষিণ বাজারে প্রয়োজনীয় টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সমস্যা হচ্ছে। আমরা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছি। এ ব্যাপারে সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বরাদ্দ পেলে কাউখালী বাজারে প্রয়োজনীয় গণ শৌচাগার নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবং পুরানো টয়লেট গুলো সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা বলেন, কাউখালী সদরের উত্তর ও দক্ষিণ বাজারের পাবলিক টয়লেট গুলো অগ্রাঅধিকারের ভিত্তিতে সংস্কার করা হইবে।

ফুলবাড়ীতে উন্নত জাতের ঘাষ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রদর্শন

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারী হাসপাতালের উদ্যোগে গবাদিপশুর খাদ্য খরচ হ্রাসকরণে উন্নত জাতের ঘাষ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাইলেজ প্রযুক্তি প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৮ মে) সকালে উপজেলার আলাদিপুর ইউনিয়নের ছোট ভিমলপুর গ্রামের গবাদিপশুর খামারী আব্দুল্লাহ আল হাসিবের খামার চত্বরে আয়োজিত গবাদিপশুর খাদ্য খরচ হ্রাসকরণে উন্নত জাতের ঘাষ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাইলেজ প্রযুক্তি প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. মো. রবিউল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভেটেরিনারী সার্জন ডা. মো. নেয়ামত আলী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট মো. মামুনুর রশিদ। উপস্থিত গবাদিপশুর খামারী ও লালন-পালনকারিদের উদ্দেশ্যে আলোচকরা জানান, গবাদিপশুর খামার পরিচালনায় সবচেয়ে বেশি খরচ হয় গো-খাদ্যে। এতে ৭০ শতাংশ খরচ হয়। বৈশ্বিকভাবে গো-খাদ্য মূল্যের উর্ধ্বগতি হওয়ায় এর প্রভাবে বাংলাদেশের খামারিরাও খামার পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছেন। এজন্য গো-খাদ্য খরচ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দানাদার গো-খাদ্যের বিকল্প হিসেবে স্বল্প খরচে উন্নত জাতের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাতে করে আগামীতে খামারী ও গবাদিপশু পালনকারিদের কল্যাণে কাজ করে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. মো. রবিউল ইসলাম বলেন, গবাদিপশুর খাদ্য খরচ হ্রাসকরণে উন্নত জাতের ঘাষ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাইলেজ প্রযুক্তি প্রদর্শনসহ এর কার্যকারীতার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ফার্মারস ক্লাইমেট স্মার্ট স্কুলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের কিছু ছিল না। ছিল শুধু আমাদের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গলিং ভূ-খন্ড। বঙ্গবন্ধু এই দু'টি সম্পদকে ভরসা করে পরিকল্পনা শুরু করেন। তিনি দেখেছিলেন আমার উর্বর ভূ-খন্ড আছে আর আমার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আছে। তখন উন্নত চাষাবাদ কিভাবে হবে, উন্নত বীজ, সারের ব্যবহার, গভীর নলকূপ এগুলো নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়। আগে দেশী পটল হতো, বড় বড় টিলায় চাষাবাদ করতে হতো। এখন আধুনিক চাষাবাদ শুরু হয়েছে। এই পটল এখন দৃষ্টিনন্দন মাচায় উঠেছে। এটা কেন হয়েছে, এটা বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তাভাবনা থেকে সম্ভব হয়েছে।

গলাচিপা উপজেলা নির্বাচনে জেলা প্রশাসকের মতবিনিময়

গলাচিপা, পটুয়াখালী প্রতিনিধি : গলাচিপায় উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মো. নূর কুতুবুল আলম। বুধবার ১২টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মহিউদ্দিন আল হেলালের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মো. সাইদুল ইসলাম ও সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার খান আবি শাহানুর খান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাসিম রেজা, সহকারী পুলিশ সুপার (গলাচিপা সার্কেল) মো. মোর্শেদ তোহা, গলাচিপা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ফেরদাউস আলম খান, গলাচিপা প্রেস ক্লাব সভাপতি সমিত কুমার দত্ত মলয় প্রমুখ।

বিক্রির জন্য মাছ ধরার চাঁই নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। বোয়ালিয়া এলাকা, রায়পুর, মধুখালী, ফরিদপুর।

কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ মহাসড়কে শুরু মেরামত কাজ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ মহাসড়কের কার্পেটিং উঠে উঁচু ঢিবির সৃষ্টি হওয়া স্থান কেটে সমান করা কাজ শুরু করেছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। গত দুদিন ধরে এ কাজ শুরু করেন তারা। মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ মেরামত কাজ করে দিতে হচ্ছে। গত ৫ মে **এফএনএস** এ কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ সহাসড়ক মৃত্যুর ফাঁদ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের টনক নড়ে। কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ মহাসড়কের খয়েরতলা এলাকা থেকে বিষয়খালি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার যেন মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়। বিষয়খালীর বটতলা নামকস্থান থেকে রাকিবের চায়ের দোকান থেকে খয়েরতলা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছে মৃত্যুর ফাদে। এতে সড়কের অনেক স্থানে কার্পেটিং দেবে গিয়ে উঁচু ঢিবির সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সড়কেরচুটলিয়া, বিষয়খালি, তেঁতুলতলা, গড়িয়ালা, বাকুলিয়া, কয়ারগাছি, খয়েরতলা সহ কয়েকটি স্থানে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল থেকে কালীগঞ্জের খয়েরতলা, দুপুরে কয়ারগাছি ও বিকেলে বিষয়খালীতে তারা প্রাথমিক কাজ করে। এক্সকাভেটর দিয়ে সড়কের উঁচু ঢিবিগুলো কেটে সমান করে তারা। মহাসড়কের পিচ-পাথরের জমাট বাঁধা উঁচু ঢিবিগুলো এক্সকাভেটর দিয়ে কেটে সমান করার কাজ চলছে। মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ কাজ করা হচ্ছে। কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ সড়কের প্রায় ১৫ কিলো মিটার রাস্তা বিভিন্ন স্থানে পিচ-পাথর জমাট বেঁধে উঁচু ঢিবি তৈরি হয়েছে। এ কারণে যান চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। স্থানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা হয়েছিল ওই সড়কেরচুটলিয়া, তেঁতুলতলা, বিষয়খালী, গড়িয়ালা, কয়ারগাছি, বাকুলিয়া, কালীগঞ্জ উপজেলা গেটের সামনে, খয়েরতলা সহ কয়েকটি স্থান। দুই বছর আগে সড়কটি সংস্কার করা হয় কিন্তু অর্ধ বছর যেতে না যেতেই সড়কের এ বেহাল অবস্থা শুরু হয়, যা সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে মেরামত করা হলে সপ্তাহ পর হতে না হতেই পিচ পাথর উঠে চলাচলে আগের মত হয়ে পড়ে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক বিমান বিশ্বাস জানান, এই কাজ তাদের চলমান ছিল, তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে সড়কের কিছু কাজ করা হয়েছে। তিনি আশা করছেন ২/৩ দিনের মধ্যে অনেকটাই চলমান অবস্থার সমাধান হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে সমাধান করতে পারবেন এমন আশা করছেন। ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ বলেন, সড়কটির কাজ উইকেয়ার সেকশন (ফেজ-১) এর ৬ লেন প্রকল্পের। যে কারণে সড়কের এ মেরামত কাজ।

নেত্রকোনায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন, কৃষকের মুখে হাসি

নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে এ বছর বোরো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় ও ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রি করতে পারায় কৃষকের চোখে-মুখে দেখা দিয়েছে হাসির ঝিলিক। এ জেলায় উৎপাদিত ধান স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা পূরণ করে অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে নেত্রকোনা জেলায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়েছে। গত বোরো মৌসুমে ব্রি-২৮ জাতের ধানে ব্যাপক চিটা দেখা দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা ব্রি-২৮ এর পরিবর্তে ব্রি-৮৮ জাতের ধান চাষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী এবার হাওরাঞ্চলের কৃষকরা বেশি করে ব্রি-৮৮ জাতের ধান চাষ করেছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং কোনো ধরনের রোগ বালাই না দেখা দেওয়ায় হাওরে এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষি বিভাগের আশা, এবার জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হবে তা থেকে ৮ লাখ ২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। নেত্রকোনার হাওরাঞ্চল হিসেবে পরিচিত জেলার খালিয়াজুরী, মদন, মোহনগঞ্জ, ও কলমাকান্দা উপজেলায় ইতোমধ্যে বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধান দ্রুত পেকেও যাচ্ছে। আগাম বন্যা, ঝড়, শিলা বৃষ্টি না থাকায় প্রচণ্ড রোদে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই ধান কাটা, মাড়াই ও শুকিয়ে কৃষকরা তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসল গোলায় তুলতে পারছেন। সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন হাওরাঞ্চল ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কৃষি কাজে যান্ত্রিকী করণের কারণে হাওরাঞ্চলে এবার শ্রমিক সংকট নেই। মোহনগঞ্জের ডিঙাপোতাসহ বেশিরভাগ হাওরে কৃষকরা হারভেস্টার মেশিন দিয়ে তাদের জমির ধান দ্রুত কেটে ফেলছেন। প্রান্তিক চাষিরা বছরের খোরাকির জন্য ধান সংরক্ষণ করছেন। কৃষকের বাকি ধান হাওরের জমি থেকেই ফারিয়া দালালরা কিনে নিচ্ছেন। শেহড়াতলী গ্রামের কৃষক সবুজ মিয়া বলেন, এ বছর ধানের ফলন ভালো হয়েছে। দামও ভালো পাচ্ছি।

বাঘায় বাঁকি না দেওয়া দোকানে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় সিগারেট বাঁকি না দেওয়া দোকানে হামলা চালিয়ে ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (৮ মে) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের দিঘা বাজারে এই ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, আবুল তালেব দীর্ঘদিন থেকে দিঘা বাজারে বিসমিল্লাহ স্টোর নামে একটি মুদি খানার দোকান দিয়ে ব্যবসা করে আসছিলেন। এ দোকানে দিঘা দাবিয়াতলা গ্রামের মৃত রমিজ উদ্দিনের ছেলে নাসির উদ্দিন সিগারেট বাঁকি চায়। বাঁকি দিতে না চাওয়ায় তার দোকানের সামনে থাকা ডিম ভাংচুর করে চলে যায়।

ফুলবাড়ীতে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের ৪ সদস্য আটক

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধ : দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলায় লালদীঘি বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মঙ্গলবার (৭ মে) রাতে আন্তঃজেলা ডাকাত দলর ৪ সদস্যকে আটক করেছে থানা পুলিশ। এ সময় ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। ফুলবাড়ী থানা পুলিশের পৃথক দুটি দল তথ্য প্রযুক্তির সহযোগিতা নিয়ে গত মঙ্গলবার (৭ মে) রাতভর দিনাজপুর জেলাসহ বগুড়া, নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের ৪ সদস্যকে আটকসহ ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত পিকআপটি জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। আটক আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্যরা হলেন, ফুলবাড়ী উপজেলার চৌকিয়াপাড়া সোনাপাড়া গ্রামের আইনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে মোস্তাকিম ইসলাম (৩৫), বিরামপুর পৌরএলাকার কলেজপাড়া গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে মো. বেলাল (৪৫), বগুড়ার দুঁপচাচিয়া উপজেলার ছোট বেড়াগাঁও গ্রামের মৃত আবদুল মান্নানের ছেলে আবদুর রহমান (৩৫) ও বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুমপুর চালুঞ্জা গ্রামের মো. কোব্বাতের ছেলে মো. হাসান (২৮)। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, শনিবার (৪ মে) গভীর রাতে পিকআপ নিয়ে উপজেলার এলুয়াড়ী ইউনিয়নের লালদীঘি বাজারের পাহারাদারকে অস্ত্রের মুখে বেঁধে রেখে বাজারের মুদি দোকান পল্লব ভ্যারাইটিজ স্টোর এণ্ড টেলিকম, কীটনাশকের দোকান মের্সাস তিনভাই ট্রেডার্স এবং মেসার্স সাগর ট্রেডার্সের তালা অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে কাটে একদল ডাকাত সদস্য।

ফুলবাড়ীতে দুই কৃষকের মাঝে ভুর্তকির হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বুধবার (৮ মে) উপজলার দুইজন কৃষকের মাঝে ৫০ শতাংশ ভুর্তকিতে ধান কাটাই, মাড়াই কাজের দুইটি হারভেস্টার মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। দুপুর ১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত হারভেস্টার মেশিন বিতরণী অনুষ্ঠানে হারভেস্টার মেশিন দুইটির চাবি হস্তান্তর করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রুম্মান আক্তার। ভুর্তকিতে হারভেস্টার গ্রহণকারী কৃষক দুইজন হলেন, উপজেলার বেতদীঘি ইউনিয়নের খন্ডখুই গ্রামের কৃষক এনামুল হক ও কাজিহাল ইউনিয়নের চকিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আনসারুল ইসলাম। হারভেস্টার মেশিন বিতরণী অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সঞ্চিতা রায়সহ সরকারি-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক, মেটাল ফ্যাফে কোম্পানীর কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার সুধিজন উপস্থিত ছিরেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষনের পর হত্যা, মামলা

বরিশাল প্রতিবেদক : দ্বিতীয় শ্রেনীতে পড়-য়া নয়বছর বয়সের শিশু কন্যা তামান্না আক্তারকে একাধিকবার ধর্ষণের পর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার অভিযোগে আদালতের মামলা দায়ের করা হয়েছে। হত্যার পর সিঁড়ি কোঠায় শিশু তামান্নার লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার কথা রটিয়ে দেওয়া হয়। নিহত তামান্না বাবুগঞ্জ উপজেলার আগরপুর গ্রামের আমির হোসেন ফকিরের মেয়ে ও আগরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী ছিলো। নিহত শিশুর মা তানজিলা বেগম বাদি হয়ে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেছেন। বিচারক মোঃ ইয়ারব হোসেন মামলায় আনা অভিযোগ তদন্ত করে উজিরপুর মডেল থানার ওসিকে প্রতিবেদন জমা দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। বুধবার সকালে আদালতে দায়ের করা মামলার এজাহারে জানা গেছে, চাঞ্চল্যকর এ মামলার আসামিরা হলো-উজিরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারশী এলাকার বাসিন্দা তাওহীদ হাওলাদার, তার বাবা সুলতান হাওলাদার, মা নাজনিন বেগম, বোন সুমি ও শিমু আক্তার। মামলার এজাহারে বাদি উল্লেখ করেন, আসামি নাজনিন বেগম তার ফুফাতো বোন। গত ১ মে ফুফাতো বোনের মেয়ে সুমি ও শিমু আক্তার তাদের বাড়ি বেড়াতে আসে। পরেরদিন ২ মে তামান্নাকে নিয়ে তাদের বাড়ি যায়। গত ৩ মে তাওহীদ হাওলাদার নিজ ঘরে তামান্নাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক একাধিকবার ধর্ষন করে। পরে অন্যান্য আসামিরা এসে বিষয়টি জানতে পেরে তামান্নাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। একপর্যায়ে বিষয়টি এলাকাবাসী জানার পূর্বে তামান্নার গলায় ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এরপর সিঁড়ি কোঠার আড়ার উঁচুস্থানে শিশু তামান্নার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওইদিন (৩ মে) সুলতান হাওলাদারের ঘরের সিঁড়ি কোঠা থেকে শিশু তামান্নার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশ। এ ঘটনায় উজিরপুর মডেল থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়েরের পর তামান্নার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়।

আমঝুম ফল পাকছে। এই গাছ এখন আর তেমন দেখা যায় না। নূরনগর, খুলনা শহর।

সেনবাগে ৭টি হাইজিন কর্নারের উদ্বোধন

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগের বাতাকান্দি আদর্শ স্কুল এণ্ড কলেজ সহ ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মিত হাইজিন কর্নার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টারদিকে নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) দেওয়ান মাহবুবুর রহমান একযোগে ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাইজিন কর্নারের উদ্বোধন করেন। এউপলক্ষে বাতাকান্দি আদর্শ স্কুল এণ্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিসান বিন মাজেদের সভাপতিত্বে ও কলেজর অধ্যক্ষ মোঃ নুরুল হুদার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, নোয়াখালী জেলা প্রশাসক (ডিসি) দেওয়ান মাহবুবুর রহমান।

পিএসজির স্বপ্ন গুঁড়িয়ে ১১ বছর পর ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে হেরে ফাইনালে উঠতে পারল না পিএসজি। চলতি মৌসুম শেষেই কিলিয়ান এমবাপ্পে প্যারিসের ক্লাবকে বিদায় জানাবেন। সে হিসেবে এটাই ঘরের মাঠে তার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার শেষ ম্যাচ। এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে এমবাপ্পেও করে দেখাতে পারলেন না বিশেষ কিছু। বরং ম্যাটস হুমেলসের কাছেই যেন বন্দি হয়ে ছিলেন এই ফ্রেঞ্চ সেনসেশন। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ফ্রেঞ্চ ক্লাবটিকে আরও একবার হারিয়ে দিয়েছে জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ম্যাটস হুমলসের একমাত্র গোলে ফাইনালে পৌঁছল জার্মান ক্লাবটি। ২০১৩ সালের পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলতে যাচ্ছে জার্মান ক্লাবটি। আজ বৃহস্পতিবার রিয়াল মাদ্রিদ এবং বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যকার ম্যাচের জয়ী দলের সঙ্গে ফাইনাল খেলবে তারা। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচ যেমন হওয়া দরকার ছিল, প্রথমার্ধ ঠিক তেমনই কেটেছে। দুই দলই ব্যস্ত ছিল একের পর এক আক্রমণ রচনায়। গোলমুখে খুব বেশি শট না এলেও দুই দলই একে অন্যের ডিবক্সে রীতিমত ভয় ছড়িয়েছে পুরোটা সময় জুড়ে। তবে এদের মাঝে পিএসজিই খানিক এগিয়ে ছিল। ওসমান ডেম্বেলে একাধিকবার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। আবার ভিতিনহার দূরপাল্লার একেকটি শটও ছিল ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। ম্যাচের ২৫ মিনিটে সত্যিই এগিয়ে যেতে পারত পিএসজি। প্রতিপক্ষের ছোট বক্সের সামনে দারুণ একটা বল বাড়ানো হয়েছিল এমবাপ্পের উদ্দেশ্যে। বল পাওয়া মানেই ছিল। সেসময় পেছন থেকে দুর্দান্ত এক ট্যাকেলে দলের বিপদ মুক্ত করেছিলেন ডর্টমুন্ডের এক ফুটবলার। পরের মুহূর্তেই অবশ্য ডর্টমুন্ডের করিম আদিয়েমি গোল পেতে পারতেন। তবে পিএসজি গোলরক্ষকের দারুণ সেইভ গোলবঞ্চিত করে তাদের। শেষদিকে আরও কিছু আক্রমণ হলেও সেটি গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তবে দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই ম্যাচ থেকে পিএসজিকে অনেকটা ছিটকে দেন ডর্টমুন্ডের অভিজ্ঞ জার্মান তারকা হুমেলস। কর্নার চলাকালে একেবারেই ফাঁকা ছিলেন এই ডিফেন্ডার। সামান্য লাফিয়ে উঠে হেড করেন। তাতেই আসে গোল। গোল হজমের পর একাধিক পরিবর্তন আনে পিএসজি।

গোল করলেন সালাহ, দাপুটে জয় লিভারপুলের

স্পোর্টস ডেস্ক : কাগজে-কলমে এখনো প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার স্বপ্ন টিকে আছে লিভারপুলের। যে কারণেই হয়তো শেষ চেষ্টাটা করছেন ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা। লিগের ৩৬তম ম্যাচে টটেনহ্যাম হস্টপারকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। এতে ৫ ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পেল অলরেডরা। গেল সপ্তাহে ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করেছিল লিভারপুল। ওই ম্যাচে মোহাম্মদ সালাহকে শুরুর একাদশে রাখেননি কোচ ক্লপ। যে কারণে ম্যাচ শেষে কোচের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বের কথা জানিয়েছিলেন সালাহ। তবে এই ম্যাচে সালাহকে শুরুর একাদশেই রেখেছেন ক্লপ। আর লিভারপুলের প্রথম লিড এসেছে মিশরীয় এই তারকার কাছ থেকেই। ম্যাচের ১৬ মিনিটে দারুণ গোলে লিভারপুলকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি। রোববার নিজেদের ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ৪৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লিভারপুল। কাছ থেকে বাঁপায়ের শটে গোলটি করেন অ্যান্ডি রবার্টসন। দ্বিতীয়ার্ধে নেমে দ্রুতই আর দুই গোল পেয়ে যায় লিভারপুল। ৫০ মিনিটে গোল করেন কোডি গাফকো।

ব্রাজিলে বন্যার্তদের সহায়তায় ত্রাণ পাঠালেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : দক্ষিণ ব্রাজিলের রাজ্য রিও গ্রান্দে দো সুলেতে ৮০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি চলছে। এই বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৮৫ জনে। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় দেড় লাখ মানুষ। উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার সীমান্তবর্তী রাজ্যটির ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। একটি বাঁধ আংশিক ভেঙে গেছে। ফলে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে চার লাখেরও বেশি মানুষ। কয়েকটি শহরের রাস্তা ও সেতু ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সুপেয় পানির সংকটে পড়েছে। নিজ দেশে এমন ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র। সেই সঙ্গে সামর্থ্যবানদের প্রতি দেশবাসীর এ বিপদের সময় এগিয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

১৫ বছর পর ঘরে ফিরছেন সিলভা

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছিল মাত্র ১৪ বছর বয়সে, ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের জুনিয়র একাদশে। এরপর আস্তে আস্তে পুরো ফুটবল বিশ্ব দাপিয়ে বেড়ানো থিয়াগো সিলভা পেয়েছেন অন্যতম সেরা ডিফেন্ডারের তকমা। সিলভা ফুটবলে সিরিয়ার ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০০৪ সালে পর্তুগালের ক্লাব পোর্তোতে। সেখানে এক বছর থাকার পর চলে যান রাশিয়ান ক্লাব ডায়নামো মস্কোতে। রাশিয়ায় থাকতে সিলভার জীবনে নেমে বড় এক ঝড়। জটিল রোগ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন তিনি। এরপর সুস্থ হয়ে ২০০৭ সালে ফের ফ্লুমিনেন্সে যোগ দেন সিলভা। ২ বছর ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে খেলেন তিনি। ২০০৯ সালে ব্রাজিল ছেড়ে ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে (২০০৯-১২) যোগ দেন সিলভা। এরপর খেলেছেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) হয়ে। ফরাসি ক্লাবটিকে প্রায় ৮ বছর থাকার পর চেলসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন সিলভা। চেলসিতে ৪ বছর মিলিয়ে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে প্রায় ১৫ বছর কাটিয়ে ফেলেন ব্রাজিলিয়ান এই সেন্টার-ব্যাক। চলতি মৌসুম শেষে চেলসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে সিলভার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির সঙ্গে থাকবেন না, তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছেন তিনি। সে হিসেবে চেলসির জার্সিতে আর মাত্র কয়েকটি ম্যাচ খেলবেন সিলভা। প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচটিই হতে পারে চেলসির জার্সিতে সিলভার শেষবারের মতো মাঠে নামা। চেলসির পর কোথায় যাবেন সিলভা, এমন প্রশ্ন গত কয়েক দিন ঘুরপাক খাচ্ছে ফুটবলভক্তদের মাথায়। অনেকে মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগে (এমএলএস) খেলবেন এই ব্রাজিলিয়ান। আবার অনেকের ধারণা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও নেইমারের মতো সৌদি প্রো লিগে যেতে পারেন তিনি। এবার নিশ্চিত হওয়া গেছে, চেলসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে কোথায় যাবেন সিলভা। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সৌদি নয়, সেই ছোটবেলার ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে ফিরে যাবেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার এই ঘোষণা দিয়েছে চেলসি ও ফ্লুমিনেন্স। অর্থাৎ প্রায় ১৫ বছর ইউরোপে প্রবাস জীবন শেষ করে ঘরে ফিরছেন সিলভা।

অভিষেক মৌসুমেই চেলসির 'সেরা খেলোয়াড়' পালমার

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মৌসুমে ৪২.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে চেলসিতে যোগ দেন কোল পালমার। সেই থেকে কাটাচ্ছেন দারুণ এক মৌসুম। তার ফলস্বরূপ চেলসির বার্ষিক 'সিএফসি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' অনুষ্ঠানে জোড়া পদকে ভূষিত হলেন এ তরুণ তারকা। পচেত্তিনোর চেলসি দলে তার জায়গা পাক্কা। মৌসুমে ৪৫টি ম্যাচে নেমে গোল করেছেন ২৬। গোলে সহায়তা করেছেন ১৩টি। এর মধ্যে প্রিমিয়ার লিগেই জাল খুঁজে পেয়েছেন ২১ বার। ২৫ গোল নিয়ে আর্লিং হালান্ড ছাড়া তার সামনে নেই আর কেউ। প্রিমিয়ার লিগে গোল্ডেন বুটের লড়াইটাও চলছে দুই সাবেক সতীর্থের মধ্যে। ২২ বছরের পালমার জায়গা পেয়েছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলেও। আসছে ইউরোতে নিজের সামর্থ্য প্রমাণের সুযোগ অপেক্ষা করছে তার জন্য। এমন দারুণ মৌসুম শেষে চেলসির 'মৌসুম সেরা'খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন পালমার। গত মঙ্গলবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে জমকালো 'সিএফসি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' অনুষ্ঠানে বছরের সেরা খেলোয়াড়দের স্বীকৃতি জানায়।

ক্ষমা চাইলেন রোমান সানা, ফিরতে চান জাতীয় দলে

স্পোর্টস ডেস্ক : গত মার্চে জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রোমান সানা। জাতীয় দলে না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে আর্চারি ফেডারেশনে চিঠি দেওয়ার পর গণমাধ্যমে ফেডারেশন, বেতন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন দেশসেরা আর্চার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশন জানিয়ে দেয়, রোমানকে ফিরতে হলে ক্ষমা চাইতে হবে। সেই অনুযায়ী এবার ক্ষমা চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলে ফেরার আগ্রহও। রোমানের চিঠি প্রসঙ্গে আজ আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজিবউদ্দিন আহমেদ চপল বলেন, 'সে (রোমান) ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেবে বলে আমাকে জানিয়েছিল। ফেডারেশনে চিঠি জমা হওয়ার পর অফিস আমাকে অবহিত করেছে।' এর আগে ফেডারেশন রোমানের অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করেছিল। নতুন চিঠিতে অব্যাহতিপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, '(ফেডারেশনের) সভাপতি মহোদয় চিঠি দেখবেন। এরপর তিনি প্রয়োজনবোধে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। রোমানের বিষয়ে কারও কোনো একক সিদ্ধান্ত নেই, যা হয়েছিল ফেডারেশনের নির্বাহী সভায়। সামনে কিছু হলেও সেটা সভার মাধ্যমেই হবে।' ফেডারেশনে পাঠানো চিঠিতে রোমান ফেডারেশন সংক্রান্ত অযাচিত মন্তব্যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

নিজের মন্তব্যের জন্য ভুল স্বীকার করে ফেডারেশনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে জাতীয় দলে না খেলার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে আবার দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম বয়ে আনার জন্য ফেডারেশনের কাছে সুযোগও চেয়েছেন রোমান।

আবার কি স্কুলে ভর্তি হলেন সাকিব!

স্পোর্টস ডেস্ক : শিক্ষাজীবনে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন সাকিব আল হাসান। ক্রিকেটটা খেলে যাচ্ছেন দাপটে, সঙ্গে মন দিয়েছেন রাজনীতিতেও। মাগুরা-১ আসনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তিনি। ক্রিকেট ও ব্যক্তিজীবনে সাকিব আল হাসান যেন একজন পাক্কা অলরাউন্ডার। কিন্তু হঠাৎ স্কুলের পোশাক পরা সাকিবকে দেখে অবাক হওয়ার উপক্রম। হাতে স্কুল ব্যাগ, স্কুল ড্রেস পরা সাকিবের নেমপ্লেটে লেখা ফয়সাল। সেটা অবশ্য তারই ডাকনাম। এমনই একটি ১০ সেকেন্ডের ভিডিও নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সাকিব।

ছোটনের দলের দ্বিতীয় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : নারী ফুটবল লিগের নতুন দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্পোর্টিং ক্লাব দুর্দান্ত শুরু করেছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আতাউর রহমান ভূঁইয়া কলেজ স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে জয় দিয়ে। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের নারী ফুটবলের কোচের দায়িত্ব পালন করা গোলাম রব্বানী ছোটনের হাত ধরেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম খেলছে মেয়েদের লিগে। আরেকটি জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। গত ২৭ এপ্রিল লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের রানার্সআপ আতাউর রহমান ভূঁইয়া কলেজ স্পোর্টিং ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ওই ম্যাচ ১-০ গোলে জিতে চমক দেখয়েছিল ছোটনের দল। দ্বিতীয় রাউন্ডে বিরতি ছিল আর্মি। সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবকে। কমলাপুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ৩৩ মিনিটে নওশন জাহানের গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শেষ বাঁশির কিছু সময় আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মমিতা খাতুন। দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তারকা সমৃদ্ধ দল নাসরিন

স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে টেবিলের শীর্ষে এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্পোর্টিং ক্লাব। ফরাশগঞ্জের এটি টানা দুই হার। তিন ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩।

ইসলাম

অজ্ঞতাই মুসলিম সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ

নিউজ ডেস্ক : হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব। কারণ শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম জনপদ মক্কানগরীর অধিবাসীরা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বাসিন্দা। যে যুগটাকে অন্ধকারের যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে ইতিহাসে। নবুওয়ত পূর্ববর্তী সময়ে যুবক মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধপ্রিয় মক্কাবাসীদের অহেতুক রক্তপাত থেকে বিরত রাখতে বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, সংস্কারকৃত কাবাঘরের কালো পাথর (হাজরে আসওয়াত) প্রতিস্থাপন নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধে তার দেওয়া সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান প্রমাণ করে- তিনি আগামীর একজন দিকপাল ও নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পরেই নবী মুহাম্মদ (সা.) এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন মক্কাবাসী থেকে শুরু করে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানালেন নারীকে সম্মানজনক আসন ও তাদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার। জীবনভর তিনি এই আহ্বান এবং অধিকারের কথা বলেছেন- তা অব্যাহত ছিল ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত। বিদায় হজের ভাষণেও তিনি সেই অধিকারের কথা ব্যক্ত করে গেছেন। মক্কার জীবনে নবী মুহাম্মদ (সা.) যে সংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, হিজরত পরবর্তী মদিনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর তা আরও বেগবান এবং আধুনিকায়ন করার প্রয়াস অব্যাহত থাকে। মদিনায় নবী মুহাম্মদ (সা.) শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবে নন, সর্বস্তরের একজন সফল নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখানো পথ, বলে যাওয়া আদর্শ বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ। যে আদর্শের অনুসরণে রয়েছে মুক্তি ও শান্তি। আমরা জানি, বর্তমান বিশ্ব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শান্তির অন্বেষায় মুসলমানরা রাসূলের আদর্শের অনুসরণ বাদ দিয়ে আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমনকি অনেক মুসলমান মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে নেহাতই ধর্মীয় আদর্শ এবং এটাকে একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় মনে করছে। সেই সঙ্গে ভাবছে, ইসলামের শিক্ষা প্রগতির অন্তরায়। ফলে মুসলিম সমাজে বিপথগামী সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে নবী করিম (সা.)কে আমরা কতটুকু অনুসরণ করতে পারছি একবার যদি বিবেককে প্রশ্ন করা হয়, তাহলেই উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা এমন গভীরভাবে পাপে নিমজ্জিত যে আমাদের বিবেক বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব শ্রেণিপেশার মানুষের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য (পর্যাপ্ত ব্যতিক্রমও আছে)। বস্তুত ইসলাম যে সব সময় একটি সর্বোত্তম আদর্শ এবং মহানবী (সা.) সে আধুনিকতার প্রচার এবং তার জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত করেছেন- সে সম্পর্কে অজ্ঞতাই বর্তমানের মুসলিম সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ। মুসলমানদের এমন অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান দ্বারা আলোকিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম শুধুই একটি ধর্মমত নয়, বরং এটি আধুনিকতার সংমিশ্রণে প্রণীত একটি প্রগতিশীল জীবন বিধান। যার বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে একটি সুন্দর, আদর্শ, সুখী ও শান্তিময় সমাজ গঠন করা সম্ভব।

বজ্রপাতের সময় যে দোয়া পড়তেন বিশ্বনবি

ইসলাম ডেস্ক : এই সময়ে প্রায়ই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে হয় বজ্রপাতও। এতে প্রতি বছরই অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। এই বজ্রপাত আল্লাহ তাআলার শক্তিমত্তার এক মহা নিদর্শন। বজ্রপাত হচ্ছে আসমানি দুর্যোগ। মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখার সতর্কবার্তা। আল্লাহ তাআলা 'রাদ' নামে একটি স্বতন্ত্র সুরা নাজিল করেছেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে বজ্রপাত থেকে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছেন দোয়া। যারা এ দোয়া পড়বেন, আল্লাহ তাআলা তাদের বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে হেফাজত করবেন। হাদিসে এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বজ্রের শব্দ শুনতেন বা বিদ্যুতের চমক দেখতেন; তখন সঙ্গে সঙ্গে বলতেন- উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাক্তুলনা বিগাদাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিআজাবিকা, ওয়া আ'ফিনা ক্বলা জালিকা।' (তিরমিজি) অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তোমার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমাদের মেরে ফেলো না। আর তোমার আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না। এর আগেই আমাদের ক্ষমা ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করো।

তাওয়াফের সময় পোশাক অপবিত্র হয়ে গেলে কি তাওয়াফ হবে?

ইসলাম ডেস্ক : তাওয়াফ শব্দের অর্থ ঘোরা বা প্রদক্ষিণ করা। পরিভাষায় তাওয়াফের নিয়ত করে পবিত্র কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদের কোনা থেকে শুরু করে চারপাশে সাত বার ঘোরাকে তাওয়াফ বলা হয়। তাওয়াফ হজ ও ওমরাহর অপরিহার্য আমল। ওমরাহর সময় পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ করা ফরজ। হজের সময় তাওয়াফে জিয়ারত করা ফরজ। আরাফায় অবস্থানের পর এ তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফের সময় পবিত্র পোশাকে থাকা সুন্নত। নাপাক কাপড়ে তাওয়াফ করা মাকরুহ। তাই পবিত্র পোশাকেই তাওয়াফ করা উচিত। তবে পবিত্র পোশাকে তাওয়াফ করা যেহেতু ফরজ-ওয়াজিব নয়, তাই কোনো দুর্ঘটনার কারণে তাওয়াফের মাঝে যদি কারো পোশাক অপবিত্র হয়ে যায় যেমন অনেকে ছোট শিশুকে নিয়ে হজ-ওমরায় যান, তাওয়াফের সময় তাকে কোলে রাখেন, এ সময় শিশু যদি প্রশ্রাব করে দেয়, ইহরামের কাপড় অপবিত্র হয়ে যায় এবং তাওয়াফকারী ওই অবস্থায়ই তাওয়াফ শেষ করে, তাহলে তার তাওয়াফ হয়ে যাবে। এ কারণে কোনো সদকা বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যাদের ওপর হজ ফরজ হজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই সামর্থ্য থাকলে অযথা অবহেলা বা দেরি না করে দ্রুত হজ করে ফেলা উচিত। আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা আলে ইমরান: ৯৬, ৯৭) হজের মৌসুমে হজে যাওয়া-আসার খরচসহ সফরে থাকাকালীন দিনগুলোতে তার ও পরিবারের লোকদের স্বাভাবিক খরচের ব্যবস্থা থাকলে এবং দৈহিকভাবে হজ করার সক্ষমতা থাকলে হজের সামর্থ্য প্রমাণিত হয় ও হজ ফরজ হয়। কারো যদি কাবায় পৌঁছার সামর্থ্য থাকে কিন্তু তার হজের সফরের সময় পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা

না থাকে, তার ওপর হজ ফরজ হবে না। একইভাবে কারো যদি হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গের কোনোটি বিকল হয় বা কেউ যদি একা চলাফেরা কতে সক্ষম না হয়, তার ওপরও হজ ফরজ হবে না। নারীদের ওপর হজ ফরজ হওয়ার জন্য হজের সফরে তার সাথে যাওয়ার মতো মাহরাম ব্যক্তি থাকাও জরুরি।

গোসল ফরজ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে গোসল করাতে হবে

ইসলাম ডেস্ক : অনেকে মনে করেন, কেউ গোসল ফরজ থাকা অবস্থায় মারা গেলে তাকে গোসল করানোর কোনো আলাদা নিয়ম আছে, তাকে দুবার গোসল করাতে হবে ইত্যাদি। মূলত ইসলামি শরিয়তে গোসল ফরজ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির গোসলের কোনো আলাদা পদ্ধতি নেই। অন্য মৃত ব্যক্তিদের যেভাবে গোসল করানো সুন্নত, গোসল ফরজ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকেও সেভাবে একবার গোসল করাতে হবে। আতা (রহ.) বলেন, গোসল ফরয অবস্থায় কেউ মারা গেলে বা ঋতুমতী নারী মারা গেলে (গোসলের ক্ষেত্রে) তাদের বিধান অন্যান্য মৃতের মতোই (অর্থাৎ তাদেরকে একবারই গোসল দিতে হবে)। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১১১২৬) যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় ১. পুরুষ অথবা নারী ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় যে কোনো কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হয়। ২. স্বামী স্ত্রী শারীরিকভাবে মিলিত হলে গোসল ফরজ হয়। মিলন প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও বা বির্যপাত না হলেও গোসল ফরজ হয়ে যায়। ৩. নারীদের হায়েজ বা নেফাস শেষ হয়ে গেলে তার ওপর গোসল ফরজ হয়। ৪. কারো মৃত্যু হওয়ার পর তাকে গোসল করানো ফরজ। ৫. নতুন মুসলিমের জন্য গোসল।

হজ-ওমরাহর সময় সুগন্ধিযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে কি?

ইসলাম ডেস্ক : হজ-ওমরাহর ইহরাম বাধার পর শরীর বা পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত তেল লাগানো, সুগন্ধি সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে আতর, ফল বা ফুলের ঘ্রাণ নেওয়াও মাকরুহ। যদিও ইহরাম অবস্থায় কেউ আতর বা অন্য কিছুর ঘ্রাণ নিলে কোনো ধরনের জরিমানা ওয়াজিব হয় না। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইহরাম অবস্থায় কি ফুল ও সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়া যাবে কি না, তিনি উত্তরে বলেছেন, না, যাবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৪৮২৮) নাফে (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি ইহরাম অবস্থায় ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া অপছন্দনীয় মনে করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১৪৮২৭) ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির জন্য খাওয়া হয়, খাওয়ার পর সুগন্ধি বাকি থাকে এমন তীব্র সুগন্ধিযুক্ত খাবার যেমন সুগন্ধি জর্দা, জাফরান ইত্যাদি খাবার খাওয়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু সুঘ্রাণ ছড়ায় এমন যে কোনো খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। সুঘ্রাণ ছড়ায় এমন বিরিয়ানি, পোলাও ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। এসব খাবার খেলে হজ বা ওমরাহর ক্ষতি হবে না। তবে এসব খাবার রান্নার পর তাতে পৃথকভাবে সুগন্ধি যোগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সালাম সবার প্রতি শান্তির বার্তা

ইসলাম ডেস্ক : সালাম শান্তির প্রতীক। মিরাজের রজনীতে মহান আল্লাহ রাসুলকে (সা.) যেসব বস্তু বা বিষয় উপহার দিয়েছেন, এর মধ্যে সালাম অন্যতম। তিনি বলেছেন, 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। সালামের মাধ্যমে শান্তির বার্তা দিয়ে অপর ভাইকে অভিবাদন জানানো জান্নাতিদের কাজ। ইসলাম ধর্মে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রিয় নবী (সা.) এই কাজটিকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমরা জান্নাতে যাওয়ার সময় ফেরেশতারা বলবে, "তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও।" (সুরা জুমার ৭৩) এরপর জান্নাতেও সালামের প্রচলন থাকবে। "সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।" (সুরা ইউনুস ১০) এরপর জান্নাতে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন জান্নাতিদের সালাম দেবেন। 'সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ।' (সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৮) পরিচিত কিংবা অপরিচিত সবাইকেই সালাম করতে হয়। (বুখারি, হাদিস ১২) শুধু তা-ই নয়, সালাম এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের সদ্ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের ছয়টি সদ্ব্যবহারের বিষয় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, কারো সঙ্গে দেখা হলে তাকে সালাম করবে। (তিরমিজি, হাদিস ২৭৩৬) সালামের মাধ্যমে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। এ ছাড়া এতে আল্লাহর জিকির পাওয়া যায়। আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। সালাম মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা।